Peace

মাক্কী ও মাদানী জীবন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন

মূল : সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

রাসূলুল্লাহ ﷺ
সম্পর্কে
১০০০ প্রশ্ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন

মূল

সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আশরাফ
বি. বি. এ

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও: আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে
১০০০ প্রশ্ন

প্রকাশক
মো: রফিকুল ইসলাম
প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর – ২০১১ ইং
কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন
বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর
মুদ্রণে : এস আর প্রেস, সূত্রাপুর
ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্যে, যিনি তাঁর একান্ত মেহেরবাণীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূল ﷺ-এর ওপর। শুহাদায়ে কেরামের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন নামক এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করাটা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। বাংলাদেশে এ প্রথম প্রশ্নোত্তর আকারে তথ্যবহুল এ জাতীয় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হল। এর মধ্যে বিশ্বনবী রাসূল ﷺ-এর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর তেষট্টি বছরের জিন্দেগীর সমুদয় কর্মের বর্ণনার সমাহার হয়েছে যা একজন মুসলমানের জন্য জানা আবশ্যক। কারণ কুরআন বুঝার জন্য রাসূল (সা)-এর জীবনী জানা পূর্বশর্ত। বইটি মূলত Biography of Muhammad ﷺ Quiz নামক বইয়ের অনুবাদ, যা সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান কর্তৃক লিখিত। আমাদের দেশের পাঠকদের বোধগম্য করে অনুবাদ ও সম্পাদনা করা হল।

আশা করি বইটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও সর্বোপরি রাসূল ﷺ-এর জীবনী জানতে উৎসুক পাঠকারীর জন্য বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, এ কাজে যারা সময়, শ্রম ও মেধা কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। বইটি ভাল হলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ বইটি পড়ে, বুঝে ও বাস্তব জীবনে আমল করার মাধ্যমে উভয় জগতের সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

সূচিপত্র

১ম খণ্ড : মাক্কী জীবন

২য় খণ্ড : মাদানী জীবন

১ম খণ্ড : মাক্কী জীবন

১. মুহাম্মদ-এর জন্ম ও বংশ পরিক্রমা

প্রশ্ন–১. মুহাম্মদ কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ২২ এপ্রিল মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–২. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : তিনি আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–৩. কেন ঐ বছরটিকে "আমূল ফীল" বা হস্তীবাহিনীর বছর বলা হয়?

উত্তর : ঐ বছর ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য এবং আরবের হজ্জযাত্রীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে। আর এ জন্য ঐ বছরটিকে "আমূল ফীল" বা হস্তীবাহিনীর বছর বলা হয়।

প্রশ্ন–৪. আবরাহা এবং তার সৈন্যবাহিনী কীভাবে ধ্বংস হলো?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিদের ঠোঁটে ও পায়ে পাথর কণা দিয়ে পাঠালেন। তারা সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। আর এভাবে পাথর বর্ষণ করে হস্তীবাহিনী ধ্বংস করা হল। (১০৫ সূরা ফীল)

প্রশ্ন–৫. রাসূল-এর পিতার নাম কী?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন–৬. রাসূল-এর মাতার নাম কী?

উত্তর : আমিনা বিনতে ওহাব বিন আবদে মানাফ বিন যাহরাহ।

প্রশ্ন–৭. কোথায় এবং কখন রাসূল-এর পিতা ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : মুহাম্মদ-এর জন্মের পূর্বে তিনি ইয়াসরিবে ইন্তিকাল করেন।

---

১. কিছু কিছু গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪. আবাবিল কোন পাখীর নাম নয় বরং আবাবিল অর্থ হলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

প্রশ্ন–৮. রাসূল ﷺ-এর দাদার নাম কী?
উত্তর : আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন–৯. আব্দুল মুত্তালিবের সামাজিক পদ-মর্যাদা কী ছিল?
উত্তর : তিনি তাঁর গোত্র বনু হাশিমের প্রধান ছিলেন।

প্রশ্ন–১০. রাসূল ﷺ-এর পঞ্চ পিতৃ-পুরুষের পরিক্রমা কী?
উত্তর : তারা হলেন : মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদ মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব।

প্রশ্ন–১১. রাসূল ﷺ-কে কারা দুধ পান করিয়েছেন?
উত্তর : প্রথমে তার মা আমেনা তারপর সুওয়াইবা যিনি ছিলেন তার চাচা আবু লাহাব নামে পরিচিত আব্দুল উযযার মুক্ত ক্রীতদাসী। এরপর হালিমা বিনতে যুআইব, যিনি হালিমা আস-সাদিয়া নামে সর্বাধিক পরিচিত।

প্রশ্ন–১২. আরবের লোকেরা কেন তাদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পাঠাত?
উত্তর : মরুভূমির সুস্থ বায়ু বা আবহাওয়াতে তাদের সন্তানেরা যেন সুস্থভাবে বেড়ে উঠে এবং শুদ্ধভাষা ও ভদ্রতা শিখতে পারে সে জন্যই আরবের লোকেরা তাদের সন্তানদের বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পাঠাত।

প্রশ্ন–১৩. হালিমা আস-সাদিয়া রাসূল ﷺ-কে কতদিন পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছেন?
উত্তর : দুই বছর পর্যন্ত।

প্রশ্ন–১৪. হালিমার কাছে থাকাকালীন যে মহান ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল সেটি কী ঘটনা ছিল?
উত্তর : ঘটনাটি হল : একদিন জিবরাঈল (আঃ) আসলেন এবং রাসূল ﷺ-এর বুক ছিঁড়ে তার রুহ বের করে আনলেন। এরপর রুহ থেকে এক পিণ্ড রক্ত বের করে এটিকে জমজমের পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করলেন। এরপর রূহকে তার যথাস্থানে রেখে তিনি চলে গেলেন।

প্রশ্ন–১৫. রাসূল ﷺ-এর পালক পিতার নাম কী?
উত্তর : হারিছ বিন আব্দুল উযযা বিন রাফাহ। তিনি ছিলেন হাওয়াযিন গোত্রের অধিবাসী।

প্রশ্ন–১৬. রাসূল ﷺ-এর পালক বোনদের নাম কী?
উত্তর : রাসূল ﷺ-এর বোনদের নাম হল– আনিশাহ বিনতে হারিছ এবং হুযায়ফা বিনতে হারিছ। যিনি সায়েমা নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন–১৭. রাসূল ﷺ-এর নাম 'মুহাম্মদ' কে রেখেছিলেন?

উত্তর : তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন–১৮. এ নামটি তিনি কেন পছন্দ করলেন?

উত্তর : আব্দুল মুত্তালিব চাইলেন আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাতে। (আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য আব্দুল মুত্তালিব এ নামটি পছন্দ করেন।)

প্রশ্ন–১৯. মুহাম্মদ ﷺ এর মাতা তাঁর কী নাম রেখেছিলেন?

উত্তর : আহমদ।

প্রশ্ন–২০. তিনি কেন এ নামটি পছন্দ করলেন?

উত্তর : তিনি স্বপ্নে দেখলেন একজন ফেরেশতা নবাগত শিশুকে আহমদ বলে ডাকছেন। তাই তিনি এর নাম রাখলেন আহমদ।

প্রশ্ন–২১. যখন মুহাম্মদ ﷺ এর মা মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

প্রশ্ন–২২. তাঁর মা তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মদিনায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন–২৩. কোথায় তিনি ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : তিনি আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রশ্ন–২৪. পরবর্তীতে মুহাম্মদ ﷺ কে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন কে?

উত্তর : তাঁর বাবার ক্রীতদাসী উম্মে আইমান (রা)।

প্রশ্ন–২৫ : মহানবী ﷺ-এর দায়িত্বভার কে গ্রহণ করলেন?

উত্তর : তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন–২৬ : কতদিন তিনি তাঁকে দেখাশুনা করলেন?

উত্তর : দুই বছর যাবৎ।

প্রশ্ন–২৭ : মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এমনকি তার ছেলেদের চেয়ে তিনি তাকে অধিক পছন্দ করতেন।

আহমাদ অর্থ অধিক প্রশংসাকারী
মুহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত

প্রশ্ন–২৮. মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তিনি কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন : আমার নাতি একটি সম্মানজনক অবস্থান লাভ করবে।

প্রশ্ন–২৯. মুহাম্মদ ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : তাঁর বয়স তখন প্রায় আট বছর ছিল।

২. শৈশব এবং যৌবন

প্রশ্ন–৩০. বাল্যকালে মুহাম্মদ ﷺ কী করতেন?

উত্তর : বাল্যকালে তিনি অধিকাংশ সময় ভেড়া চড়াতেন।

প্রশ্ন–৩১. তিনি কি কখনও তাঁর বয়সী কোন ছেলে-মেয়েদের সাথে কোন বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন?

উত্তর : তিনি দুষ্টামিপূর্ণ কোন কিছুই কখনও করেননি এবং তাঁর বয়সী ছেলে-মেয়েরা যেসব খেলাধুলা করত তাতেও তিনি অংশ নিতেন না।

প্রশ্ন–৩২. আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর কে মুহাম্মদ ﷺ-এর দেখাশুনা করেন?

উত্তর : তাঁর চাচা আবু তালিব।

প্রশ্ন–৩৩. কখন এবং কার সাথে মুহাম্মদ ﷺ সিরিয়া ভ্রমণ করেন?

উত্তর : যখন তাঁর বয়স বার বছর তখন তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রশ্ন–৩৪. সফরকালে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : কাফেলা যখন বুসরা নামক জায়গায় পৌঁছলো তখন বুহাইরা নামক এক সন্ন্যাসী তাদেরকে গাছের নিচে আশ্রয় নিতে দেখল। এরপর বুহাইরা আবু তালিবকে বলল তোমার ভাতিজা সকল মানবজাতির নেতা হবে। তাঁকে আল্লাহ এমন এক ঐশী বাণী দান করবেন, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য হবে পথ ও পাথেয়। বুহাইরা আবু তালিবকে আরো বললেন যে, আপনি মুহাম্মদের ভালোভাবে দেখাশুনা করবেন কারণ ইহুদিরা তার ক্ষতি করতে পারে। এজন্য আবু তালিব তাঁকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন।

প্রশ্ন–৩৫. দ্বিতীয়বার কখন মুহাম্মদ ﷺ সিরিয়া সফর করেন এবং কেন?

উত্তর : যখন তার বয়স ২৫ বছর তখন তিনি খাদিজা (রা)-এর ব্যবসায়িক কাজে দ্বিতীয়বারের মতো সিরিয়া যান।

প্রশ্ন–৩৬. খাদিজা (রা)-কে ছিলেন?

উত্তর : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন আরবের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন–৩৭. মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে খাদিজার পক্ষ থেকে কে এসেছিল?

উত্তর : তার বান্ধবী নাফিসা।

প্রশ্ন–৩৮. বিয়ের জন্য খাদিজা (রা) কেন মুহাম্মদ ﷺ কে বেশি পছন্দ করলেন?

উত্তর : মুহাম্মদ ﷺ এর সত্যবাদিতা এবং সদ্ব্যবহারই খাদিজা (রা) কে আকৃষ্ট করেছে।

প্রশ্ন–৩৯. মুহাম্মদ ﷺ কে তিনি কখন বিয়ে করেন?

উত্তর : যখন তাঁর বয়স চল্লিশ তখন তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন–৪০. মুহাম্মদ ﷺ যখন খাদিজা (রা) কে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।

প্রশ্ন–৪১. 'মোহর' হিসেবে খাদিজাকে তিনি কী দিলেন?

উত্তর : বিশটি উট।

প্রশ্ন–৪২. খাদিজা (রা) কি বিধবা ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি একজন বিধবা নারী ছিলেন। মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন তাঁর তৃতীয় স্বামী।

প্রশ্ন–৪৩. যখন খাদিজা ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর : মৃত্যুকালে খাদিজার বয়স ছিল পয়ষট্টি (৬৫) অপরদিকে মুহাম্মদ ﷺ এর বয়স তখন পঞ্চাশ।

প্রশ্ন–৪৪. খাদিজা (রা) এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর : তাদের পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তারা পরস্পর একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়েছিলেন।

প্রশ্ন–৪৫. মুহাম্মদ ﷺ এর জন্য তিনি কী করতেন?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতেন এবং বিপদে তাকে সান্ত্বনা দিতেন।

প্রশ্ন–৪৬. বিয়ের পর মুহাম্মদ ﷺ কি ব্যবসায়িক সফরে গিয়েছেন?

উত্তর : না, বিয়ের পর তিনি কোন ব্যবসায়িক সফরে যাননি।

প্রশ্ন–৪৭. খাদিজা (রা) জীবিত থাকাকালীন মুহাম্মদ ﷺ আর কাউকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর : না, খাদিজা (রা) জীবিত থাকাকালে তিনি আর কোন মহিলাকে বিয়ে করেননি।

প্রশ্ন–৪৮. সমাজে মুহাম্মদ ﷺ কে তখন মানুষ কী বলে জানত?

উত্তর : সমাজে তাকে সবাই আল-আমীন (বিশ্বস্ত) বলে জানত।

প্রশ্ন–৪৯. তিনি কি কোন ধরনের শিক্ষা পেয়েছেন? কিংবা তিনি কি পড়াশুনা করেছেন?

উত্তর : তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা পাননি। তিনি ছিলেন নিরক্ষর।

প্রশ্ন–৫০. কিশোর বয়সে রাসূল ﷺ যে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, সেটির নাম কী?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখন তিনি 'ফিজর' নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যা সংঘটিত হয়েছিল কোরাইশ ও বানু কিনানাহ এবং কোরাইশ আইলানের মাঝে।

প্রশ্ন–৫১. কেন ঐ যুদ্ধকে ফিজর বা ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ যুদ্ধ বলা হয়?

উত্তর : কারণ পবিত্র মাসসমূহকে অবমাননা ও অপবিত্র করার কারণে ঐ যুদ্ধকে ফিজর বা ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ ও মর্যাদাহানিকর যুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন–৫২. খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ ﷺ এর কতজন ছেলেমেয়ে জন্ম লাভ করেছিলো?

উত্তর : খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ ﷺ এর দু'জন ছেলে ও চারজন মেয়ে জন্মলাভ করেন।

নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হল–

১. কাসিম, তিনি শৈশবে ইন্তিকাল করেন।

২. আব্দুল্লাহ, যাকে তাইয়্যেব ও তাহির বলা হতো, তিনিও শৈশবে ইন্তিকাল করেন।

৩. যাইনাব, আবুল আসের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল।

৪. রুকাইয়া, প্রথমে আবু লাহাবের ছেলে উতবার সঙ্গে বিয়ে হয়, পরবর্তীতে উসমান বিন আফফান (রা)-এর সঙ্গে বিয়ে হয়।

৫. উম্মে কুলসুম, প্রথমে আবু লাহাবের ছেলে উতাইবার সঙ্গে বিয়ে হয়, পরবর্তীতে রুকাইয়ার ইন্তিকালের পর উসমান বিন আফফানের সঙ্গে বিয়ে হয়।

৬. ফাতিমা আয-যাহারা, আলী বিন আবু তালিবের সঙ্গে যার বিয়ে হয়।

প্রশ্ন–৫৩. রাসূল ﷺ এর চাচাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন : হারিস, যুবাইর, আবু তালিব, হামযাহ (রা), আবু লাহাব, খিযাক, যাকওয়ান, সাফার ও আব্বাস (রা)।

প্রশ্ন–৫৪. নবুওয়াতের পূর্বে রাসূল ﷺ "হিলফুল ফুযুল" নামক যে সংগঠনে যোগদান করেন সেটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : হিলফুল ফুযুলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং অবিচার ও সহিংসতা দমন করা।

প্রশ্ন–৫৫. যৌবনে মুহাম্মদ ﷺ কেমন ছিলেন?

উত্তর : যৌবনকালে তাঁর সামাজিক গুণাবলিতে সবচেয়ে ভালো সমন্বয় ছিল। তার ধ্যান মগ্নতার অভ্যাস ছিল। তিনি মদপান ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া এবং পূজা উৎসবে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন।

প্রশ্ন–৫৬. রাসূল ﷺ এর মা আমিনার ইন্তিকালের পর তিনি যাদের "মা" বলে ডাকতেন তারা কারা?

উত্তর : তারা হলেন : ১. হালিমা আস-সাদিয়া, যিনি তাকে দুধ পান করিয়েছেন। ২. উম্মে আইমান, যিনি ছিলেন তার বাবার ক্রীতদাসী আর তিনিই রাসূলের বেশি দেখাশুনা করতেন। ৩. ফাতিমা বিনতে আসাদ, যিনি ছিলেন তার চাচী। আবু তালিবের স্ত্রী এবং আলী (রা)-এর মা।

প্রশ্ন–৫৭. কুরআনে 'মুহাম্মদ' শব্দটি কতবার এসেছে?

উত্তর : সর্বমোট চারবার।

প্রশ্ন–৫৮. ইঞ্জিলে (বাইবেল পুরাতনে) রাসূল ﷺ কে কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর : "ফারকালীত" "পারাক্লীত" নামে। (পারাক্লীত শব্দটির অর্থ সহায়, পয়গম্বর, দিশারী আত্মা, নবী, রাসূল।)

প্রশ্ন–৫৯. রাসূল ﷺ এর মামা ছিলেন কারা?

উত্তর : তারা হলেন : বনী যুহরা ও বনী আদি বিন নাজ্জার।

প্রশ্ন-৬০. নবুওয়াতের পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ কার পথ অনুসরণ করতেন?
উত্তর : তিনি নবী 'ইবরাহীম' (আ)-এর পথ অনুসরণ করতেন।

প্রশ্ন-৬১. তাঁর চাচা আবু তালিব কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর : না, তিনি ইসলাম কবুল করেননি। তিনি একজন মুশরিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-৬২. রাসূল ﷺ এর ডাক নাম কী ছিল?
উত্তর : তার ডাক নাম ছিল "আবুল কাসিম"। আরবের রীতি অনুযায়ী তার বড় ছেলে "কাসিম"এর নামানুসারে তাকে এ নামে ডাকা হতো।

প্রশ্ন-৬৩. কে বলেছিল : "আমি হলাম দু'জন জবাই করা ব্যক্তির সন্তান"?
উত্তর : এ কথাটি বলেছিলেন রাসূল ﷺ কারণ; ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ) এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ্ এ দুজনকে আল্লাহ্‌র পথে কোরবানী (জবাই) করার হুকুম করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে তাদেরকে এ কঠিন পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করলেন।

প্রশ্ন-৬৪. যখন কারো সামনে "মুহাম্মদ" ﷺ এর উল্লেখ করা হয় তখন কী বলা উচিত?
উত্তর : তখন, 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলা উচিত।

৩. কা'বা সংস্কার ও সালিস-নিষ্পত্তি

প্রশ্ন-৬৫. কোরাইশরা যখন কা'বা সংস্কারের উদ্যোগ নেন তখন রাসূল ﷺ এর বয়স কত ছিল?
উত্তর : তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর।

প্রশ্ন-৬৬. কা'বা মানে কী?
উত্তর : কা'বা শব্দের অর্থ হল উচুঁ স্থান, এটি পৃথিবীর প্রাচীন সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ।

প্রশ্ন-৬৭. পবিত্র কা'বার আর কী কী নাম রয়েছে?
উত্তর : বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর), বায়তুল আতীক (পুরনো ঘর), মাসজিদুল হারাম (পবিত্র মসজিদ) হারামে ইবরাহীম (ইবরাহীম (আ)-এর তৈরি ইবাদাত গৃহ)

প্রশ্ন-৬৮. কাবা শরীফ কে নির্মাণ করেন?
উত্তর : নবী ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) আল্লাহর হুকুমে তাঁর ইবাদতের জন্য এটি নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন–৬৯. কোরাইশরা কেন কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল?

উত্তর : কারণ কা'বা ঘর যে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো বন্যায় নষ্ট হয়ে যায় এবং ছাদশূন্য হয়ে ভিতরের সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিল বলেই কোরাইশরা কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন–৭০. কা'বা ঘরের উচ্চতা কত ছিল?

উত্তর : ইহার উচ্চতা ছিল ৬.৩০ মিটার।

প্রশ্ন–৭১. কা'বা সংস্কারের জন্য কোন ধরনের টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেন তারা?

উত্তর : শুধুমাত্র হালাল বা বৈধ অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সকল অর্থ যেমন– অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ, সুদের টাকা এবং বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রশ্ন–৭২. কা'বার দেওয়াল ভাঙ্গার কাজটি শুরু করেন কে?

উত্তর : ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্ মাখযুমি।

প্রশ্ন–৭৩. কোরাইশরা দেয়াল ভাঙ্গতে ভয় পাচ্ছিল কেন?

উত্তর : তাদের ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে– তারা ভেবেছিল কোন অলৌকিক আযাব এসে তাদের গ্রাস করবে। সে জন্যই তারা ভয় পেয়েছিল।

প্রশ্ন–৭৪. সংস্কারের কাজটি তারা কীভাবে ব্যবস্থা করলেন?

উত্তর : তারা বিভিন্ন গোত্রের মাঝে কাজ ভাগ করে দিলেন। তাই কা'বা সংস্কার প্রতিটি গোত্রেরই বিশেষ ভূমিকা ছিল।

প্রশ্ন–৭৫. যিনি পাথর গেথেছিলেন তার নাম কী?

উত্তর : তার নাম ছিল 'বাকুম'। তিনি ছিলেন একজন রোমান স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী।

প্রশ্ন–৭৬. কীভাবে কাজ চলছিল?

উত্তর : 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরের কাছে আসা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবেই সবাই কাজ করেছিল।

প্রশ্ন–৭৭. 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর কী? কা'বা শরীফের দেয়ালে এটি কে স্থাপন করেন?

উত্তর : এটি হল একটি বিশেষ এবং চমৎকার পাথর। কতিপয় ঐতিহাসিকদের মতে, এ পাথরটি জান্নাত থেকে আনা হয়, আর এটি প্রথমে ছিল সাদা পরবর্তীতে কোন এক পাপিষ্ঠ লোকের স্পর্শে এটি কালো হয়ে যায়। এ পবিত্র পাথরটি কা'বার দেয়ালে স্থাপন করেন নবী 'ইবরাহীম' عليه السلام।

প্রশ্ন–৭৮. এটি কেন কা'বা শরীফের দেয়ালে লাগানো হল?

উত্তর : এটি কা'বা শরীফের দেয়ালে লাগানোর কারণ হল– হজ্ব যাত্রীরা যেন এখান থেকে তাদের 'তাওয়াফ' শুরু এবং এখানে এসে শেষ করতে পারে। তাদের জন্য এটি একটি নিদর্শনস্বরূপ।

প্রশ্ন–৭৯. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কী বিরোধ দেখা দিল এবং কেন?

উত্তর : 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাখা হয়েছিল আর প্রত্যেক গোত্রই চেয়েছিল এটিকে উত্তোলন করে যথাস্থানে স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে।

প্রশ্ন–৮০. বিরোধটি কতদিন পর্যন্ত চলছিল?

উত্তর : চার-পাঁচ দিন যাবৎ বিরোধটি বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন–৮১. সামাজিক এ বিরোধ সমাধানের জন্য কে পরামর্শ দেন?

উত্তর : আবু উমাইয়াহ, তিনি ছিলেন কোরাইশদের একজন প্রবীণ নেতা।

প্রশ্ন–৮২. তিনি কী পরামর্শ দিলেন এবং অন্যান্য গোত্রপ্রধানরা কী তার পরামর্শে একমত ছিল?

উত্তর : তিনি বললেন, আগামী দিন সকাল বেলা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবা প্রাঙ্গনে আসবে, তাকে দিয়েই এ গোলযোগ সমাধা করা হবে। তার এ পরামর্শে অন্যান্য গোত্র প্রধানরাও রাজি হয়ে গেল। এরপর সবাই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করেছিল।

প্রশ্ন–৮৩. পরের দিন সকাল বেলা সর্বপ্রথম কা'বা প্রাঙ্গনে কে প্রবেশ করেন?

উত্তর : বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

প্রশ্ন–৮৪. মুহাম্মদ ﷺ কে দেখে লোকেরা কী বলাবলি করতে লাগল?

উত্তর : লোকেরা বলল, এ তো দেখছি আমাদের মুহাম্মদ সেতো সত্যবাদী এবং বিশ্বাসভাজন, তাকে আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং তাকেই সমস্যাটি সমাধান করতে দেয়া হোক।

প্রশ্ন–৮৫. মুহাম্মদ ﷺ কীভাবে বিরোধটি মীমাংসা করলেন?

উত্তর : তিনি বড় এক টুকরো কাপড়ের উপর 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরটি রাখলেন। তারপর তিনি সকল গোত্র প্রধানদের ডাকলেন এবং পাথরসহ কাপড়টি নিয়ে যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। এরপর বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ নিজ হাতে পাথরটি তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

প্রশ্ন–৮৬. মুহাম্মদ ﷺ কেন 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর চুম্বন করতেন?

উত্তর : ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর পবিত্র হাত ঐ পাথর স্পর্শ করেছিল বলেই তিনি যখন কা'বা ঘর 'তাওয়াফ' করতেন তখনই ঐ পাথর চুম্বন করতেন।

প্রশ্ন–৮৭. 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর চুম্বন অথবা স্পর্শ করা কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : না, এটি কোন ইবাদত নয় বরং আল্লাহর ঐশ্বিক আদেশানুযায়ী এটি একটি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শনমাত্র।

প্রশ্ন–৮৮. 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর চুম্বন করতে গিয়ে ওমর বিন খাত্তাব (রা) কী বলেছিলেন?

উত্তর : আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র আর কিছুই নও। কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে স্পর্শ করতে (এবং চুম্বন করতে) না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে স্পর্শ (এবং চুম্বন) করতাম না। (সহীহ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড-এর হজ্জ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং ৬৭৫)

প্রশ্ন. ৮৯. হজ্জযাত্রী বা হাজীদের জন্য 'কালো পাথর' চুম্বন করা কী বাধ্যতামূলক?

উত্তর : না, হজ্জ যাত্রীদের জন্য 'কালো পাথর' চুম্বন বাধ্যতামূলক নয়। প্রচণ্ড ভীড়ের সময় অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে বরং দূর থেকে হাতে নির্দেশ করা বা স্পর্শ করাই যথেষ্ট।

৪. ওহী নাযিল

প্রশ্ন–৯০. ওহীর সূচনালগ্নে রাসূল ﷺ কোথায় যেতেন?

উত্তর : তিনি হেরা গুহায় নির্জন স্থানে গিয়ে ইবাদতের মধ্যে সময় কাটাতেন।

প্রশ্ন–৯১. 'হেরা গুহা' কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : এটি মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে হেরা পর্বতে অবস্থিত। এ হেরা পর্বতকে নূরের পাহাড়ও বলা হয়।

প্রশ্ন–৯২. হেরা গুহার আয়তন কত?

উত্তর : এটির দৈর্ঘ্য ৪ গজ এবং প্রস্থ ১.৭৫ গজ।

প্রশ্ন–৯৩. তিনি কেন সেখানে গমন করতেন?

উত্তর : সৃষ্টি জগতের ওপর ধ্যান করতে যেতেন। অর্থাৎ সেখানে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

প্রশ্ন–৯৪. তিনি সেখানে কতদিন ছিলেন?

উত্তর : কয়েক রাত তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন।

প্রশ্ন–৯৫. ওহীর সূচনা হয় কীসের মাধ্যমে?

উত্তর : সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, দিনের বেলা তা সত্য হয়ে দেখা দিত।

প্রশ্ন–৯৬. এ অবস্থা কতদিন চলছিল?

উত্তর : প্রায় ছয় মাস যাবৎ এভাবে চলছিল।

প্রশ্ন–৯৭. কখন সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর ওপর ওহী নাযিল হয়?

উত্তর : ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট, ২১ রমযান সোমবার রাতে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়। তখন রাসূল ﷺ এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

প্রশ্ন–৯৮. কে ওহী নিয়ে এসেছিলেন?

উত্তর : জিবরাঈল عليه السلام।

প্রশ্ন–৯৯. জিবরাঈল عليه السلام -কে?

উত্তর : তিনি হচ্ছেন প্রধান ফেরেশতা, তিনি নবীদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন। তাকে রুহুল কুদ্দুস এবং রুহুল আমীনও বলা হয়।

প্রশ্ন–১০০. জিবরাঈল عليه السلام রাসূল ﷺ কে কী বললেন এবং রাসূল ﷺ কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "পড়"। তারপর মুহাম্মদ ﷺ বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না"।

প্রশ্ন–১০১. অতঃপর জিবরাঈল عليه السلام কি করলেন?

উত্তর : জিবরাঈল عليه السلام মুহাম্মদ ﷺ কে ধরে বুকের সাথে খুব জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি মুহাম্মদ ﷺ ঐ চাপ সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। এরপর তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়" এভাবে তিনি তিনবার মুহাম্মদ ﷺ কে ধরলেন এবং বললেন, "পড়"।

প্রশ্ন–১০২. এরপর মুহাম্মদ ﷺ কি পড়তে পেরেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি পড়তে লাগলেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

অর্থ– ১. পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে। ৩. পড় এবং তোমার প্রভু অত্যন্ত মেহেরবান।

(সূরা ৯৬–আলাক :আয়াত-১-৩)

প্রশ্ন–১০৩. অতঃপর রাসূল ﷺ-এর অবস্থা কী হয়েছিল?

উত্তর : তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

প্রশ্ন–১০৪. সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি খাদিজা (রা)-কে কী বললেন?

উত্তর : তিনি খাদিজাকে বললেন, "আমাকে (কম্বল দিয়ে) জড়িয়ে দাও, আমাকে (কম্বল দিয়ে) জড়িয়ে দাও"।

প্রশ্ন–১০৫. খাদিজা (রা) কী করলেন?

উত্তর : কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কম্বল দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলেন।

প্রশ্ন–১০৬. মুহাম্মদ ﷺ কি খাদিজাকে ঘটনাটি বলেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি খাদিজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং বললেন, খাদিজা! আমি এখন আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত।

প্রশ্ন–১০৭. খাদিজা (রা) কী বলে রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দিলেন?

উত্তর : খাদিজা বললেন, "আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি একজন সৎ লোক, আপনি আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করেন, অসহায়দের আশ্রয় দেন, গরিব, নিঃস্ব ও অভাবীদের সাহায্য করেন। আপনি অতিথিপরায়ণ"। (বুখারী : প্রথম ওয়াহী অধ্যায়)

প্রশ্ন–১০৮. এরপর তিনি তাকে নিয়ে কোথায় গেলেন?

উত্তর : এরপর তিনি রাসূল ﷺ কে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে গেলেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন ওয়ারাকা। তিনি ছিলেন ধর্মশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত।

প্রশ্ন–১০৯. ওয়ারাকা বিন নওফেল কী বললেন?

উত্তর : ওয়ারাকা বিন নওফেল সবকিছু শুনে বললেন, এতো সেই ওহী বহনকারী ফেরেশতা যাকে আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের কাছেও পাঠিয়েছেন। হায়! আমি

যদি শক্তিশালী যুবক হতাম। হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতে পারতাম। যখন আপনার গোত্রের লোকেরা আপনাকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিবে তখন আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করতাম।

প্রশ্ন−১১০. রাসূল ﷺ তখন তাকে কী বললেন?

উত্তর : মুহাম্মদ ﷺ অবাক হয়ে বললেন, "তারা আমাকে কেন বের করে দিবে"?

প্রশ্ন−১১১. ওয়ারাকা কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : ওয়ারাকা বললেন, আপনি যা নিয়ে এসেছেন অনুরূপ আপনার পূর্বে যারা এমন কিছু নিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের সাথেই এমন শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। আমি যদি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করব।

প্রশ্ন−১১২. ওয়ারাকা কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন−১১৩: কতদিন যাবৎ ওহী নাযিল বন্ধ ছিল?

উত্তর : দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ ওহী নাযিল বন্ধ ছিল।

প্রশ্ন−১১৪. হঠাৎ ওহীর সাময়িক বিরতিতে রাসূল ﷺ কী অনুভব করলেন?

উত্তর : তিনি এতটাই কষ্ট অনুভব করলেন যে, অনেক সময় তিনি নিজে নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু সবসময়ই জিবরাঈল এসে হাজির হত এবং বলত: "হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর সত্যিকার রাসূল।" এর ফলে তার আত্মা প্রশান্ত হত এবং তিনি শান্তিতে বাড়ি ফিরে যেতেন।

প্রশ্ন−১১৫. দ্বিতীয়বার কি ওহী নাযিল হল?

উত্তর : তা হল−

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ . وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ .

অর্থ− ১. (হে মুহাম্মদ ﷺ) কম্বল আবৃতকারী! ২. উঠুন এবং সতর্ক করুন! ৩. আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন! ৪. এবং আপনার পোশাক পবিত্র করুন! ৫. পৌত্তলিকতা পরিহার করে চল, ৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না। ৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।

(সূরা ৭৪− মুদ্দাছছির, আয়াত-১-৭)

প্রশ্ন–১১৬. ওহীর প্রকারভেদগুলো অথবা ওহীর নিদর্শনগুলো কী?

উত্তর : ওহীর সাতটি নিদর্শন রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল–

১. সত্য স্বপ্ন।

২. জিবরাঈল (আ) রাসূল (সা)-এর হৃদয়মনে অদৃশ্যভাবে ওহী নিক্ষেপ করতেন।

৩. জিবরাঈল (আ) অনেক সময় মানুষের আকৃতিতে রাসূল (সা) এর কাছে এসে সরাসরি কথা বলতেন।

৪. জিবরাঈল (আ) রাসূল (সা)-এর নিকট ক্রমাগত ঘণ্টা বাজার ধ্বনির মতো আসতেন। আর এটা ছিল সবচেয়ে কঠিন আকৃতি। কারণ জিবরাঈল এসে রাসূলকে এমন শক্তভাবে ধরতেন যে অত্যন্ত প্রচণ্ড শীতের দিনেও তার কপাল থেকে ঘাম ঝরত।

৫. রাসূল (সা) জিবরাঈলকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতেন। আর তিনি রাসূলের কাছে আল্লাহর বাণী নাযিল করতেন।

৬. রাসূল (সা) যখন মিরাজে গেলেন তখন আল্লাহ্ সরাসরি তার ওপর সালাতের নির্দেশ জারি করেন। অর্থাৎ, সালাত ফরয করেন।

৭. ফেরেশতার মধ্যস্থতা ছাড়াই সর্বপ্রথম আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূলের কাছে পৌছানো হয়।

প্রশ্ন–১১৭. দ্বিতীয়বার ওহী নাযিলের পর রাসূল (সা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন।

প্রশ্ন–১২০. সর্বপ্রথম কারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : চার জন ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন–

১. রাসূল (সা)-এর স্ত্রী খাদিজা (রা)

২. রাসূল (সা)-এর ক্রীতদাস যায়িদ বিন হারিছাহ।

৩. রাসূল (সা)-এর চাচাতো ভাই আলী বিন আবু তালিব।

৪. রাসূল (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকর (রা)

প্রশ্ন–১২১. আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে আর কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : তারা হলেন, উসমান বিন আফফান, যুবাইর বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন ওবায়দুলাহ্ এবং সাঈদ বিন যায়িদ (রা)।

প্রশ্ন–১২২. সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : তারা হলেন. আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফজল, আবু বকরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস এবং তার মেয়ে আসমা বিনতে আবু বকর এবং ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (ওমরের বোন)।

প্রশ্ন–১২৩. অন্যান্য আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন. বিলাল বিন রাবাহ্ এবং খাব্বাব বিন আরাত (রা)।

৫. গোপনে ইসলাম প্রচার

প্রশ্ন–১২৪. শুরুতে ইসলামের প্রচার কীভাবে চলতে লাগল?

উত্তর : মক্কার কাফিররা যেন প্রথমেই ইসলামের প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়, সেজন্য শুরুতে ইসলামের প্রচার গোপনেই চলছিল।

প্রশ্ন–১২৫. ঐ সময় কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হতো?

উত্তর : প্রাথমিক অবস্থায় দুই রাক'আত করে সকাল ও সন্ধ্যায় সালাত আদায় করা হত।

প্রশ্ন–১২৬. রাসূল ﷺ -কে সালাত শিক্ষা দিলেন কে?

উত্তর : জিবরাঈল (আ) রাসূলকে অযু ও সালাত শিখালেন।

প্রশ্ন–১২৭. ইসলামের সূচনালগ্নে সর্বমোট কতজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : প্রায় চল্লিশ জন লোক প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–১২৮. গোপনে ইসলাম প্রচার কত বছর চলেছিল?

উত্তর : তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার চলেছিল।

প্রশ্ন–১২৯. গোপনে ইসলাম প্রচার চলাকালে মুসলমানরা কোথায় মিলিত হতো?

উত্তর : মুসলমানরা "দারুল আরকাম" নামক স্থানে গিয়ে মিলিত হতো। সেখানে তারা রাসূল ﷺ এর কাছে ওহীর শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

প্রশ্ন–১৩০. রাসূল ﷺ কীভাবে দাওয়াতী কাজ করতেন?

উত্তর : তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে প্রাণপণে ইসলাম প্রচার করতেন এবং ইসলামী মতাদর্শে মানুষের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূর করার চেষ্টা করতেন।

প্রশ্ন–১৩১. ঐ সময় ঘোষিত ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর : সেগুলো হল–

১. আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ ﷺ কে আল্লাহর নবী বলে সাক্ষ্য প্রদান করা;

২. আল্লাহর নবীদের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাকদীরের প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা।

৩. সৎকাজ করা এবং চুরি ও ব্যভিচারের মতো অসৎ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ।

প্রশ্ন–১৩২. যারা প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা কী সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন, তাদের কেউ ছিলেন ক্ষমতাবান আবার কেউ ছিলেন দুর্বল, অন্যদিকে কেউ ছিলেন ধনী, আবার কেউ ছিলেন গরিব ও অসহায়, কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী, আবার কেউ কেউ ছিলেন দাস-দাসী।

৬. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

প্রশ্ন–১৩৩: রাসূল ﷺ কখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন?

উত্তর : তিন বছর পর যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ .

অর্থ– আর তুমি (হে মুহাম্মদ!) তোমার পরিবার-পরিজনকে সতর্ক করে দাও। (সূরা-২৬ শু'আরা, আয়াত-২১৪)

প্রশ্ন–১৩৪. তিনি কীভাবে প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করলেন?

উত্তর : একদিন বানকুত নামক স্থানে তিনি তার গোত্রের সকলকে এনে হাজির করলেন। কিন্তু আবু লাহাবের প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণে সেদিন তিনি কিছুই বলতে পারেননি। পরে তিনি তাদের প্রায় ৪৫ জনের জন্য খাওয়ার আয়োজন করে আবার তাদের দাওয়াত করলেন। রাসূল ﷺ তাদের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক

করে বলেন, মানুষের কাজ কর্মের হিসাবের জন্য একদিন সবাইকে একত্রিত করা হবে এবং হিসাবের পর সবাইকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

প্রশ্ন–১৩৫. রাসূল ﷺ-এর ঐতিহাসিক দ্বিতীয়বার প্রকাশ্যে দাওয়াতের পদ্ধতি কী ছিল?

উত্তর : তিনি সাফা পাহাড়ের উঠে সকল লোকদের ডেকে একত্রিত করলেন এবং শেষ বিচার দিবসের কঠিন আযাব আসার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করলেন।

প্রশ্ন–১৩৬. আবু লাহাব এ কথা শুনে কী বললেন?

উত্তর : সে বলল, "তোমার ধ্বংস হউক! তুমি কি এজন্য আমাদের ডেকেছিলে"? আর একথা বলেই আবু লাহাব চলে গেল।

প্রশ্ন–১৩৭. কোরাইশরা রাসূল ﷺ এর ওপর রাগান্বিত হল কেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ যখন মূর্তিপূজাকে অপছন্দ করতে লাগলেন তখনই কোরাইশরা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন।

প্রশ্ন–১৩৮. রাসূল ﷺ তার আন্দোলনকে তথা মিশনকে গতিশীল করার জন্য কী কী করতেন?

উত্তর : তিনি মক্কার জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন, বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি বেশি আন্তরিক হয়ে গেলেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থ– অতএব প্রকাশ্যে ঘোষণা কর যা তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়, আর মুশরিকদের থেকে দূরে থেকো। (সূরা-১৫ হিজর : আয়াত-৯৪)

তিনি দাওয়াতী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এমনকি তিনি মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের জন্য বাজারে যেতেন এবং বিভিন্ন মেলা যেমন, উকায এবং যুল মাজাযের মত বড় বড় মেলায়ও যেতেন।

প্রশ্ন–১৩৯. জনসম্মুখে দাওয়াতের প্রভাব কী ছিল?

উত্তর : লোকেরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল এবং কোরাইশদের নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও তারা ইসলামের ওপর অটল ছিল।

৭. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযা

প্রশ্ন–১৪০. মু'জিযা কী?

উত্তর : মু'জিযা হচ্ছে এক অলৌকিক বিষয় যা শুধুমাত্র নবীগণই করতে সক্ষম। তারা নিজেরা তা করতে পারে না বরং আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখন তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শনের শক্তি দান করেন। মু'জিযা হচ্ছে নবুওয়াতের একটি নিদর্শন।

প্রশ্ন–১৪১. রাসূল ﷺ এর প্রধান মু'জিযা কী?

উত্তর : আল কুরআন হচ্ছে রাসূল ﷺ এর প্রধান মু'জিযা, যা মানবজাতির জন্য চিরন্তন ঐশী বাণী।

প্রশ্ন–১৪২. রাসূল ﷺ অন্য কোন মু'জিযা দেখিয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি আরো অনেক মু'জিযা দেখিয়েছেন, কখনও প্রয়োজনে আবার কখনও মানুষের দাবিতে।

প্রশ্ন–১৪৩. মক্কার কাফিররা রাসূলের কাছে কোন মু'জিযার দাবি করেছিল?

উত্তর : তারা রাসূলকে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত করার দাবি করেছিল।

প্রশ্ন–১৪৪. কাফিরদের নিয়মিত পীড়াপীড়িতে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন।

প্রশ্ন–১৪৫. রাসূল ﷺ চাঁদকে দু'টুকরো করলেন কীভাবে?

উত্তর : তিনি তাঁর অঙ্গুলি চাঁদের দিকে নির্দেশ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই এটি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর পুনরায় এটিকে আল্লাহ্ আগের মতো মিলিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন–১৪৬. কাফিররা কী এটি দেখেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, শুধু মক্কার লোকেরাই তা দেখেনি বরং বিশ্বের অনেক লোকই এটি দেখেছিল।

প্রশ্ন–১৪৭. মক্কার পৌত্তলিকগণ কি ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : না, তারা তাদের অজ্ঞতা ও অহংকারের কারণে ক্রমাগত অবিশ্বাসের মধ্যেই পড়েছিল।

৮. কোরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন

প্রশ্ন–১৪৮. রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শুরুর দিকে তার দাওয়াতী কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য কোরাইশরা কী সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং নওমুসলিমদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এ জন্য আবু লাহাবের নেতৃত্বে তারা ২৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন এবং আপোষ-মীমাংসার জন্য তারা রাসূলকে পার্থিব-সুখের প্রলোভন দেখায়।

প্রশ্ন–১৪৯. মক্কার কোরাইশ নেতারা হজ্ব যাত্রীদের কাছে কী প্রচার করে বেড়াচ্ছিল?

উত্তর : হজ্বের মৌসুমে রাসূল ﷺ কে তার দাওয়াতী কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য তারা হজ্জযাত্রীদের মাঝে প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ হলেন একজন যাদুকর, সে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-বোনে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাতে খুবই পারদর্শী।

প্রশ্ন–১৫০. ইসলাম গ্রহণের পর ওসমান বিন আফফানের চাচা তার সাথে কী করল?

উত্তর : সে তাকে খেজুর পাতার মাদুরে মুড়িয়ে তার নিচে আগুন লাগিয়ে দিল।

প্রশ্ন–১৫১. ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসআব বিন উমাইর (রা)-এর মা তার সাথে কেমন আচরণ করেছিল?

উত্তর : সে তাকে অনাহারে রাখত এবং অবশেষে বাড়ি থেকেই বের করে দিল।

প্রশ্ন–১৫২. উমাইয়া বিন খালফ বিলাল (রা)-এর উপর কীভাবে নির্যাতন করত?

উত্তর : বিলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস। তাই সে প্রায়ই বিলালকে মারধর করত। অনেক সময় সে তার গলায় রশি বেঁধে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদেরকে দিয়ে মক্কার গলিতে গলিতে তাকে নিয়ে টানা-হেঁছড়া করে ঘুরে বেড়াতো। আবার অনেক সময় তার হাত-পা বেঁধে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ভারি পাথর দিয়ে রাখত।

প্রশ্ন–১৫৩. ইয়াসির এবং তার পরিবারবর্গকে কীভাবে নির্যাতন করা হতো?

উত্তর : ইয়াসির, সুমাইয়া এবং আম্মার (রা)-কে জ্বলন্ত অংগারের উপর এবং উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে তাদেরকে মারধর করা হতো।

প্রশ্ন–১৫৪. ইয়াসির কীভাবে শহীদ হন?

উত্তর : নির্মম নির্যাতনের ফলে তিনি শহীদ হন।

প্রশ্ন–১৫৫. সুমাইয়া কীভাবে শহীদ হন?

উত্তর : আবু জেহেল স্বয়ং বর্শার আঘাতে সুমাইয়াকে হত্যা করে। আর এভাবে তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ হওয়ার উপাধি অর্জন করেন।

প্রশ্ন–১৫৬. আম্মার বিন ইয়াসিরও কি নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনিও নানা ধরনের নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন।

প্রশ্ন–১৫৭. ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যেসব মহিলারা নির্যাতিত হয়েছিলেন তারা কারা?

উত্তর : তারা হলেন– যানাইরা, নাদিয়া এবং তার মেয়ে উম্মে উবাইস (রা) সহ আরো অনেকে।

প্রশ্ন–১৫৮. খাব্বাব বিন আরাত (রা)-এর সঙ্গে মক্কার মুশরিকরা কী করত?

উত্তর : তারা খাব্বাবের চুল ধরে টানত এবং তার গলায় রশি বেঁধে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে রাখত এবং সে যেন পালাতে না পারে সে জন্য তার বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত।

৯. ইসলামের চরম শত্রু

আবু জাহেল

প্রশ্ন–১৫৯. আবু জাহেল কে?

উত্তর : আবু জাহেল ছিলেন কুরাইশদের বড় নেতা।

প্রশ্ন–১৬০. তার প্রকৃত নাম কি ছিল? তাকে কেন আবু জাহেল বলা হত?

উত্তর : তার প্রকৃত নাম ছিল ওমর বিন হিশাম, আর উপনাম ছিল আবুল হাকাম। কিন্তু ইসলামের প্রতি তার শত্রুতাপূর্ণ আচরণের জন্য তাকে আবু জাহেল বলা হত।

প্রশ্ন–১৬১. আবু জাহেল কেন রাসূল ﷺ এর বিরোধিতা করতেন?

উত্তর : কারণ, রাসূল ﷺ মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন।

প্রশ্ন–১৬২: রাসূল ﷺ এর সাথে তার আচরণ কেমন ছিল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ এর সাথে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করত। অধিকাংশ সময়ে সে রাসূলকে অপমান করত, গালি-গালাজ করত, এমনকি মৃত্যুর হুমকি দিত। রাসূল

ﷺ কে বিরক্ত করার জন্য সে মানুষকে উস্কানি দিত। আর সে একমাত্র ব্যক্তি যে বিভিন্ন গোত্রের লোকজনকে একত্রিত করে রাসূল ﷺ কে হত্যার প্রস্তাব করেছিল।

প্রশ্ন–১৬৩. কোথায় তাকে হত্যা করা হয়?

উত্তর : বদর যুদ্ধে দু'জন আনসার তরুণ তাকে হত্যা করে।

প্রশ্ন–১৬৪. পরবর্তীতে তার যে ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেন তার নাম কী?

উত্তর : ইকরিমা বিন আবু জাহেল।

প্রশ্ন–১৬৫. নওমুসলিমদের সাথে আবু জাহেল কী করত?

উত্তর : সে যখন শুনত, কোন সম্ভ্রান্ত বংশের উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তখনই সে তাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করত, গোপনে তার বদনাম করত এবং তাকে কঠিন পরিণতির ভয় দেখাত। আর নওমুসলিম যদি সামাজিকভাবে দুর্বল হত, সে তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করত এবং তাকে কঠোর নির্যাতনের উপর রাখত।

প্রশ্ন–১৬৬. আবু জাহেল কীভাবে রাসূল ﷺ-এর জীবননাশের চেষ্টা করেছিল?

উত্তর : একবার আবু জাহেল কোরাইশদের সম্বোধন করে বললেন, "হে কোরাইশগণ! মুহাম্মদ যেভাবে আমাদের ধর্মের ক্রটি খুঁজে বেড়ায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের অবমাননা করে, আমাদেরকে বিপথগামী বলে এবং আমাদের দেবতাদের গালি দেয়, মনে হচ্ছে এ জন্য সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। আমি শপথ করছি তার এ অপকর্ম থেকে তোমাদের মুক্তি দেয়ার জন্য আমি ভারি পাথর নিয়ে সে যখন সালাত পড়বে তখন তার মাথায় ঐ পাথর নিক্ষেপ করব। তার আনিত ধর্মের ব্যাপারে আমি মোটেও শঙ্কিত নই। আশা করি বনী আবদে মানাফের লোকেরা আমার সাথে একমত।" সবাই তার কথায় রাজি হয়ে গেল এবং তার কথানুযায়ী কাজ করার জন্য তাকে উৎসাহিত করল।

পরের দিন সকালবেলা আবু জাহেল রাসূল ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়ানোর পর তাকে হত্যা করার জন্য আবু জাহেল পাথর নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। রাসূল ﷺ এর নিকটে আসতে না আসতেই পাথরটি তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং সে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে ফিরে আসে। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে চায়। সে বলল, "যখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম, বিশাল একটি উট

ভয়ংকর দাঁত নিয়ে গতিরোধ করল এবং আমাকে প্রায় খেয়ে ফেলেছিল।" পরে রাসূল বললেন, এটা ছিল জিবরাঈল! আবু জাহেল যদি আরেকটু অগ্রসর হত তাহলে সে তাকে মেরে ফেলত।

প্রশ্ন-১৬৭. রাসূল যখন মানুষদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন আবু জাহেল কী করলেন?

উত্তর : সে রাসূল-এর মাথায় ময়লা নিক্ষেপ করল এবং মানুষদেরকে বলল, "তোমরা তার কথা শুনবে না। সে তোমাদেরকে লাত, মানাত এবং উযযার পূজা থেকে বিরত রাখতে চায়"। এ কারণে রাসূল এর চলার পথে পাথর ও ময়লা নিক্ষেপ করত।

প্রশ্ন-১৬৮. রাসূল কে হত্যার জন্য আবু জাহেল অন্য আরেকটি দিনে কী করেছিল?

উত্তর : একবার সে শপথ করল যে, সে রাসূল এর মুখমণ্ডলে ময়লা নিক্ষেপ করবে এবং পা দিয়ে তার গলা চেপে ধরবে। এ কাজ করার জন্য সে সামনে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ ফিরে আসল এবং হাত দিয়ে নিজেকে কোন জিনিস থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, "আমি একটি আগুনের পরিখা ও কিছু ডানা দেখতে পেলাম।" পরবর্তীতে রাসূল বললেন, "সে যদি আরেকটু অগ্রসর হত তাহলে জিবরাঈল তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক ছিন্ন ভিন্ন করে দিত।"

১০. আবু লাহাব

প্রশ্ন-১৬৯. আবু লাহাব কে?

উত্তর : আবু লাহাব ছিল রাসূল এর চাচা এবং মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় নেতা।

প্রশ্ন-১৭০. আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কে?

উত্তর : তার স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আওরায়া বিনতে হারব। তার উপনাম ছিল উম্মে জামীল।

প্রশ্ন-১৭১. আবু লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল কী?

উত্তর : তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল উযযা বিন আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন-১৭২. রাসূল এর সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল?

উত্তর : রাসূল এর চাচা হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। মুসলমানদের উপর নির্যাতন তীব্রতর করার প্রস্তাব সে ই রেখেছিল।

প্রশ্ন–১৭৩. তার স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূল ﷺ এর সাথে কেমন আচরণ করত?

উত্তর : স্বামীর মতো সেও রাসূল ﷺ এর সাথে ঘৃণা ও শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করত। রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সে রাসূল ﷺ এর বাড়ির সামনে প্রায়ই ময়লা-আবর্জনা ও কাটা বিছিয়ে রাখত।

প্রশ্ন–১৭৪. রাসূল ﷺ সম্পর্কে মানুষের কাছে আবু লাহাব কী বলত?

উত্তর : ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন আবু লাহাব প্রকাশ্যে বলত, "হে মানুষেরা! তোমরা তার কথা শুনবে না কারণ সে একজন মিথ্যাবাদী ও ধর্মত্যাগী।"

প্রশ্ন–১৭৫. রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে আবু লাহাব কী করল?

উত্তর : রাসূল ﷺ কে অপমান করার জন্য সে কৌশল বের করল। সে রাসূল ﷺ কে পাথর ছুড়ে মারল, তার দুই ছেলে উতবা ও উতাইবাকে রাসূল ﷺ এর দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এমন কি রাসূল ﷺ এর দ্বিতীয় ছেলের ইন্তিকালে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল এবং রাসূল ﷺ কে নির্ব্বংশ বলে বেড়াতে লাগল।

প্রশ্ন–১৭৬. তার ছেলে উতাইবা রাসূল ﷺ এর সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছিল?

উত্তর : একদিন উতাইবা রাসূল ﷺ এর কাছে এগিয়ে আসল এবং কর্কশভাবে চিৎকার করে বলতে লাগল. "আমি আপনার শিক্ষায় বিশ্বাসী নই। এরপর সে রাসূল ﷺ এর উপর হিংস্র হাত উঠাল এবং তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। কিন্তু রাসূল ﷺ এর পবিত্র মুখে থুথু পড়েনি। তার এমন আচরণে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর তার উপর নাযিল কর।"

প্রশ্ন–১৭৭. উতাইবার কী পরিণতি হয়েছিল?

উত্তর : একবার উতাইবা তার দেশের কিছু লোকের সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল এবং 'যারাকা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করল। হঠাৎ একটি সিংহ তাদের কাছে এসে তাদের মাঝখান থেকে উতাইবাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং তার মাথা ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়েছিল।

প্রশ্ন–১৭৮. উকবা বিন আবি মুয়ীত কে?

উত্তর : সেও মক্কার একজন নেতা যে রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের উপর অত্যাচার করত।

প্রশ্ন–১৭৯. সে রাসূল ﷺ এর সাথে কী আচরণ করত?

উত্তর : সে উটনীর নাড়ি-ভুড়ির ময়লা-আবর্জনা এনে রাসূল ﷺ এর পিঠের উপর রাখত। এ নিকৃষ্ট কাজে কাফিরদের মধ্যে হাসির বন্যা বয়ে যেত।

প্রশ্ন–১৮০. রাসূল ﷺ এর পিঠ থেকে নোংরা আবর্জনাগুলো কে পরিষ্কার করত?

উত্তর : ফাতিমা (রা) এসে তার বাবার পিঠ থেকে এ নোংরা আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করত।

প্রশ্ন–১৮১. রাসূল ﷺ এরপর কী করতেন?

উত্তর : তিনি উকবার উপর আল্লাহ্‌র গযবের বা আযাবের প্রার্থনা করতেন।

প্রশ্ন–১৮২. সালাত পড়ার সময় রাসূল ﷺ এর সাথে উকবা কী করত?

উত্তর : একবার রাসূল ﷺ সালাত পড়ছিলেন এমন সময় উকবা এসে তার গলায় পা রাখল এবং তার চোখগুলো সামনের দিকে বেরিয়ে আসার আগ পর্যন্ত ধরেই রাখল।

প্রশ্ন–১৮৩. পরবর্তীতে রাসূল ﷺ যখন সালাতের সেজদায় যেতেন তখন উকবা তার মাথায় কী নিক্ষেপ করত?

উত্তর : সে ভেড়ার নাড়ি-ভূড়ি এনে রাসূল ﷺ এর মাথায় নিক্ষেপ করত।

প্রশ্ন–১৮৪. কে রাসূল ﷺ এর মাথা থেকে এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করতেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর মেয়ে ফাতিমা (রা)।

প্রশ্ন–১৮৫. উকবা কি রাসূল ﷺ কে মারার চেষ্টা করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, সে রাসূল ﷺ এর গলায় কাপড় পেঁছিয়ে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করেছিল।

প্রশ্ন–১৮৬. রাসূল ﷺ কে বাঁচানোর জন্য কে এগিয়ে এসেছিল?

উত্তর : আবু বকর (রা) রাসূলকে বাঁচাতে এলেন। তিনি উকবাকে শক্তভাবে ধরে ধাক্কা মেরে রাসূল ﷺ থেকে তাকে আলাদা করে দিলেন।

প্রশ্ন–১৮৭. আবু বকর (রা) তাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "তুমি কি এ কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যে বলে তার পালনকর্তা আল্লাহ্‌।"

প্রশ্ন–১৮৮. উকবার কী পরিণতি হয়েছিল?

উত্তর : বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়। পরে রাসূল ﷺ এর নির্দেশে সাফরা নামক স্থানে আলী বিন আবি তালিব তাকে হত্যা করে।

১১. রাসূল ﷺ এর সাহায্যকারী

প্রশ্ন–১৮৯. রাসূল ﷺ কে মক্কার কোন কাফিররা সাহায্য করেছিল?

উত্তর : মক্কার কাফিরদের মধ্যে কয়েকজন কাফির রাসূল ﷺ কে সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন–১৯০. শেষ পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু রাসূল ﷺ কে সাহায্য করেছে তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন– আবু তালিব, মুত'ইম বিন আদি এবং আবুল বু'খতারি।

প্রশ্ন–১৯১. আবু তালিব কে?

উত্তর : আবু তালিব ছিলেন রাসূল (সা)-এর চাচা।

প্রশ্ন–১৯২. শত্রুদের হাত থেকে তিনি কতদিন রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন?

উত্তর : ইসলামের শুরু থেকে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর যাবৎ তিনি রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন।

প্রশ্ন–১৯৩. মুত'ইম বিন আদি কে?

উত্তর : তিনি ছিলেন মক্কার একজন নেতা।

প্রশ্ন–১৯৪. রাসূল ﷺ কে তিনি কখন আশ্রয় দিয়েছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ যখন তায়েফ থেকে ফিরে আসলেন এবং মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন মুত'ইম বিন আদি তাকে আশ্রয় দেন।

প্রশ্ন–১৯৫. তিনি কখন ইনতিকাল করেন?

উত্তর : তিনি বদর যুদ্ধে নিহত হন।

প্রশ্ন–১৯৬. আবুল বুখতারি কে?

উত্তর : তিনি ছিলেন একজন কবি।

প্রশ্ন–১৯৭. রাসূল ﷺ কে তিনি কখন সাহায্য করেছিলেন?

উত্তর : তিনি সামাজিক বয়কটের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং বয়কট প্রত্যাহারের জন্য জনমত তৈরি করেন।

প্রশ্ন–১৯৮. তিনি কখন নিহত হন?

উত্তর : তিনি বদর যুদ্ধে নিহত হন।

১২. আবিসিনিয়ায় হিজরত

প্রশ্ন–১৯৯. কখন কোরাইশদের নির্যাতন শুরু হয়?

উত্তর : নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শেষ দিকে শুরু হয় কোরাইশদের নির্যাতনের ধারা।

প্রশ্ন–২০০. মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ কী ছিল?

উত্তর : কোরাইশদের নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধির কারণেই মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন–২০১. মুসলমানরা কখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন?

উত্তর : নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে।

প্রশ্ন–২০২. সরাসরি হিজরতকে নির্দেশ করে কুরআনের কোন সূরা নাযিল হয়?

উত্তর : সূরা আয-যুমার।

প্রশ্ন–২০৩. রাসূল ﷺ কেন মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেয়ার কারণ হল তিনি জানতেন আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ, তিনি মুসলমানদের কোন ক্ষতি করবেন না।

প্রশ্ন–২০৪. আবিসিনিয়ার রাজার নাম ও উপাধি কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর সময়কালে আবিসিনিয়ার রাজা ছিলেন "আসহামা"। আর আবিসিনিয়ার রাজাদের উপাধি ছিল 'নাজ্জাশী'।

প্রশ্ন–২০৫. মুসলমানদের প্রথম দল কখন আবিসিনিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হন?

উত্তর : নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে রজব মাসে।

প্রশ্ন–২০৬. প্রথম দলে কতজন লোক ছিলেন?

উত্তর : এ দলে ১২ জন পুরুষ ও চারজন মহিলা ছিলেন।

প্রশ্ন–২০৭. তাদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন কে?

উত্তর : উসমান বিন আফফান এবং তাঁর স্ত্রী রাসূল ﷺ এর কন্যা রুকাইয়া (রা)

প্রশ্ন–২০৮. এ দম্পতি সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, লূত ও ইবরাহীম (আ)-এর পর এরাই আল্লাহর পথে হিজরতকারী প্রথম দম্পতি।

প্রশ্ন-২০৯. মুসলমানদের চলে যাওয়ার খবর শুনে কোরাইশরা কী আবিসিনিয়ায় তাদের কোন লোক পাঠিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা খুব দ্রুত মুসলমানদের পিছনে তাদের লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা মুহাজিরদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে আটক করতে পারেনি।

প্রশ্ন-২১০. মুহাজিরদের দ্বিতীয় দল কখন আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন?

উত্তর : ঐ বছরেই (নবুওয়াতের ৫ম বছরে)।

প্রশ্ন-২১১. দ্বিতীয় দলে কতজন লোক ছিল?

উত্তর : ঐ দলে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন-২১২. ঐ দলে বিখ্যাত সাহাবী কে ছিলেন?

উত্তর : জাফর বিন আবু তালিব।

প্রশ্ন-২১৩. কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা অতি দ্রুত আমর বিন আল আস ও আব্দুল্লাহ বিন রাবি'আকে দূত হিসেবে আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদেরকে ফেরত দেয়ার দাবি নিয়ে পাঠাল।

প্রশ্ন-২১৪. দূতেরা তাদের সাথে কী নিয়ে গেল?

উত্তর : তারা রাজা ও তার সভাসদদের জন্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে গেল।

প্রশ্ন-২১৫. তারা কী দাবি করল?

উত্তর : তারা দাবি করল যে, মুসলিম শরণার্থীদের আবিসিনিয়া থেকে বহিস্কার করতে হবে এবং তাদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে আর এ আবেদন পেশ করার জন্য তাদের ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন-২১৬. নাজ্জাশী কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে তার দরবারে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে বললেন।

প্রশ্ন-২১৭. মুসলমানদের পক্ষে কে কথা বললেন?

উত্তর : জাফর বিন আবু তালিব।

প্রশ্ন-২১৮. তিনি ইসলাম সম্পর্কে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, ইসলাম মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করে। ইসলাম মানুষদের সত্য কথা বলতে এবং আত্মীয়-স্বজন ও

প্রতিবেশীর অধিকারে মনোযোগী হতে নির্দেশ করে। ইসলাম খারাপ কাজ ও ভিক্ষা করতে মানুষকে নিষেধ করে এবং সালাত পড়তে আদেশ করে।

প্রশ্ন-২১৯. নাজ্জাশীর দেশে হিজরতের কারণ কি তিনি রাজাকে বলেছিলেন?

উত্তর : হ্যা, তিনি বললেন, সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কোরাইশরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা চেয়েছিল মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত বর্জন করে মূর্তিপূজায় ফিরে আসুক। কোরাইশদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তারা মুসলমানদের উপর অনেক অত্যাচার করে। তাদের কাছে নিরাপত্তা খুঁজে না পেয়ে শান্তিতে নিরাপদে রাজার অধীনে থাকার আশায় তারা তার দেশে আসলেন।

প্রশ্ন-২২০. জাফরের কথাবার্তায় রাজার ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উত্তর : তার বক্তৃতায় রাজার মনকে অনেক প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতে বললেন।

প্রশ্ন-২২১. জাফর (রা) কি কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে রাজাকে শুনালেন। আর ঐ আয়াতগুলোতে ইয়াহিয়া ও ঈসার জন্মের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-২২২. কুরআনের আয়াত শুনে নাজ্জাশী রাজা কী বললেন?

উত্তর : তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে ঐ বাণী যেন ঈসা عليه السلام এর ওপর নাযিলকৃত বাণী যা একই উৎস থেকে আলোর কিরণ বিকিরণ করছে।

প্রশ্ন-২২৩. রাজা কোরাইশদের সে হতাশ দূতদ্বয়কে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, আমি শঙ্কিত তাই আমি এ শরণার্থীদের তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব না। তারা আমার রাজ্যে স্বাধীন, তারা যেভাবে খুশি সেভাবে থাকতে পারে এবং ইবাদত করতে পারে।

প্রশ্ন-২২৪. পরের দিন রাজার কাছে ঐ দূতদ্বয় কী বললেন?

উত্তর : তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা ঈসাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

প্রশ্ন-২২৫. রাজা কী করলেন?

উত্তর : তিনি আবারও মুসলমানদেরকে তার দরবারে হাজির করলেন এবং ঈসার عليه السلام সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে চাইলেন।

প্রশ্ন-২২৬. মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কে এবং তিনি কী বললেন?

উত্তর : জাফর (রা) আবারও মুসলমানদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে বললেন. আমাদের রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঈসা সম্পর্কে যা বলেছেন আমরাও তাই বলি তিনি বলেছেন ঈসা (আ) হলেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল তিনি তার আত্মা ও তার বাণী কুমারী মারইয়ামের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন।

প্রশ্ন-২২৭. একথা শুনে রাজা কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, আমরাও তাই বিশ্বাস করি। তোমাদের ওপর এবং তোমাদের রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন-২২৮. মুসলমানদেরকে তিনি কী নিশ্চিত করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে তার পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলেন।

প্রশ্ন-২২৯. তারপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তারপর তিনি কোরাইশদের দূতদ্বয়ের আনা উপহার সামগ্রী ফিরিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন-২৩০. আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা কীভাবে বসবাস করেছিল?

উত্তর : খায়বার বিজয়ের সময় মদিনায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর সুখে-শান্তিতে বসবাস করেছিল।

১৩. প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

নারীদের মধ্যে খাদিজাতুল কোবরা (রা), পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা), ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ ইবনে হারিছা (রা) এবং বালকদের মধ্যে আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওমর বিন খাত্তাব (রা)

প্রশ্ন-২৩১. ওমর (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : ২৭ বছর বয়সে।

প্রশ্ন-২৩২. তার ইসলাম গ্রহণের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : একবার রাসূল ﷺ হাত তুলে বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহেল বিন হিশাম এর মধ্য থেকে যাকে তোমার পছন্দ হয় তাকে দিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও।" ওমর (রা) হলেন সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। (আহমাদ ও তিরমিযী)

প্রশ্ন–২৩৩. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কেমন ছিলেন?

উত্তর : তিনি উগ্র মেজাজের একজন মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। তিনি প্রায়ই মুসলমানদেরকে নির্দয়ভাবে মারধর করতেন।

প্রশ্ন–২৩৪. ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট কী?

উত্তর : একদিন ওমর রাসূল ﷺ কে হত্যা করার জন্য তরবারী হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছিলেন খুবই ক্ষিপ্ত। পথিমধ্যে নো'আইম বিন আব্দুল্লাহর সঙ্গে দেখা, তিনি বললেন, হে ওমর! এত উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ কোথায়? ওমর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "মুহাম্মদকে হত্যা করতে সে কোরাইশদের একতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে এবং তাদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছে।" এরপর নো'আইম বললেন. প্রথমে তোমার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদের কাছে যাচ্ছ না কেন, তারাও তো ইসলাম গ্রহণ করেছে"? শোনা মাত্র ওমর তার বোনের বাড়িতে গেল। যখন সে বাড়ীর কাছাকাছি পৌছল তখন সে শুনতে পেল তার ভগ্নিপতি কুরআন তিলাওয়াত করছে। এরপর সে তার ভগ্নিপতিকে খুব মারতে লাগল।

ফাতিমা তার স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাকেও প্রহার করল। এরপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সাহস করে বললেন, "হ্যাঁ আমরা মুসলমান হয়েছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আমাদের হত্যা কর মেরে ফেল।" ফাতিমার আঘাত করা স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। ওমর যখন তার এ অবস্থা দেখল তখন তার মায়া লাগল এবং বলল, "তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও, আমি যেন যাচাই করতে পারি যে, মুহাম্মদ কী নিয়ে এসেছে?" ফাতিমা বললেন, ভাইয়া! মূর্তি পূজা করার কারণে তুমি অপবিত্র আর শুধুমাত্র পবিত্র লোকেরাই এটা (কুরআন) স্পর্শ করতে পারে। তাই প্রথমে তুমি পবিত্র হয়ে এসো।" তারপর ফাতিমা তাকে ঐ পাতাগুলো এনে দিলেন যেগুলোতে সূরা ত্ব-হার প্রথম কিছু আয়াত ছিল। ওমর পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে যখন এ কথাগুলো সামনে এলো–

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

অর্থ– নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণেই সালাত আদায় কর।

(সূরা-২০ ত্ব-হা. আয়াত-১৪)

মুহূর্তেই ওমর ইসলামের কাছে নত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "কী চমৎকার! সুন্দর এ বাণী! আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে চল।" ওমরের এ কথা শুনে আড়ালে লুকিয়ে থাকা খাব্বাব বেরিয়ে এসে বললেন, "হে ওমর! আমার মনে হয় আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ এর দোয়া কবুল করেছেন। কারণ আমি শুনেছি তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, "হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহেল বিন হিশামকে দিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও।" ওমর দ্রুত দারুল আরকামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে মুসলমানরা গোপনে দাওয়াতে তাবলীগের সমাবেশ করছিল। তিনি তার ঝুলন্ত তরবারী দিয়ে দরজায় আঘাত করলেন। সাহাবীদের একজন দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন এবং বললেন, "এ তো দেখছি ওমর তরবারীসহ।"

হামযাহ তার মুসলিম সাথীদের ভয় দূর করে বললেন, "তাকে ভিতরে আসতে দাও। একজন বন্ধু হিসেবে তাকে স্বাগতম। আর শত্রু হলে তার তরবারী দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলা হবে। সাহাবী উঠে দরজা খুললেন। যখন ওমর ভিতরে প্রবেশ করলেন, রাসূল ﷺ তাকে ধরে বললেন. "হে ওমর বিন খাত্তাব! কী চাও তুমি এখানে?" ওমর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ করতে এবং স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা মহান বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে।" এ কথা শুনে রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ আনন্দের সাথে জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে লাগলেন।

প্রশ্ন–২৩৫. ওমর তার ইসলাম গ্রহণের কথা কি গোপন রেখেছিলেন?

উত্তর : না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেননি। বরং তিনি কা'বা ঘরে গিয়ে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করলেন। তিনি আবু জাহেলের বাড়িতেও গেলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন–২৩৬. আবু জাহেল কী করলেন?

উত্তর : আবু জাহেল ক্ষেপে গেল। সে ওমর (রা)-কে অভিশাপ দিল এবং তার সামনে তাড়াতাড়ি করে দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রশ্ন–২৩৭. ইসলামের জন্য ওমর (রা)-এর কেমন অবদান ছিল?

উত্তর : তিনি ইসলামের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করতে আন্তরিকভাবে কাজ করতেন। তিনি রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় প্রায় সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন–২৩৮. রাসূল ﷺ তাকে কী উপাধি দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন?
উত্তর : তাকে 'ফারুক' উপাধি দিয়েছেন কারণ তিনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতেন।

১৪. বিলাল বিন রাবাহ (রা)

প্রশ্ন–২৩৯. বিলাল বিন রাবাহ কে ছিলেন?
উত্তর : বিলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া বিন খালফ এর ক্রীতদাস।

প্রশ্ন–২৪০. উমাইয়া কীভাবে বিলাল (রা) কে কষ্ট দিত?
উত্তর : সে তাকে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এনে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে তার বুকের উপর ভারি পাথর দিয়ে রাখত। এরপর সে তাকে বলত, "তুমি তোমার নতুন ধর্ম ত্যাগ কর নইলে এভাবেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে।"

প্রশ্ন–২৪১. বিলাল (রা) তখন কী বলতেন?
উত্তর : তিনি বলতেন. "আহাদ, আহাদ" (আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়)

প্রশ্ন–২৪২. আবু বকর (রা) তার জন্য কী করলেন?
উত্তর : একবার আবু বকর (রা) দেখলেন যে, বেলালকে নির্যাতন করা হচ্ছে। তখন তিনি উমাইয়া বিন খালফ থেকে বিলালকে কিনে নিয়ে তাকে মুক্ত করলেন।

প্রশ্ন–২৪৩. বিলালের মায়ের নাম কী ছিল?
উত্তর : হামামা।

প্রশ্ন–২৪৪. তার বংশ সূত্র কী ছিল?
উত্তর : তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার বংশধর।

প্রশ্ন–২৪৫. মদিনায় হিজরতের পর তিনি কী করতেন?
উত্তর : যখন মুসলমানরা মদিনায় বসবাস শুরু করলেন এবং আযান দানের মর্যাদা লাভ করলেন, তখন বিলাল ছিলেন রাসূল ﷺ এর মুয়াযযিন।

প্রশ্ন–২৪৬. বিলাল (রা) কী কোন যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই তিনি শরীক হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

প্রশ্ন–২৪৭. তার মালিকের কী পরিণতি হয়েছিল?
উত্তর : বদর যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) তাকে বন্দী করে। কিন্তু বেলাল যখন দেখল তার অত্যাচারী নিষ্ঠুর মনিব তখন তিনি লোকদেরকে বললেন কে তাকে হত্যা করেছে?

১৫. ইয়াসির (রা)

প্রশ্ন–২৪৮. ইয়াসির (রা) কে?
উত্তর : ইয়াসির (রা) ছিলেন আবু জাহেলের ক্রীতদাস।

প্রশ্ন–২৪৯. সুমাইয়া (রা) কে?
উত্তর : তিনি ছিলেন ইয়াসিরের স্ত্রী।

প্রশ্ন–২৫০. আম্মার (রা) কে?
উত্তর : আম্মার ছিলেন ইয়াসির ও সুমাইয়ার একমাত্র ছেলে।

প্রশ্ন–২৫১. আবু জাহেল তাদের সাথে কী করত?
উত্তর : সে দিনের বেলায় তাদেরকে উত্তেজনার মধ্যে রাখত এবং নিষ্ঠুরভাবে মারধর করতেন।

প্রশ্ন–২৫২. যখন রাসূল ﷺ তাদের পাশ দিয়ে যেতেন এবং দেখতেন যে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে মারা হচ্ছে তখন তিনি তাদেরকে কী বলতেন?
উত্তর : তিনি বলতেন, "হে ইয়াসিরের পরিবার! ধৈর্যধারণ কর, জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত।

প্রশ্ন–২৫৩. ইয়াসির এবং সুমাইয়ার (রা)-এর উপর নির্যাতনের ফলাফল কী হয়েছিল?
উত্তর : আবু জাহেলের নিষ্ঠুর মারধরের কারণে তারা শহীদ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন–২৫৪. সুমাইয়া (রা) কি ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ ছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ।

প্রশ্ন–২৫৫. তিনি কীভাবে শহীদ হন?
উত্তর : আবু জাহেলের বল্লমের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

১৬. যায়িদ বিন হারিছাহ (রা)

প্রশ্ন–২৫৬. যায়িদ বিন হারিছাহ কে?
উত্তর : তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস।

প্রশ্ন–২৫৭. কে তাকে ক্রয় করেছিল?
উত্তর : খাদিজা (রা)-এর ভাগিনা হাকিম বিন হিশাম তাকে ক্রয় করেন এবং খাদিজা (রা)-কে হাদিয়া দেন।

প্রশ্ন–২৫৮. খাদিজা (রা) তাকে কী করলেন?
উত্তর : পরবর্তীতে খাদিজা (রা) তাকে রাসূল ﷺ এর সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য তাকে হাদিয়া হিসেবে দান করেন।

প্রশ্ন-২৫৯. রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন।

প্রশ্ন-২৬০. যায়িদ (রা) কি তার বাবা-মায়ের কাছে যেতে চাইতেন?

উত্তর : না, তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন, তিনি তার মা-বাবার চেয়ে রাসূলকেই বেশি ভালবাসতেন।

প্রশ্ন-২৬১. যায়িদ (রা) কাকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর : তিনি উম্মে আইমান (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন। ওসামা (রা) ছিলেন তার গর্ভের সন্তান।

প্রশ্ন-২৬১. যায়িদ (রা) কি কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি রাসূল ﷺ এর অনেকগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৬৩. তিনি কি শাহাদাত বরণ করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, মুতার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আর তিনিই সে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৭. জাফর বিন আবু তালিব (রা)

প্রশ্ন-২৬৪. জাফর (রা) কে?

উত্তর : তিনি ছিলেন আলী বিন আবু তালিবের ভাই। তিনি আলী (রা)-এর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন।

প্রশ্ন-২৬৫. তিনি কোথায় হিজরত করেন?

উত্তর : তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন-২৬৬. আবিসিনিয়ার রাজার সঙ্গে তিনি কেন কথা বললেন এবং মুসলমানরা যা বিশ্বাস করত তা কেন ব্যাখ্যা করলেন?

উত্তর : কারণ তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের নেতা। তিনি ইসলাম সম্পর্কে রাজার সঙ্গে কথা বললেন এবং তাকে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দিলেন।

প্রশ্ন-২৬৭. জাফর (রা) কখন মদিনায় ফিরে আসলেন?

উত্তর : তিনি ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর মদিনায় ফিরে আসেন।

প্রশ্ন-২৬৮. তার মদিনায় প্রত্যাবর্তনে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমি জানি না খায়বারের বিজয় বেশি আনন্দের নাকি জাফরের প্রত্যাবর্তন"।

প্রশ্ন–২৬৯. কখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন?

উত্তর : তিনি ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

প্রশ্ন–২৭০. তাকে কী উপাধী দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : তাকে 'তাইয়ার' উপাধী দেয়া হয়েছিল। কেননা যুদ্ধে তিনি তার দুটি হাতই হারিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন. এ দুটি হাতের বদলে জান্নাতে জাফরকে দুটি ডানা দান করা হয়েছে।

১৮. আলী বিন আবু তালিব (রা)

প্রশ্ন–২৭১. আলী (রা) কে?

উত্তর : তিনি ছিলেন আবু তালিবের ছেলে এবং রাসূল ﷺ এর চাচাতো ভাই।

প্রশ্ন–২৭২. আলী (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : ইসলামের দাওয়াতের প্রথম দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তখন একেবারে কিশোর ছিলেন।

প্রশ্ন–২৭৩. তিনি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি অনেক যুদ্ধেই অংশ নিয়েছেন।

প্রশ্ন–২৭৪. তার সাহসিকতার জন্য তাকে কী বলা হত?

উত্তর : তাকে বলা হত, 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ)।

প্রশ্ন–২৭৫. তিনি কীভাবে জীবন যাপন করতেন?

উত্তর : তিনি সাদাসিদে সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

প্রশ্ন–২৭৬. প্রথমে তিনি কাকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর : বদর যুদ্ধের পর তিনি সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করেন। ফাতিমার ইন্তেকালের পর তিনি আরো বেশ কয়েকটি বিয়ে করেন। যেমন– ১. খাওলা বিনত জা'ফার, ২. উম্মুল বানীন বিনত হিযাম, ৩. উম্মু হাবীব বিনত রাবী'আ, ৪. লায়লা বিনত মাস'উদ, ৫. আসমা বিনত খাছ'আমিয়ায়, ৬. সা'ঈদা বিনত উরওয়া বিনত মাস'উদ।

প্রশ্ন–২৭৭. ফাতিমা (রা)-এর গর্ভে তার কয়জন ছেলে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ৩ জন ছেলে হাসান, হুসাইন ও মুহসিন। তবে মুহসিন ছোট বয়সেই ইন্তেকাল করেন। আর উম্মে কুলছুম ও যয়নব নামে ২ জন কন্যা ছিল। উম্মে কুলছুমও ছোট বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১৯. খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা)

প্রশ্ন–২৭৮. খাদিজা (রা) কে?

উত্তর : তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর প্রথমা স্ত্রী এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা।

প্রশ্ন–২৭৯. রাসূল ﷺ এর চেয়ে তিনি কত বছরের বড় ছিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর চেয়ে তিনি ১৫ বছরের বড় ছিলেন।

প্রশ্ন–২৮০. রাসূল ﷺ কে তিনি কখন বিয়ে করেন?

উত্তর : তার বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি রাসূল ﷺ কে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন–২৮১. তখন রাসূল ﷺ এর বয়স ছিল কত এবং খাদিজা (রা)-এর কত তম স্বামী ছিলেন রাসূল ﷺ ?

উত্তর : তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। রাসূল ﷺ খাদিজা (রা)-এর তৃতীয় স্বামী ছিলেন।

নোট. খাজিদা (রা)-এর প্রথম স্বামীর নাম আবু হালা হিন্দ ইবনে যুরারা এবং দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন আতিক ইবনে আ'ইয।

প্রশ্ন–২৮২. তার কত জন সন্তান ছিল?

উত্তর : তার ছয়জন সন্তান ছিল– দুইজন ছেলে এবং চারজন মেয়ে।

প্রশ্ন–২৮৩. কত বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : ষাট বছর বয়সে তখন তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন–২৮৪. তিনি কি রাসূল ﷺ কে সাহায্য করতেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি তাকে সাহায্য করতেন এবং তার বিপদে তাকে শান্তনা দিতেন।

প্রশ্ন–২৮৫. তিনি কি ইসলামের জন্য দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ইসলামের পথে দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হয়েছিলেন। বিশেষ করে 'আবু তালিব উপত্যকায়' যেখানে কোরাইশদের সামাজিক বয়কটের ফলে প্রতিকূল অবস্থায় তাকে ৩ বছর যাবৎ রাসূল ﷺ সহ বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রদ্বয়ের লোকদের সাথে থাকতে হয়েছিল।

২০. সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)

প্রশ্ন–২৮৬. সা'দ কখন মুসলমান হয়েছিলেন?

উত্তর : যখন তার বয়স মাত্র উনিশ বছর তখন তিনি মুসলমান হন।

প্রশ্ন–২৮৭. তিনি কি রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ছিলেন খুব সাহসী, তিনি অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন–২৮৮. কোন যুদ্ধে তিনি রাসূল ﷺ কে রক্ষা করেছেন এবং প্রায় ১০০ তীর নিক্ষেপ করেছেন?

উত্তর : উহুদ যুদ্ধে।

প্রশ্ন–২৮৯. রাসূল ﷺ তার সাহসিকতার কৃতজ্ঞতাবোধে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক।" এটা ছিল রাসূল ﷺ এর এক ধরনের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ এবং এ ধরনের কথা তিনি আর অন্য কারো জন্য কখনো ব্যবহার করেননি।

প্রশ্ন–২৯০. ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর খেলাফত আমলে তিনি কি 'কাদিসিয়ার' যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে জয় লাভ করেন।

প্রশ্ন–২৯১. সা'দ (রা) কোথায় ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : তিনি মদিনায় ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন–২৯২. মুসলমানদেরকে তিনি বিশেষভাবে কী উপদেশ দিয়ে গেছেন?

উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

২১. আবু বকর সিদ্দীক (রা)

প্রশ্ন–২৯৩. আবু বকরের পিতা কে ছিলেন?

উত্তর : তার নাম ছিল উসমান (রা) কিন্তু তার ডাক নাম আবু কুহাফা। এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন–২৯৪. তার বাবা কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি অন্ধ ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

প্রশ্ন-২৯৫. আবু বকরের কী নাম ছিল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন উসমান (রা)। আবু বকর হলো তার ডাকনাম আর 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) হলো তার উপাধী।

প্রশ্ন-২৯৬. রাসূল ﷺ এর সাথে তার কী সম্পর্ক ছিল?

উত্তর : তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

প্রশ্ন-২৯৭. আবু বকর কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : দাওয়াতের প্রথম দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৯৮. তিনি কি অন্যান্যদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি উসমান বিন আফফান, যুবাইর বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং সাঈদ বিন যায়িদ (রা) এদের সকলকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-২৯৯. তার স্ত্রীর কী নাম ছিল?

উত্তর : আসমা বিনতে উমাইয়া (রা)। কিন্তু তিনি তার ডাকনাম উম্মে রুম্মান নামেই পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন-৩০০. তার কন্যাদের নাম কী?

উত্তর : আসমা ও আয়েশা (রা)

প্রশ্ন-৩০১. রাসূল ﷺ এর মদিনায় হিজরতের সময় আবু বকর কি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন-৩০২. রাসূল ﷺ এর যুদ্ধে তিনি কি অংশ নিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি প্রায় সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

২২. উসমান বিন আফফান (রা)

প্রশ্ন-৩০৩. উসমান (রা) কখন ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন?

উত্তর : শুরুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩০৪. প্রথমে তিনি কোথায় হিজরত করেন?

উত্তর : প্রথমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন-৩০৫. রাসূল ﷺ এর সাথে তার কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল?

উত্তর : তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর জামাতা। প্রথমে তিনি রুকাইয়াকে বিয়ে করেন, যিনি আবিসিনিয়া ও মদিনায় তার হিজরত সঙ্গী হয়েছিলেন। রুকাইয়ার

রাসূল স. সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন-০৪

মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ উম্মে কুলসুমকে ওসমান (রা)-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। আর এ জন্যই তাকে "যুননুরাইন" বলা হয়।

প্রশ্ন–৩০৬. তিনি কি ইসলামের জন্য সম্পদ ব্যয় করতেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ইসলামের পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে তার সম্পদ ব্যয় করতেন।

প্রশ্ন–৩০৭. রাসূল ﷺ এর যুদ্ধে তিনি কি অংশ নিয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি অনেক যুদ্ধেই অংশ নিয়েছেন।

২৩. হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)

প্রশ্ন–৩০৮. হামযাহ (রা)-কে?

উত্তর : তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর চাচা।

প্রশ্ন–৩০৯. তার ডাক নাম ছিল কী?

উত্তর : তার ডাক নাম ছিল আবু উমারাহ।

প্রশ্ন–৩১০. তিনি কি রাসূল ﷺ কে ভালোবাসতেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

প্রশ্ন–৩১১. তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : তিনি নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের যিলহজ্জ মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–৩১২. ইসলাম গ্রহণের সংক্ষিপ্ত কারণ কী?

উত্তর : একদিন রাসূল ﷺ সাফা পাহাড়ে বসা ছিলেন। তখন আবু জাহেল তার পাশ দিয়ে পথ চলল। সে সত্য ধর্মকে ও রাসূলকে গালিগালাজ করতে লাগল কিন্তু রাসূল ﷺ কিছুই বলেননি। এরপর আবু জাহেল একটি পাথর নিয়ে রাসূল ﷺ এর মাথায় নিক্ষেপ করল। যার কারণে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই হামযাহ তার শিকার অভিযান থেকে কাঁধে ঝুলন্ত ধনুক নিয়ে ফিরে আসেন। আব্দুল্লাহ বিন জাদানের এক ক্রীতদাসী তাকে মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে আবু জাহেলের এমন নিষ্ঠুর আচরণের কথা বলে দিলেন। এ ঘটনা শুনে হামযাহ অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি দ্রুত কা'বার দিকে রওয়ানা হলেন, আবু জাহেল সেখানে কোরাইশের এক লোকের সাথে বসেছিলেন এবং বললেন. "এই! তুমি নাকি মুহাম্মদকে অপমান করেছ? আমিও তো তার ধর্ম অনুসরণ করি এবং সে যা প্রচার করছে তাও মেনে নিচ্ছি।"

প্রশ্ন–৩১৩. হামযার ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্য কেমন উপকারী ছিল?

উত্তর : ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী এবং এর অনুসারীদের জন্য তিনি বিশাল শক্তির উৎস হিসেবে প্রকাশিত হলেন।

প্রশ্ন–৩১৪. বদর যুদ্ধে তিনি কি অংশ নিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন–৩১৫. কোন যুদ্ধে তিনি শহীদ হন?

উত্তর : উহুদ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

প্রশ্ন–৩১৬. কে তাকে শহীদ করেছিল?

উত্তর : "ওয়াহশী" পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

২৪. মক্কী জীবনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

প্রশ্ন–৩১৭. মক্কী জীবনে ইসলামের ক্রমোন্নতির পর্যায়ে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলো কী ছিল?

উত্তর : নীতিমালাগুলো হল, 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ) "সৎ কাজ করা" এবং "অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা।" (পরিত্যাগ করা)।

প্রশ্ন–৩১৮. ইসলাম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

প্রশ্ন–৩১৯. ঈমান কী?

উত্তর : ঈমান হলো– ১. অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. মুখে স্বীকার করা এবং ৩. বাস্তবে তা প্রয়োগ করা।

প্রশ্ন–৩২০. ঈমানের দফা কয়টি? কোন কোন বিষয়ের **প্রতি ঈমান আনতে হয়?**

উত্তর : ঈমানের ছয়টি দফা রয়েছে–

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান;
২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান;
৩. আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান;
৪. আল্লাহর রাসূলদের ওপর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান;
৫. শেষ দিনের প্রতি ঈমান;
৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

প্রশ্ন–৩২১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বলতে বোঝায়, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং তিনিই একমাত্র রব যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ। সবকিছু তার মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। সবচেয়ে উত্তম নামসমূহ এবং যাবতীয় সকল গুণাবলীর মালিক তিনি।

প্রশ্ন–৩২২. ফেরেশতা কারা?

উত্তর : ফেরেশতারা নূরের তৈরি। তারা আল্লাহর অনুগত দাস। তাদের যা আদেশ করা হয় তারা তাই পালন করেন। তাদের দৈহিক কোন চাহিদা যেমন. খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন–৩২৩. কিতাবসমূহের প্রতি এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির কাছেই নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ ﷺ হলেন শেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ তা'আলা ধর্মগ্রন্থও পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআন হল সর্বশেষ গ্রন্থ।

প্রশ্ন–৩২৪. শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়

উত্তর : শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস বলতে বুঝায়, এ পৃথিবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল নির্ধারণ করেছেন। এমন একটি সময় আসবে যখন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সকল মৃতদের জীবিত করবেন এবং পৃথিবীতে তারা কী কাজ করেছে তার হিসাব নিবেন। এরপর সবাইকে যার যার কাজ অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন, আবার কাউকে শাস্তি প্রদান করবেন।

প্রশ্ন–৩২৫. বিচার দিবসের শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর : আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্য করা।

প্রশ্ন–৩২৬. ঈমানের মর্মকথা কী? ঈমানের সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ বাক্য কী?

উত্তর : বাক্যটি হল–

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

(আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল)

প্রশ্ন–৩২৭. ঈমানের সাক্ষ্য প্রমাণের শর্তাবলী কী কী?

উত্তর : ঈমানের সাক্ষ্যপ্রমাণের শর্তাবলী হলো সাতটি যেমন–

১. জ্ঞান যা অজ্ঞতা দূর করে, ২. নিশ্চয়তা বা নিঃসন্দেহতা যা সন্দেহ দূরীভূত করে. ৩. আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা যা শিরক থেকে দূরে রাখে ৪, সত্যবাদিতা যা কপটতা থেকে বাঁচায়, ৫. ভালোবাসা ও ভক্তি যা আল্লাহর দ্বীনের অবজ্ঞা থেকে বাঁচায়, ৬. পরিতৃপ্ত থাকা যা পার্থিব আনন্দের জন্য লোভ ও অতিরিক্ত ধন লোভের হাত থেকে বাঁচায়, ৭. আত্মসমর্পণ যা অবাধ্যতা থেকে বাঁচায়।

প্রশ্ন–৩২৮. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী যা আল্লাহ হুকুম করেছেন?

উত্তর : তা হলো তাওহীদ. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

প্রশ্ন–৩২৯. তাওহীদ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : তাওহীদ হলো একথা ঘোষণা করা যে, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র রব। মূলত তিনি ইবাদতের যোগ্য এবং তার নিজস্ব গুণাবলী ও রাসূলের প্রতি তার দেয়া গুণাবলীর মালিক হিসেবে ঘোষণা করা।

প্রশ্ন–৩৩০. কখন সালাত ফরয হয়?

উত্তর : ওহীর সূচনালগ্নে সালাত ফরয হয়।

প্রশ্ন–৩৩১. শুরুতে সালাত কত রাকাত ছিল?

উত্তর : শুরুতে সালাত ছিল দুই রাক'আত করে যা সকাল ও সন্ধ্যায় যথাসময়ে আদায় করা হতো।

প্রশ্ন–৩৩২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন?

উত্তর : তাহলো. 'শিরক' (আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা)।

প্রশ্ন–৩৩৩. মুশরিকদের ভালো কাজগুলো কি আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে?

উত্তর : কখনো না, যখন কোনো ভালো কাজের সাথে শিরক মিশ্রিত হয় তখন তা গ্রহণ করা হয় না।

২৫. আবু তালিব ও রাসূল ﷺ এর সাথে কোরাইশদের বৈঠক

প্রশ্ন–৩৩৪. কোরাইশরা কেন মুহাম্মদ ﷺ এর দাওয়াতী কাজে বিরোধিতা করত?

উত্তর : কারণ তিনি মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন এবং মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হুকুম করতেন। তিনি বিচার দিবসের প্রতিও মানুষদেরকে সতর্ক করতেন যেদিন সকল মানুষকে তাদের স্বীয় কাজের হিসাব দিতে হবে।

প্রশ্ন–৩৩৫. রাসূল ﷺ কে দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রথমে তারা কী করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-এর চাচা আবু তালিবের কাছে আসল এবং বলল. "হে আবু তালিব! আমাদের মধ্যে আপনি একজন সম্মানিত লোক। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ আমাদের পূর্বপুরুষ, বাপদাদা ও আমাদের দেবতাদেরকে গালিগালাজ করবে এবং আমাদেরকে বিপথগামী করবে আমরা তা মোটেও সহ্য করতে পারব

না। তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখুন না হয় আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন। আমরা আপনাকে তার থেকে মুক্ত করে দেব। কেননা আমরা যেমন তার বিরোধী আপনিও তেমনি তার বিরোধী।

প্রশ্ন–৩৩৬. আবু তালিব কী করলেন?

উত্তর : তিনি ভদ্রভাবে তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

প্রশ্ন–৩৩৭. মক্কার পৌত্তলিকগণ দ্বিতীয় বৈঠকে আবু তালিবের কাছে কী চাইলেন?

উত্তর : তারা চাইলেন তার ভাতিজার কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে। নইলে তারা তার কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে শক্তি প্রয়োগ করবে।

প্রশ্ন–৩৩৮. আবু তালিব কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদকে ডেকে আনলেন এবং কাফিররা যা বলে গেল তা বললেন। তিনি তাকে এ কথাও বললেন, আমার উপর এমন কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না যা আমি সইতে পারব না।

প্রশ্ন–৩৩৯. রাসূল ﷺ কী জবাব দিলেন?

উত্তর : তিনি জবাব দিলেন. "চাচাজান! আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় আর এ কাজ পরিত্যাগ করতে বলে, তবুও আমি আমার কাজ পরিত্যাগ করতে পারব না। যে পর্যন্ত না বিজয় আসে প্রয়োজনে সে প্রচেষ্টায় আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিব।" এরপর তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠে চলে গেলেন। কিন্তু আবু তালিব তাকে ডাকলেন এবং বললেন, "যাও এবং তুমি যা ভালো মনে কর তা প্রচার কর। আল্লাহর কসম আমি কখনো তোমাকে কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করব না।

প্রশ্ন–৩৪০. কোরাইশরা তৃতীয় বৈঠকে আবু তালিবকে কী প্রস্তাব করেছিল?

উত্তর : তারা আবু তালিবের কাছে প্রস্তাব করল. ওমর বিন ওয়ালিদের বিনিময়ে মুহাম্মদকে তাদের হাতে অর্পণ করতে এবং গোপনে তারা মুহাম্মদকে ﷺ হত্যা করে ফেলবে।

প্রশ্ন–৩৪১. আবু তালিব জবাবে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "এটা আসলেই একটি অন্যায় চুক্তি যে, তোমরা তোমাদের ছেলেকে লালন পালন করতে আমাকে দিবে, আর আমি আমার ভাতিজাকে হত্যা করতে তোমাদেরকে দিব।" আল্লাহর কসম! এটা কখনো সম্ভব নয়। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।"

প্রশ্ন–৩৪২. কোরাইশদের পক্ষ থেকে কে রাসূল ﷺ এর কাছে আপোষের প্রস্তাব নিয়ে সাক্ষাত করেছিল?

উত্তর : উতবা বিন রাবি'আহ।

প্রশ্ন–৩৪৩. রাসূল ﷺ কে তিনি কী প্রস্তাব করলেন?

উত্তর : তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে বললেন, "হে মুহাম্মদ! সমগ্র গোত্রের মধ্যে তুমি হচ্ছ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তুমি তোমার জাতিকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। তুমি তাদেরকে বিপথগামী ও নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছ। তুমি তাদের দেবতাদের অপমান করেছ। সে জন্য আমার কথা শোন যা আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং ভেবে দেখ, যদি তার কোন একটা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তুমি যা চাও তা যদি ধন-সম্পদ হয়ে থাকে, আমরা তোমার জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তোমার ভাগ্য খুলে দিব, যাতে তুমি আমাদের সকলের চেয়ে ধনবান হতে পার। আর যদি তুমি সম্মান চাও, আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দিব। আর যদি তুমি ক্ষমতা চাও, আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে দিবো; আর তোমাকে যদি কোন জ্বীন বা ভূত ধরে থাকে তাহলে বল আমরা আমাদের সম্পদ দিয়ে তোমার চিকিৎসা চালিয়ে যাব, যে পর্যন্ত না তুমি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠ।

প্রশ্ন–৩৪৪. রাসূল ﷺ কীভাবে উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি পবিত্র কুরআনের হা-মীম-আস সাজদার ১ থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত উতবার কাছে তিলাওয়াত করলেন।

প্রশ্ন–৩৪৫. কুরআনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উতবার মন কি প্রভাবিত হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি কুরআনের ভাষার সৌন্দর্যে অবাক হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন–৩৪৬. তার মুখমণ্ডলের ভাব প্রকাশে পরিবর্তন দেখে তার সাথীরা কী বলল?

উত্তর : তারা অবাক হয়ে বলতে লাগল, "মুহাম্মদ ﷺ তোমার ওপর যাদু-মন্ত্র নিক্ষেপ করেছে।"

প্রশ্ন–৩৪৭. উতবা পুনরায় কী বললেন?

উত্তর : তিনি পুনরায় বললেন, "আমি এমন এক বাণী শুনে এলাম যা আমি আর কখনো শুনিনি। এটি কবিতাও নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীর কথাও নয়। এখন আমি যা বলি তা কর। তাকে তার পথে অগ্রসর হতে দাও। যদি অন্য আরবরা তাকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা তার থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর সে যদি ক্ষমতা লাভ করে, তাহলে তার ক্ষমতা মানে আমাদের শক্তি।"

২৬. সামাজিক বয়কট

প্রশ্ন–৩৪৮. কখন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট শুরু করে এবং কখন তা শেষ হয়?

উত্তর : সামাজিক বয়কট শুরু হয়েছিল নবুওয়াতের সপ্তম বছর এবং শেষ হয় নবুওয়াতের দশম বছরে। তিন বছর যাবৎ এটি স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন–৩৪৯. এ বয়কটের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : বয়কটের পেছনে কারণ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ওমর ও হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং কোরাইশরা রাসূল ﷺ-কে আপোষের যে প্রস্তাব করেছিল রাসূল ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করার কারণে কোরাইশরা সামাজিক বয়কটের ঘোষণা দেয়।

প্রশ্ন–৩৫০. বয়কট চুক্তিটি কী ছিল?

উত্তর : চুক্তিটি ছিল, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব যে পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ কে কোরাইশদের হাতে হস্তান্তর করতে রাজি না হবে অথবা তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত না হবে সে পর্যন্ত তাদের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য, লেনদেন, বিয়ে শাদী, পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত এমনকি কোন কথাবার্তাও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন–৩৫১. চুক্তিনামাটি কে লিখেছিল?

উত্তর : চুক্তি নামাটি লিখেছিল বাগীদ বিন আমির।

প্রশ্ন–৩৫২. কোরাইশরা চুক্তিনামাটি কোথায় ঝুঁলিয়ে ছিল?

উত্তর : তারা এটি কা'বার দেয়ালে ঝুঁলিয়ে ছিল।

প্রশ্ন–৩৫৩. বাগীদ বিন আমিরের কী পরিণতি হল?

উত্তর : রাসূল ﷺ তার ওপর আল্লাহর গযবের (অভিশাপের) দোয়া করলেন। এর ফলে সে হাতে যে চুক্তিনামাটি লিখেছিল তার সে হাতটি অবশ হয়ে গেল।

প্রশ্ন–৩৫৪. বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ আবু তালিবকে কোথায় বন্দী করা হয়?

উত্তর : বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ আবু তালিবকে মক্কার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত "শি'আবে আবু তালিব" নামক উপত্যকায় বন্দী করা হয়। সেখানে তাকে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ থাকতে হয়েছিল।

প্রশ্ন–৩৫৫. 'শি'আবে আবু তালিব' উপত্যকায় মুসলমানদের কী দশা হয়েছিল?

উত্তর : তারা উপত্যকায় মারাত্মক কষ্ট ভোগ করেছেন। তাদেরকে সেখানে গাছের পাতা খেতে হয়েছিল এবং পশুর শুকনো চামড়া রান্না করে ঝোল বানিয়ে খেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন–৩৫৬. রাসূল ﷺ-এর নিরাপত্তার জন্য আবু তালিব কেমন নজর রাখতেন?

উত্তর : যখনই লোকেরা ঘুমাতে যেতেন, তখনই তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর বিপদ হতে পারে এ আশংকায় বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে বলতেন তুমি তোমার বিছানা পরিবর্তন করে ঘুমাও।

প্রশ্ন–৩৫৭. রাসূল ﷺ কীভাবে তার মিশন চালিয়ে গেলেন?

উত্তর : তিনি বুকে সাহস রেখেছিলেন এবং দৃঢ়সংকল্প ছিলেন আর কখনো তিনি দাওয়াতী কাজ থেকে পিছু হটেননি। হজ্বের মৌসুমে এবং বিভিন্ন উৎসবে তিনি হজ্জ্বযাত্রীদের কাছে যেতেন এবং বিভিন্ন বণিকদের কাছে গিয়ে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

প্রশ্ন–৩৫৮. কখন এবং কে প্রথম বয়কট চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেন?

উত্তর : নবুওয়াতের দশম বছরের মুহাররম মাসে হিশাম বিন আমর সর্বপ্রথম বয়কট চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেন। এছাড়া তিনি প্রায় সময় 'আবু তালিব' উপত্যকায় আটক লোকদের জন্য খাবার সরবরাহ করতেন। একরাতে তিনি গোপনে যুহাইর বিন আবু উমাইয়া মাখযুমীর নিকট গেলেন এবং বয়কট চুক্তি তুলে নেয়ার জন্য পাঁচ জনের একটি দল গঠন করলেন।

প্রশ্ন–৩৫৯. ঐ পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন কারা?

উত্তর : তারা ছিলেন. ১. হিশাম বিন আমর, ২. যুহাইর বিন আবু উমাইয়া, ৩. মুত'ইম বিন আদি আবুল বোখতারি এবং ৫. যামা বিন আসওয়াদ।

প্রশ্ন–৩৬০. তারা কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তারা সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের সভাস্থলে মিলিত হয়ে সামাজিক বয়কটের বিরুদ্ধে তারা তাদের মিশন অভিযান শুরু করবেন।

প্রশ্ন–৩৬১. সেখানে বিপুলসংখ্যক লোকদের উদ্দেশ্যে যুহাইর কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন. "তোমরা কি সন্তুষ্ট যে, তোমরা খাবার, পানি, পোশাক এবং বিয়ে শাদী করতে পারছ। অপরদিকে সামাজিক বয়কটের কারণে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কত কষ্ট ভোগ করছে?"

প্রশ্ন–৩৬২. আবু জাহেল কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, চুক্তিনামা কখনো বাতিল করা হবে না।

প্রশ্ন–৩৬৩. যামাহ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. চুক্তিনামাটি জনগণের সমর্থন ছাড়াই লিখা হয়েছে। তাই ঐ চুক্তিনামা আমরা মানি না।

প্রশ্ন–৩৬৪. আবু তালিব ঐ সময়ে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, এ মর্মে তার ভাতিজার কাছে ওহী এসেছে যে, 'বিসমিল্লাহ' بِسْمِ اللّٰهِ। ছাড়া চুক্তিনামার সকল শব্দ উইপোকা খেয়ে ফেলেছে।

প্রশ্ন–৩৬৫. মক্কার নেতাগণ কি ঐ প্রস্তাবে রাজি ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা ঐ প্রস্তাবে রাজি ছিলেন এবং মুত'ইম বিন আদি কাবার দেয়াল থেকে চুক্তিনামাটি নিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন–৩৬৫. মক্কার নেতাগণ কি বয়কট চুক্তি বাতিলের পক্ষে ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা সবাই বয়কট চুক্তি বাতিলের পক্ষে ছিলেন। এমনকি মুত'ইম বিন আদি নিজে গিয়ে চুক্তিনামাটি এনে ছিড়ে ফেললেন।

প্রশ্ন–৩৬৬. তারা কী উদঘাটন করল?

উত্তর : তারা উদঘাটন করল যে, "বিসমিল্লাহ" শব্দটি ছাড়া চুক্তিনামার বাকি সকল শব্দ উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে।

২৭. দুঃখের বছর

প্রশ্ন–৩৬৭. কেন নবুওয়াতের দশম বছরকে 'আমুল হুযন "দুঃখের বছর" বলা হয়ে থাকে?

উত্তর : কারণ এ বছর আবু তালিব ও খাদিজা (রা) উভয়ই ইন্তিকাল করেন, যারা রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, তিনিও তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাদের মৃত্যু রাসূল ﷺ এর জন্য ছিল অত্যন্ত দুঃখ ও হতাশার কারন।

প্রশ্ন–৩৬৮. আবু তালিব কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : সামাজিক বয়কট চুক্তি তুলে নেয়ার ছয় মাস পর ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াতের দশম বছরের রজব মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন–৩৬৯. তার মূল নাম কী ছিল?

উত্তর : তার আসল নাম ছিল 'আবদ মানাফ' কিন্তু তার বড় ছেলে তালিবের নামেই তিনি আবু তালিব (তালিবের বাবা) নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন–৩৭০. রাসূল ﷺ শেষ মুহূর্তেও কি তাকে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন. "চাচাজান! আপনি শুধুমাত্র একবার বলুন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' তাহলে আমি আল্লাহর কাছে শপথ করে সাক্ষ্য দিব আপনি একজন মু'মিন।"

প্রশ্ন–৩৭১. আবু তালিবের মৃত্যু শয্যায় আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া তাকে কী বললেন?

উত্তর : তারা তাকে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর অটল থেকে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বললেন।

প্রশ্ন–৩৭২. আবু তালিব কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : না, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

প্রশ্ন–৩৭৩. কাফির হিসেবে আবু তালিবের মৃত্যুতে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি নাছোড়বান্দার মত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব, যে পর্যন্ত আমাকে তা করতে নিষেধ করা না হয়।"

প্রশ্ন–৩৭৪. এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর প্রতি কুরআনের কোন আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর : আয়াতটি হল –

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ـ

অর্থ– আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামী। (সূরা–৯ তাওবা, আয়াত-১১৩)

প্রশ্ন–৩৭৫. এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর কাছে অন্য কোন আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর : আয়াতটি হলো–

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থ– তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেও তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে। (সূরা-২৮ কাসাস, আয়াত-৫৬)

প্রশ্ন–৩৭৬. আবু তালিব রাসূল ﷺ কে কত বছর আশ্রয় দিয়েছিলেন?
উত্তর : রাসূল ﷺ এর বাল্যকাল থেকে শুরু করে আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত প্রায় ৪২ বছর তিনি রাসূল ﷺ কে আশ্রয় দেন।

প্রশ্ন–৩৭৭. আবু তালিবের মৃত্যুর পর কোরাইশরা কী করল?
উত্তর : তারা রাসূল ﷺ এর প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে দিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

প্রশ্ন–৩৭৮. খাদিজা (রা) কখন ইনতিকাল করেন?
উত্তর : রাসূল ﷺ এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পর নবুওয়াতের দশম বছরের রমজান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রশ্ন–৩৭৯. রাসূল ﷺ এর দাওয়াতি মিশনের সময় কি তিনি কোনো দুঃখ-কষ্টের শরীক হয়েছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং সবসময় ধৈর্যধারণ করতেন।

প্রশ্ন–৩৮০. খাদিজা (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ এর প্রশংসার উক্তি কেমন ছিল?
উত্তর : নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি খাদিজা (রা)-এর প্রশংসা করতেন, রাসূল ﷺ বলতেন "যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন খাদিজাই আমার একমাত্র বিশ্বাসী ছিল; যখন অন্যরা আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল, তখন সে আমাকে নবী হিসেবে মেনে নিল; যখন লোকেরা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল তখন সে আমাকে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে সাহায্য করল।"

প্রশ্ন–৩৮১. ঐ একই বছরে অন্য যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল তা কী?
উত্তর : ঘটনাটি হল– রাসূল ﷺ এর সাথে সাওদাহ বিনতে যাম'আহ (রা)-এর বিবাহ।

প্রশ্ন–৩৮২. কখন তিনি সাওদাহ (রা)-কে বিয়ে করেন?
উত্তর : খাদিজা (রা)-এর মৃত্যুর ছয় মাস পর নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে তিনি তাকে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন–৩৮৩. সাওদাহ (রা) কি বিধবা ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ছিলেন একজন বিধবা।

প্রশ্ন–৩৮৪. তার পূর্ববর্তী স্বামী কে ছিলেন এবং তিনি কখন ইনতিকাল করেন?

উত্তর : তার পূর্ববর্তী স্বামী ছিলেন, সাকরান বিন আমর (রা)। তিনি দ্বিতীয়বার সাওদাহর সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে ফেরার সময় ইনতিকাল করেন।

প্রশ্ন–৩৮৫. ইসলামের কারণে সাওদাহ (রা)-কেও কি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তাকেও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন–৩৮৬. তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : দাওয়াতের সূচনালগ্নেই সাওদাহ ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–৩৮৭. তার পূর্বের স্বামীও কি ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সাওদাহর অনুপ্রেরণায় তিনি স্বাচ্ছন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–৩৮৮. ঐ একই মাসে ঘটে যাওয়া অন্য ঘটনাটি কী ছিল?

উত্তর : তাহলো, রাসূল ﷺ এর সাথে আয়েশা (রা)-এর বিবাহ চুক্তি।

প্রশ্ন–৩৮৯. তখন আয়েশার বয়স কত ছিল?

উত্তর : তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

নোট. এ বয়স নিয়ে মতনৈক্য আছে।

প্রশ্ন–৩৯০. কখন রাসূল ﷺ এর সাথে আয়েশা (রা)-এর বাসর হয়?

উত্তর : হিজরী প্রথম বছরের শাওয়াল মাসে মদিনায় হিজরতের পর তাদের বাসর হয়। তখন আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল নয় বছর।

২৮. তায়েফ গমন

প্রশ্ন–৩৯১. রাসূল ﷺ কখন তায়েফ গমন করেন?

উত্তর : নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফ গমন করেন।

প্রশ্ন–৩৯২. কেন তিনি সেখানে গেলেন?

উত্তর : মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তিনি তায়েফবাসীর কাছে আশ্রয়ের জন্য গেলেন।

প্রশ্ন–৩৯৩. এ ভ্রমণে তার সঙ্গী হলেন কে?

উত্তর : তার মুক্ত ক্রীতদাস যায়িদ বিন হারিছাহ (রা)।

প্রশ্ন–৩৯৪. তারা কীভাবে তায়েফ গেলেন?

উত্তর : তারা পায়ে হেঁটে তায়েফ গেলেন। যা ছিল মক্কার পূর্ব দিকে ৯০ কি.মি. দূরে।

প্রশ্ন–৩৯৫. তায়েফ পৌছে রাসূল ﷺ কোথায় গেলেন?

উত্তর : তায়েফ পৌছে তিনি সর্বপ্রথম সাকীফ গোত্রের সরদারদের বাড়ি যান। তারা ছিল তিন ভাই আবু ইয়ালাইল, মাসুদ এবং হাবীব। তাদের বাবা ছিলেন আমর বিন উমাইর সাকীফী।

প্রশ্ন–৩৯৬. রাসূল ﷺ তাদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন।

প্রশ্ন–৩৯৭. রাসূল ﷺ এর সঙ্গে তারা কীরূপ আচরণ করল?

উত্তর : তারা শুধুমাত্র অভদ্রভাবে তার দাওয়াতকেই প্রত্যাখ্যান করেনি বরং তার সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করল এবং উপহাস করতে লাগল।

প্রশ্ন–৩৯৮. তারা রাসূল ﷺ কে আর কীভাবে অপমান করল?

উত্তর : তারা তাদের গোলামদেরকে রাসূলের পিছনে লেলিয়ে দিল এবং বখাটে ছেলেদেরকে দিয়ে হৈ চৈ এবং পাথর নিক্ষেপ করাতে লাগল।

প্রশ্ন–৩৯৯. তিনি যখন একটি আঙ্গুর বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তখন তার অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : তখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হতে লাগল। রক্তে তার জুতা ভিজে গেল।

প্রশ্ন–৪০০. তিনি কী প্রার্থনা করলেন?

উত্তর : তিনি দোয়া করলেন. "হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমার কাছেই ফরিয়াদ জানাই। তুমিই অসহায়দের মালিক। হে দয়াময়! তুমিই আমার রব। তুমি আমাকে কার হাতে সঁপে দিচ্ছ? আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ শত্রুর নিকট যারা অত্যন্ত শক্তিশালী? তবে তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না থাক, তাহলে আমি কোনো কিছুকে পরওয়া করি না। আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তাই যথেষ্ট। আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সে জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করি, যার কল্যাণে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার সন্তুষ্টি কামনাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তুমি ছাড়া আমার আর কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই।"

প্রশ্ন-৪০১. আঙ্গুর বাগানটির মালিক কে ছিলেন?

উত্তর : আঙ্গুর বাগানটির মালিক ছিলেন রাবি'আহ এর পুত্র উতবা ও শায়বাহ।

প্রশ্ন-৪০২. তারা রাসূল ﷺ এর নিকট কী পাঠালেন?

উত্তর : তারা তাদের চাকর আদ্দাসকে দিয়ে কিছু আঙ্গুর পাঠালেন।

প্রশ্ন-৪০৩. রাসূল ﷺ আঙ্গুরের দিকে হাত বাড়িয়ে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন بِسْمِ اللّٰهِ। (আল্লাহর নামে শুরু করছি)

প্রশ্ন-৪০৪. আদ্দাস কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. "এখানকার লোকেরা তো সাধারণত এ ধরনের কথা বলে না।

প্রশ্ন-৪০৫. এরপর রাসূল ﷺ তার কাছে কী জানতে চাইলেন?

উত্তর : তিনি জানতে চাইলেন, তার ধর্ম ও দেশ সম্পর্কে।

প্রশ্ন-৪০৬. আদ্দাস কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, আমি একজন খ্রিস্টান এবং নিনেভার অধিবাসী।

প্রশ্ন-৪০৭. রাসূল ﷺ তাকে কী বললেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তাকে বললেন. "তুমি তো দেখছি আল্লাহর বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার শহরের অধিবাসী।" রাসূল ﷺ তাকে আরো বলেন. "ইউনুস বিন মাত্তা হলেন আমার ভাই। তিনি ছিলেন একজন নবী এবং আমিও একজন নবী।"

প্রশ্ন-৪০৮. রাসূল ﷺ তায়েফে কতদিন ছিলেন?

উত্তর : তিনি সেখানে প্রায় দশদিন অবস্থান করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪০৯. রাসূল ﷺ যখন 'কারনুল মানাযিল' নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন কী ঘটেছিল?

উত্তর : আল্লাহ জিবরাঈলকে পাহাড়ের ফেরেশতাসহ রাসূলের কাছে পাঠালেন।

প্রশ্ন-৪১০. জিবরাঈল এসে রাসূলকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমাকে আদেশ করুন আর আমি ঐ পাহাড় দুটোকে এক সাথে যুক্ত করে দিব এবং এতে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন-৪১১. আল্লাহর রাসূল কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, না, আমি বরং আশা করি আল্লাহ তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে প্রকাশ করবেন, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।

প্রশ্ন-৪১২. এরপর তিনি কোথায় যান?

উত্তর : এরপর তিনি 'ওয়াদি নাখলায়' অবস্থান নেন।

প্রশ্ন-৪১৩. সেখানে কী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : নাখলায় অবস্থানকালে আল্লাহ্ তা'আলা একদল জ্বীন পাঠালেন যারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করেছিল।

প্রশ্ন-৪১৪. কুরআনের বাণী শুনে জ্বীনেরা কী বলাবলি করতে লাগল?

উত্তর : কুরআনের ভাষায়-

فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ـ يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ـ

অর্থ- আর তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা চমৎকার কুরআনের বাণী শুনেছি যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আর কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না। (সূরা-৭২ জ্বীন : আয়াত-১-২)

প্রশ্ন-৪১৫. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি খায'আ গোত্রের আখনাস বিন সোরাইকার কাছে নিরাপত্তার আবেদন নিয়ে একজন লোক পাঠালেন কিন্তু সোরাইকা তা প্রত্যাখ্যান করে। রাসূল ﷺ দ্রুত আমর বিন সুহাইলের নিকট লোক পাঠান তাতেও কোন কাজ হলো না।

প্রশ্ন-৪১৬. অবশেষে রাসূল ﷺ কে আশ্রয় দিতে কে রাজি হন?

উত্তর : মুত'ইম বিন আদি।

প্রশ্ন-৪১৭. রাসূল ﷺ কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন?

উত্তর : মুত'ইম বিন আদির বিশাল সৈন্যবাহিনী কড়া নিরাপত্তায় তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন।

প্রশ্ন-৪১৮. এ ঘটনায় আবু জাহেল কেমন দুশ্চিন্তায় পড়লেন?

উত্তর : আবু জাহেল ভাবলেন মুত'ইম বিন আদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। কিন্তু যখন সে জানল যে মুত'ইম রাসূলকে আশ্রয় দিয়েছে ঠিক কিন্তু কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না, তখন সে দুশ্চিন্তামুক্ত হল।

প্রশ্ন-৪১৯. মক্কায় প্রবেশের পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : মক্কায় গিয়ে তিনি তার কাজকর্ম পুনরায় শুরু করে দিলেন এবং উভয় গোত্রের মধ্যে ও অন্যান্য লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন, যা তিনি নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে করে আসছিলেন।

২৯. ইসরা ও মিরাজ

প্রশ্ন–৪২০. 'ইসরা' মানে কী?

উত্তর : ইসরা অর্থ হল– রাত্রিকালীন ভ্রমণ। রাসূল ﷺ এর মক্কা থেকে জেরুসালেমে রাত্রিকালীন সফরকে ইসরা বলে।

প্রশ্ন–৪২১. 'মিরাজ' মানে কী?

উত্তর : মিরাজ মানে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ। জেরুসালেমের মাসজিদে আকসা থেকে জান্নাত পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর ভ্রমণকেই মিরাজ বলা হয়।

প্রশ্ন–৪২২. কখন এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল?

উত্তর : এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবুওয়াতের দশম বছরের রজব মাসের ২৭ তারিখে।

প্রশ্ন–৪২৩. মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ কোথায় ছিলেন?

উত্তর : ঐ রাতে তিনি তার চাচাতো বোন আবু তালিবের মেয়ে হিন্দার ঘরে ছিলেন। হিন্দা উম্মে হানি নামে সুপরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন–৪২৪. মিরাজের শুরুতে রাসূল ﷺ এর কী ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : হঠাৎ জিবরাঈল এসে তার বুক চিড়ে রূহ বের করে আনলেন এবং তা যমযম কূপের পানি দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করলেন। এরপর এটিকে পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিলেন।

প্রশ্ন–৪২৫. রাসূল ﷺ কীভাবে মক্কা থেকে জেরুসালেম ভ্রমণ করলেন?

উত্তর : তিনি বিদ্যুতের ন্যায় 'বোরাক' নামক স্বর্গীয় ঘোড়ায় আরোহণ করে মক্কা থেকে জেরুসালেমে ভ্রমণ করেন।

প্রশ্ন–৪২৬. এ ভ্রমণে রাসূল ﷺ এর সঙ্গী হয়েছিলেন কে?

উত্তর : প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল عليه السلام।

প্রশ্ন–৪২৭. জেরুসালেমের মাসজিদুল আকসায় গিয়ে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন, নেমে ঘোড়াটিকে মসজিদের গেইটের একটি বৃত্তের মধ্যে বাঁধলেন এবং সালাতে নবীদের ইমামতি করলেন।

প্রশ্ন–৪২৮. এরপর রাসূল ﷺ কোথায় গেলেন?

উত্তর : তিনি জিবরাঈলের সঙ্গে জান্নাতে আরোহণ করলেন।

প্রশ্ন-৪২৯. রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে জান্নাতে অন্যান্য নবীদের কি দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি প্রথম জান্নাতে দেখা করেন, মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সঙ্গে; দ্বিতীয় জান্নাতে দেখা করেন ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের সঙ্গে; তৃতীয় জান্নাতে দেখা করেন, ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে; চতুর্থ জান্নাতে দেখা করেন, ইদ্রিস (আঃ)এর সঙ্গে; পঞ্চম জান্নাতে দেখা করেন; হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে, ষষ্ঠ জান্নাতে দেখা করেন; মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে এবং সপ্তম জান্নাতে দেখা করেন ইবরাহীম(আঃ)-এর সঙ্গে।

প্রশ্ন-৪৩০. 'বাইতুল মামুর' কী এবং এটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : 'বাইতুল মামুর' হল পবিত্র কাবা ঘরের মতই একটি ঘর যা 'সিদরাতুল মুনতাহায়' অবস্থিত। মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ কে তা দেখানো হয়েছে যার দেখাশুনার জন্য প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন এবং শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত তারা এ কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

প্রশ্ন-৪৩১. মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ এর ওপর প্রথম কত ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়?

উত্তর : প্রথমে প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

প্রশ্ন-৪৩২. রাসূল ﷺ যখন মূসাকে ৫০ ওয়াক্ত সালাতের কথা বললেন, তখন মূসা (আঃ) কী বললেন?

উত্তর : মূসা (আঃ) মুহাম্মদ ﷺ কে বললেন, আপনার উম্মতরা এত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং সালাতের ওয়াক্ত কমানোর জন্য আবেদন করুন।

প্রশ্ন-৪৩৩. মুহাম্মদ ﷺ কী করলেন?

উত্তর : নবী মুহাম্মদ (ﷺ) জিবরাঈলকে সঙ্গে করে আল্লাহর কাছে গেলেন আল্লাহ দয়া করে ৫ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ এ খবর নিয়ে মূসার কাছে আসলে মূসা বললেন, আপনার উম্মতেরা তাও পারবে না সুতরাং আপনি আবারো যান এবং সালাতের ওয়াক্ত আরো কমিয়ে দিতে বলুন। মুহাম্মদ ﷺ কয়েকবার সালাতের ওয়াক্ত কমানোর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি মূসা (আঃ)এর পরামর্শে বারবার আল্লাহর কাছে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত যখন পাঁচ ওয়াক্তে আসল, তখনও মূসা বললেন, আপনার উম্মতরা তাও পারবে

না, আপনি আবারো আল্লাহর কাছে যান এবং সালাতের ওয়াক্ত আরো কমিয়ে দিতে বলুন। কিন্তু এবার রাসূল ﷺ বললেন, "আমি এখন লজ্জা পাচ্ছি যে, কীভাবে আবারো গিয়ে আল্লাহর কাছে সালাতের ওয়াক্ত কমানোর কথা বলব। যা হয়েছে আমি তা গ্রহণ করলাম এবং তাঁর ইচ্ছার ওপর বাকিটা ছেড়ে দিলাম।"

প্রশ্ন-৪৩৪. রাসূল ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছেন?

উত্তর : না, তার পূর্ববর্তী নবীদের মতো তিনিও আল্লাহকে দেখেননি।

প্রশ্ন-৪৩৫. মি'রাজ রজনীতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী কী ছিল?

উত্তর :

১. জিবরাঈল عليه السلام রাসূল ﷺ এর বক্ষ বিদীর্ণ করে তার রূহ বের করে আনলেন এবং তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং এরপর যথাস্থানে এটিকে স্থাপন করলেন।

২. রাসূল ﷺ এর কাছে দুটি সোনার পান পাত্র আনা হলো. একটির মধ্যে ছিল দুধ ভর্তি আর অন্যটির মধ্যে ছিল মদ ভর্তি। রাসূল ﷺ কে বলা হল দুটির মধ্যে যে কোন একটি পছন্দ করতে। তিনি দুধ ভর্তি পান পাত্রটি বাছাই করলেন এবং তা পান করলেন। তা দেখে জিবরাঈল বললেন, "আপনি আপনার উম্মতদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আপনি যদি মদ বাছাই করতেন তাহলে আপনার উম্মতরা ভুল পথে পরিচালিত হতো।" তার মানে রাসূল ﷺ ভালো জিনিস পছন্দ করলেন এবং মন্দ জিনিস পরিত্যাগ করলেন।

৩. রাসূল ﷺ দুটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নদী দেখতে পেলেন। মনে হয় যেন দুটি প্রকাশ্য নদী নাইল ও ইউফরেটস মুসলমানেরা সবসময় কিসে ইসলামের অনুগত থাকবে তার সীমানা নির্দেশ করছে।

৪. রাসূল ﷺ জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বিমর্ষ ও ভ্রূকুটি চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি এও দেখলেন যে, জাহান্নামীদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

৫. মুহাম্মদ ﷺ কে যারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতেন তাদের কাছে মিরাজ একটি উত্তেজনার সৃষ্টি করল। রাসূল ﷺ ঐ রাতের সবকিছু খোলাখুলি বর্ণনা করলেন যা পরে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

৩০. মিরাজের কথা

প্রশ্ন–৪৩৬. রাসূল ﷺ কি তার রাত্রিকালীন ভ্রমণের কথা মক্কার লোকদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, পরের দিন সকাল বেলায় তিনি সকলকে ঘটনাটি বললেন।

প্রশ্ন–৪৩৭. রাসূল ﷺ এর মিরাজের ঘটনায় লোকদের মধ্যে প্রথম কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর : তারা হাসাহাসি ও ঠাট্টা করতে লাগল এবং বলতে লাগল এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

প্রশ্ন–৪৩৮. তারা রাসূল ﷺ এর কাছে কী জানতে চাইল?

উত্তর : তারা জেরুসালেমে অবস্থিত 'মাসজিদুল আকসা' সম্পর্কে জানতে চাইল, কারণ তারা জানত যে, রাসূল ﷺ কখনো জেরুসালেম যাননি। কিন্তু তিনি তাদেরকে জেরুসালেম ও মাসজিদুল আকসা সম্পর্কে সঠিক তথ্য বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে অবাক করে দিলেন।

প্রশ্ন–৪৩৯. মিরাজ সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব কী ছিল?

উত্তর : প্রকৃত মুসলমানদের মতে রাসূল ﷺ এর মিরাজ অসম্ভবের কিছুই ছিল না। তারা বিশ্বাস করত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তাঁর রাসূলকে জান্নাতে নিয়ে অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখানো মোটেই কঠিন কিছু ছিল না।

প্রশ্ন–৪৪০. কাফিররা যখন এ ঘটনাটি আবু বকর (রা) কে বললেন তখন তিনি উত্তরে কী বললেন?

উত্তর : তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, "নিশ্চয় আমি তা বিশ্বাস করি" আর এ কারণে রাসূল ﷺ তাকে 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন–৪৪১. কেন শুধুমাত্র নবীরাই আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখার যোগ্য?

উত্তর : নবীরাই আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখার যোগ্য। কারণ, তারা দ্বীনের জন্য যে কষ্টের বোঝা বহন করেন সাধারণ মানুষের জন্য তা অত্যন্ত অসহনীয় ভারী এবং তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য পার্থিব সকল প্রকারের অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য সহকারে সহ্য করেন। তাই তারাই আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখার যোগ্য।

৩১. ইয়াসরিবের ছয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ

প্রশ্ন-৪৪২. হজ্বের মৌসুমে রাসূল ﷺ কখন হজ্জযাত্রীদের সাথে দেখা করতেন এবং ঐ সময় কেন দেখা করতেন?

উত্তর : হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত রাত্রিবেলায় হজ্জযাত্রীদের সাথে দেখা করতেন, কারণ শত্রুরা যেন তার দাওয়াতী কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে সে জন্যই রাতে তিনি হজ্জযাত্রীদের কাছে যেতেন।

প্রশ্ন-৪৪৩. একবার তিনি কাদের সঙ্গে করে আকাবায় যান?

উত্তর : আবু বকর ও আলী (রা)-কে নিয়ে তিনি মিনায় অবস্থিত আকাবায় যান।

প্রশ্ন-৪৪৪. সেখানে তিনি কাদের সাক্ষাত পান?

উত্তর : তিনি সেখানে ছয় ব্যক্তির সাক্ষাত পান। ঐ ছয় ব্যক্তির সবাই ছিলেন ইয়াসরিব নগরীর খাযরাজ গোত্রের অধিবাসী। রাসূল ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন।

প্রশ্ন-৪৪৫. রাসূলের ﷺ কথা শুনে তারা কী ভাবল?

উত্তর : তারা প্রায়ই শুনতো যে ইয়াহুদিরা বলাবলি করত যে, শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা সকলেই সে নবীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তার অনুসরণ করবে। তাহলে এ হচ্ছে সে নবী?

প্রশ্ন-৪৪৬. ঐ ছয় ব্যক্তির নাম কী ছিল?

উত্তর : তারা হলেন. ১. উকবা বিন আমির, ২. জাবির বিন আব্দুল্লাহ, ৩. আসাদ বিন যারারাহ, ৪. আওফ বিন হারিস, ৫. রাফি বিন মালিক এবং ৬. কুতবা বিন আমির (রা)।

প্রশ্ন-৪৪৭. তারা কি রাসূল ﷺ এর কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা রাসূল ﷺ এর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনল এবং স্বাচ্ছন্দে ইসলাম গ্রহণ করল।

প্রশ্ন-৪৪৮. ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা কী করল?

উত্তর : তারা মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগলেন।

প্রশ্ন-৪৪৯. এ ঘটনায় কীসের ইঙ্গিত পাওয়া গেল?

উত্তর : ইসলামের প্রসারতা এবং কোরাইশদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতনের মাত্রা বন্ধ হওয়ার ইঙ্গিত এ ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেল।

৩২. প্রথম আকাবার শপথ

প্রশ্ন–৪৫০. কোরাইশদের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ কীভাবে ইসলাম প্রচার চালিয়ে যেতেন?

উত্তর : যে সব লোকেরা মক্কায় হজ্ব করতে আসত তিনি সেসব লোকদের কাছে যেতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন।

প্রশ্ন–৪৫১. ইয়াসরিবের ঐ ছয়জন ব্যক্তির সাথে তিনি কখনও দেখা করতে এসেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, ৬২০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াতের একাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে রাসূল ﷺ ঐ ছয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

প্রশ্ন–৪৫২. প্রথম আকাবার শপথ কী ছিল?

উত্তর : খাযরাজ গোত্রের ঐ ছয় ব্যক্তি ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে সেখানকার মানুষদেরকে তারা যা দেখেছে এবং যা শুনেছে তা বিস্তারিতভাবে বলল। যার ফলে পরের বছর হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। ঐ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তখন আনুগত্যের শপথ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম আকাবার শপথ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন–৪৫৩. কখন প্রথম আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬২১ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের হজ্জের মৌসুমে প্রথম আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন–৪৫৪. ঐ শপথ অনুষ্ঠানে কতজন লোক উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : তারা ছিলেন সর্বমোট বার জন, তাদের মধ্যে এমন পাঁচজন ছিলেন যারা আগের বছরেও এসেছিলেন।

প্রশ্ন–৪৫৫. ষষ্ঠ ব্যক্তিটির নাম কী যিনি পরের বছর আসেননি?

উত্তর : তিনি ছিলেন জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা)।

প্রশ্ন–৪৫৬. তারা কোন গোত্রের অধিবাসী ছিলেন?

উত্তর : তাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং ২ জন ছিলেন আওস গোত্রের অধিবাসী। ইয়াসরিবে উভয় গোত্রই ছিল বিখ্যাত।

প্রশ্ন–৪৫৭. তাদের সকলের নাম কী ছিল?

উত্তর : তারা হলেন. ১. আসাদ বিন যুরারাহ, ২. আওফ বিন হারিস, ৩. রাফি বিন মালিক, ৪. কুতবা বিন আমির, ৫. উকবা বিন আমির, ৬. মুয়ায বিন

হারিস, ৭. যাকওয়ান বিন আবদ কাইস, ৮. উবাদা বিন সামিত, ৯. ইয়াযীদ বিন সালবাহ, ১০. আব্বাস বিন উবাদা (এ ১০ জন হলেন খাযরাজ গোত্রের অধিবাসী), ১১. আবুল হাইশাম বিন তাইহাম এবং ১২. উওয়াইম বিন সাইদাহ (রা) (এ ২ জন হলেন আওস গোত্রের অধিবাসী।)

প্রশ্ন–৪৫৮. রাসূল ﷺ এর সঙ্গে তারা কোথায় দেখা করেন?

উত্তর : তারা গোপনে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে আকাবায় দেখা করেন।

প্রশ্ন–৪৫৯. রাসূল ﷺ এর হাতে তারা কী শপথ করল?

উত্তর : তারা রাসূলের হাত ধরে শপথ করল যে, ১. আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। ২. চুরি করবে না, ৩. ব্যভিচার করবে না, ৪. তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, ৫. মিথ্যা বলবে না এবং ৬. যে কোন ব্যাপারে রাসূলের অবাধ্য হবে না।

প্রশ্ন–৪৬০. রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে তাদের সঙ্গে কাকে পাঠালেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে তাদের সঙ্গে 'মুস'আব বিন উমাইরকে শিক্ষক হিসেবে পাঠালেন।

৩৩. দ্বিতীয় আকাবার শপথ

প্রশ্ন–৪৬১. আকাবার দ্বিতীয় শপথ কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের হজ্জের মৌসুমে আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন–৪৬২. আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে কত জন লোক এসেছিল?

উত্তর : ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা এসে আকাবায় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

প্রশ্ন–৪৬৩. আকাবায় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে তখন কে ছিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)।

প্রশ্ন–৪৬৪. ইয়াসরিবের লোকদের উদ্দেশ্য করে আব্বাস কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা ভালোভাবেই জান যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মাঝে কোন অবস্থায় আছে। আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমাদের লোকদের থেকে তাকে আশ্রয় দিয়েছি। সে তোমাদেরকে ছাড়া অন্য কোথাও যেতে রাজি নয়। সুতরাং তোমরা যদি মনে করো যে, তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং তাকে

শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে, তাহলে তোমরা তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পার। কেননা তোমরা যেহেতু তাকে তোমাদের শহরে আমন্ত্রণ করেছ। কিন্তু তাকে নেয়ার পর যদি তোমরা তার নিরাপত্তায় অপারগতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাসঘাতকতা কর, তাহলে তাকে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সে তার মাতৃভূমিতেই সু-রক্ষিত ও সম্মানিত।"

প্রশ্ন–৪৬৫. কা'ব বিন মালিক (রা) উত্তরে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমরা আপনার কথাগুলো শুনলাম, এখন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এবার আপনি বলুন এবং আমাদের কাছে থেকে যে কোন ধরনের শপথ নিতে পারেন, যা আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন।

প্রশ্ন–৪৬৬. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে আগলে রাখ ও রক্ষা কর আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে।"

প্রশ্ন–৪৬৭. বারা বিন মারুর (রা) কী বললেন?

উত্তর : তিনি রাসূল ﷺ এর হাত ধরে বললেন, "অবশ্যই, যিনি আপনাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন সে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি–আমরা যেভাবে আমাদের স্ত্রীদের হেফাজত করে থাকি ঠিক সেভাবে আপনারও হেফাজত করব। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহর কসম, আমরাই প্রকৃত যোদ্ধা এবং যুদ্ধের জন্য আমরাই যোগ্য, এটি আমাদের একটি বিশেষত্ব যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছি।"

প্রশ্ন–৪৬৮. আবুল হাইশাম বিন তাইহান (রা) কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের কিছু চুক্তি আছে যা এখন আমাদেরকে বাতিল করতে হবে। আল্লাহ যদি আপনাকে ক্ষমতা ও বিজয় দান করেন, তাহলে আপনি কিন্তু আমাদের ছেড়ে আপনাদের স্ব-জাতির কাছে ফিরে যাবেন না।"

প্রশ্ন–৪৬৯. রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন. "এমনটি কখনো হবে না; তোমাদের রক্ত হবে আমার রক্ত, জীবনে-মরণে আমি তোমাদের সাথে থাকব, তোমরা আমার সাথে থাকবে। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে সন্ধি করব।"

প্রশ্ন-৪৭০. মক্কার মুসলমানদের জন্য 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ' কোন কল্যাণ বয়ে এনেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর রাসূল ﷺ মক্কার মুসলমানদেরকে মক্কা ছেড়ে দ্রুত ইয়াসরিবে গিয়ে তাদের দ্বীনি ভাইদের সঙ্গে যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন-৪৭১. শপথের পর রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে ইসলাম প্রচারের জন্য যে বার জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন তাদের নাম কী ছিল?

উত্তর : তারা ছিলেন. ১. আসাদ বিন যুরারাহ, ২. আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, ৩. সা'দ বিন রাবি, ৪. রাফি বিন মালিক, ৫. বারা বিন মারুর, ৬. আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, ৭. উবাদা বিন সামিত, ৮. সা'দ বিন উবাদা, ৯. মুনযির বিন আমর, ১০. উসাইদ বিন হুযাইর, ১১. সা'দ বিন খায়সামাহ, ১২. রাফাহ্ বিন আব্দুল মুনযির (রা)।

প্রশ্ন-৪৭২. মহিলাদের কাছ থেকে কীভাবে বাই'আত নেয়া হয়েছিল?

উত্তর : মহিলাদের কাছ থেকে মৌখিকভাবেই শপথ নেয়া হয়েছিল। রাসূল ﷺ অপরিচিত মহিলাদের সঙ্গে কখনো হাত মিলাননি।

প্রশ্ন-৪৭৩. এ ঘটনা শুনে কোরাইশরা কী অনুভব করল?

উত্তর : তারা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করল যে, এ ধরনের চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে তাদের জীবন ও সম্পদের ওপর বিভিন্ন শাখা বিস্তার করবে।

প্রশ্ন-৪৭৪. আসন্ন বিপদ রোধ করার জন্য কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা শপথের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে ইয়াসরিবের হজ্জযাত্রীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন :

"হে খাযরাজের লোকেরা! আমরা জেনে গেছি যে, তোমরা এখানে এসেছ মুহাম্মদের সাথে একটি চুক্তি করতে এবং তাকে মক্কা থেকে নিয়ে যেতে। আল্লাহর কসম, আমরা চাই না যে, তোমাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হোক।"

প্রশ্ন-৪৭৫. ইয়াসরিব থেকে আগত পৌত্তলিক হজ্জযাত্রীগণ কী বলল?

উত্তর : পৌত্তলিকগণ কোরাইশদের সকল অভিযোগ অস্বীকার করল এবং তাদেরকে নিশ্চিত করল যে তাদের আপত্তিগুলো যথার্থ সত্য নয়। তার কারণ

মুসলমানগণ রাসূল ﷺ এর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করতেন যা তাদের পৌত্তলিকরা জানত না এবং বাই'আত সম্পর্কেও তাদের কোন কিছু জানা ছিল না।

প্রশ্ন-৪৭৬. কোরাইশরা যখন নিশ্চিত হল যে, শপথ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছিল তখন তারা কী করল?

উত্তর : তারা হজ্জযাত্রীদের পিছনে ছুটল যারা ইতিমধ্যেই মক্কা ছেড়ে চলে গেছে। যে কোনভাবে তারা সা'দ বিন উবাদাহকে ধরে ফেলল এবং তাকে অনেক অত্যাচার করল। পরবর্তীতে মুত'ইম বিন আদি এবং হারিস বিন হারব এর সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্কের খাতিরে তাকে উদ্ধার করা হয়।

প্রশ্ন-৪৭৭. আকাবার দ্বিতীয় শপথ যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শপথ নামেও পরিচিত সেটির কী প্রভাব ছিল?

উত্তর : মক্কার ও ইয়াসরিবের মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসার চেতনা, সাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা এ শপথের মাধ্যমে জেগে উঠল।

প্রশ্ন-৪৭৮. সর্বপ্রথম কে ইয়াসরিবে হিজরত করেন?

উত্তর : তিনি হলেন আবু সালামাহ (রা)।

প্রশ্ন-৪৭৯. হিজরতের জন্য আবু বকর (রা)ও অনুমতি চেয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তবে তাকে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

৩৪. রাসূল ﷺ এর মদিনায় হিজরত

প্রশ্ন-৪৮০. কোরাইশরা আকাবার শপথের অদূর-ভবিষ্যতের প্রভাব সম্পর্কে কী ভাবল?

উত্তর : তারা সন্দিগ্ধ ছিল যে, রাসূল ﷺ যে কোন সময়ে মক্কা ত্যাগ করতে তৈরি আছেন। তারা শংকিত ছিল যে, মদিনার মুসলমানগণ রাসূলের নেতৃত্বাধীন তাদের একটি বিশাল ঘাঁটি তৈরি করে মক্কায় হামলা চালাবে এবং মক্কা আক্রমণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-৪৮১. এরপর তারা কী করল?

উত্তর : তারা আসন্ন বিপদ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে 'দারুন নাদওয়া' (সভাকক্ষে) একটি বৈঠক করেন-

প্রশ্ন-৪৮২. ঐ সভায় কতজন কোরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : ঐ বৈঠকে ১৪ জন কোরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন. ১. শাইবা বিন রাবিয়া, ২. উতবা বিন রাবিয়া, ৩. আবু সুফিয়ান, ৩. বিন হারব, ৪.

সুআইমাহ বিন আদি, ৫. জুবাইর বিন মুত'ইম, ৬. হারিস বিন আমির, ৭. নযর বিন হারিস বিন কুলাব, ৮. আবুল বুখতারি বিন জিহশাম, ৯. যামাহ বিন আসওয়াদ, ১০. হাকীম বিন হিযাম, ১১. আবু জাহেল বিন হিশাম, ১২. নাবিহ বিন হাজ্জাজ, ১৩. মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ, ১৪. উমাইয়া বিন খালফ।

প্রশ্ন–৪৮৩. তারা কী পরিকল্পনা করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-কে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনানুযায়ী যুগপৎভাবে রাসূল ﷺ কে হত্যা করার জন্য প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিয়ে একটি দল গঠন করল, যাতে হত্যা করার অপরাধ সকলের ঘাড়ে চাপে।

প্রশ্ন–৪৮৪. রাসূল ﷺ কীভাবে চক্রান্তটি সম্পর্কে জানলেন?

উত্তর : কোরাইশরা তাদের চক্রান্তটি খুব গোপন রেখেছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন এবং মদিনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। আল্লাহ বলেন–

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ

অর্থ– যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।

(সূরা–৯ তাওবা, আয়াত নং-৪০)

প্রশ্ন–৪৮৫. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার প্রিয় সাহাবী আবু বকরকে প্রস্তাবিত মদিনায় হিজরত সম্পর্কে জানালেন এবং বললেন যে, আপনি হবেন আমার সফর সঙ্গী।

প্রশ্ন–৪৮৬. হিজরতের জন্য আবু বকর (রা) কী প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন?

উত্তর : তিনি দুটি উটনীর বন্দোবস্ত করলেন, আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত নামে একজন পথ প্রদর্শক ও আমির বিন ফুহাইরা নামে একজন দাসেরও ব্যবস্থা করলেন।

প্রশ্ন–৪৮৭. মক্কার নেতারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী করল?

উত্তর : তারা ১১ জন লোক বাছাই করল এবং রাতের অন্ধকারে রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করার পরামর্শ দিল। সে এগারো জন ব্যক্তি ছিল– ১. আবু জাহেল বিন হিশাম, ২. হাকাম বিন আস, ৩. উকবা বিন আবি মুয়িত, ৪. নযর বিন হারিস, ৫. উমাইয়া বিন খালফ, ৫. যামা বিন আসওয়াদ, ৭. সুআইমা বিন আদি, ৮. আবু লাহাব বিন আব্দুল মুত্তালিব, ৯. উবাই বিন খালাফ, ১০. নাবিহ্ বিন হাজ্জাজ, ১১. মুনাব্বিহ্ বিন হাজ্জাজ।

প্রশ্ন–৪৮৮. এরপর গুপ্তঘাতকেরা কী করল?

উত্তর : যখন অন্ধকার নেমে আসল তখন ঘাতকেরা রাসূল ﷺ এর দরজায় এসে ভীড় করতে লাগল, ভোর বেলায় যখনই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন তখনই তাকে হত্যা করে ফেলবে এ উদ্দেশ্যে তারা অপেক্ষা করতে থাকল।

প্রশ্ন–৪৮৯. রাসূল ﷺ এর বাড়ি অবরোধকারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আবু জাহেল কী বলল?

উত্তর : সে তাদেরকে ধমকের স্বরে বলল, "মুহাম্মদ দাবি করবে যে, যদি তোমরা তার অনুসরণ কর তাহলে সে তোমাদেরকে আরব অথবা অনারবের শাসক নিযুক্ত করবে এবং পরকালে তোমাদের পুরস্কার হবে জান্নাত; নতুবা সে তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে এবং মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

প্রশ্ন–৪৯০. রাসূল ﷺ আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে কী করতে পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন রাসূলের বিছানায় সবুজ চাদর মুড়িয়ে শুয়ে থাকেন। রাসূল ﷺ তাকে নিশ্চিত করে বললেন কোন ধরনের বিপদ তোমার আসবে না।

প্রশ্ন–৪৯১. তিনি আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে কেন তার পরিবর্তে রেখে গেলেন?

উত্তর : কারণ, রাসূল ﷺ এর তত্ত্বাবধানে থাকা গচ্ছিত কিছু অর্থ-সম্পদ তাদের সঠিক মালিকদের কাছে হস্তান্তর করার দায়িত্বভার তিনি আলী (রা)-কে দিয়ে যান। আর এ ঘটনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আমাদের রাসূল ﷺ কতটা সৎ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন যদিও তারাই তাকে মক্কা থেকে বের করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন–৪৯২. রাসূল ﷺ যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন তিনি কি করলেন?

উত্তর : যেহেতু ঘাতকেরা বাহিরে অপেক্ষা করছিল, রাসূল ﷺ বের হয়ে এক মুঠো বালি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ـ

অর্থ– আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।

(সূরা-৩৬ ইয়াসীন. আয়াত-৯)

প্রশ্ন–৪৯৩. এরপর যারা রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল তাদের কী হল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ কে দেখতে পায়নি কারণ আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টি সরিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন–৪৯৪. ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ কোথায় চলে গেলেন?

উত্তর : তিনি সোজা আবু বকর (রা)-এর বাড়িতে চলে গেলেন যিনি পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গী হন। তারা দুজনই দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সাওর পর্বতে গিয়ে উঠেন এবং একটি গুহায় আশ্রয় নেন। যাকে 'সাওর গুহা' বলা হয়।

প্রশ্ন–৪৯৫. কখন এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ১২/১৩ সেপ্টেম্বরে নবুওয়াতের চতুর্দশ বছরের ২৭ সফর মাসে হিজরত' নামে পরিচিত এ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন–৪৯৬. কেন রাসূল ﷺ আবু বকর (রা)-কে নিয়ে 'সাওর গুহায়' আশ্রয় নিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ কোরাইশদের সঙ্গে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন, তাহলো তিনি জানতেন কোরাইশরা তাকে খোঁজার জন্য বের হবেন সে জন্য তিনি মক্কার উত্তরে অবস্থিত মদিনার পথে না গিয়ে বরং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সাওর গুহায় আশ্রয় নেন। যেন কাফিররা ভাবেন যে তিনি ইয়েমেনের পরিচিত রাস্তা অনুসরণ করেছেন।

প্রশ্ন-৪৯৭. আলী (রা)-এর সাথে কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা তাকে মক্কার চত্বরে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মারতে লাগল এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবী ও আবু বকরের সন্ধান দেয়ার জন্য তাকে প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ আটকে রাখে। কিন্তু কোন লাভ হলো না।

প্রশ্ন-৪৯৮. এরপর তারা কোথায় গেল?

উত্তর : তারা আবু বকরের বাড়ি গেল এবং আবু বকরের মেয়ে আসমাকে জিজ্ঞেস করল, রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) কোথায়?

প্রশ্ন-৪৯৯. আসমা বিনতে আবু বকরের সঙ্গে আবু জাহেল কেমন আচরণ করল?

উত্তর : আবু জাহেল তাকে এমনভাবে চড় মারল যে, তার কানের দুল নিচে পড়ে গেল।

প্রশ্ন-৫০০. এরপর কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা জরুরি একটি বৈঠক ডাকল। তারা নিকটস্থ সকল জায়গায় গেল এবং মক্কার বাহিরের সকল পরিচিত রাস্তা বন্ধ করে দিল।

প্রশ্ন-৫০১. রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা)-কে ফিরিয়ে আনার জন্য কোরাইশরা কী পুরস্কার ঘোষণা করল?

উত্তর : তারা পুরস্কার হিসেবে ১০০টি উট ঘোষণা করে।

প্রশ্ন-৫০২. কে সর্বপ্রথম গুহায় প্রবেশ করল এবং কেন?

উত্তর : গুহায় ক্ষতিকারক কোন কিছু আছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রথমে আবু বকরই গুহায় প্রবেশ করেন। তিনি গুহাটি পরিষ্কার করলেন এবং কাপড় ছিড়ে ছিড়ে সকল গর্ত বন্ধ করে দেন এরপর তিনি রাসূলকে প্রবেশ করতে বললেন।

প্রশ্ন-৫০৩. গুহার ভিতর আবু বকর (রা)-এর কী হল?

উত্তর : রাসূল ﷺ আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটি বিষাক্ত পোকা আবু বকরের পায়ে কামড় দিল। এ আঘাত তাকে এতটাই কষ্ট দিচ্ছিল যে, তার চোখের পানি এসে রাসূল ﷺ এর মুখমণ্ডলে পড়ল।

প্রশ্ন-৫০৪. রাসূল ﷺ তা দেখে কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার মুখের থুথু আবু বকরের পায়ে লাগিয়ে দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তিনি যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন–৫০৫. কতদিন যাবৎ তারা গুহায় অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর : শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার পর্যন্ত মোট তিনদিন তারা সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

প্রশ্ন–৫০৬. কে তাদেরকে মক্কার নতুন খবরাখবর জানাতেন?

উত্তর : আবু বকর (রা)-এর ছেলে আবদুল্লাহ সন্ধ্যার পর তাদেরকে দেখতে যেতেন। তিনি সেখানে রাত্রিযাপন করতেন এবং তাদেরকে মক্কার নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতেন।

প্রশ্ন–৫০৭. কে তাদের জন্য দুধ নিয়ে আসতেন?

উত্তর : আমির বিন ফাহাইরা ভেড়া চরাতেন এবং গুহার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুধ সরবরাহ করে যেতেন।

প্রশ্ন–৫০৮. কোরাইশরা কি তাদের উদ্ধার অভিযানের সময় গুহার নিকটে এসেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, একবার তারা গুহার নিকট এসে পড়ল। তখন রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

প্রশ্ন–৫০৯. 'সাওর গুহায়' প্রবেশ হতে কাফিরদের কিসে বাঁধা দিল?

উত্তর : আল্লাহ্ তাদের কাছে গুহার প্রবেশ পথ অস্পষ্ট রাখলেন. মাকড়সা গুহার মুখে বাসা বাঁধল এবং কবুতর সেখানে ডিম পাড়ল। তাই তারা ভিতরে প্রবেশের চিন্তা করেনি।

প্রশ্ন–৫১০. গুহার কাছে দাঁড়িয়ে আবু জাহেল কী বলল?

উত্তর : সে বলল, "আমার মনে হয় সে আমাদের খুব কাছেই আছে। সে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে এবং আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে।"

প্রশ্ন–৫১১. আবু বকর যখন দেখলেন শত্রু খুব কাছেই চলে এসেছে তখন তিনি কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "তারা যদি আমাদেরকে পাথরের ছিদ্র দিয়ে দেখে ফেলে এবং আমাদের যদি ধরে ফেলে!"

প্রশ্ন–৫১২. রাসূল ﷺ আবু বকর (রা)-কে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "হে আবু বকর! শান্ত হও। আচ্ছা তুমি ঐ দুই জন সম্পর্কে কী মনে কর যাদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ আছেন"?

প্রশ্ন–৫১৩. আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত কখন গুহার কাছে এলেন?

উত্তর : পরিকল্পনানুযায়ী তিনি তিন রাত পর আবু বকর (রা)-এর দুটি উটনী সঙ্গে করে গুহায় এসে হাজির হন।

প্রশ্ন–৫১৪. আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন আবু বকর (রা)-এর ভাড়া করা একজন বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক। যদিও তিনি একজন কাফির ছিলেন তবুও তার প্রতি আবু বকর আস্থাশীল ছিলেন।

প্রশ্ন–৫১৫. আবু বকর (রা)-এর উটনী কি রাসূল ﷺ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি এ শর্তে গ্রহণ করলেন যে, তিনি এর জন্য মূল্য প্রদান করবেন।

প্রশ্ন–৫১৬. কে আসমা (রা)-কে উপাধি দিল যে, "আসমা হল দুই কোমর বাঁধুনী"?

উত্তর : আসমা বিনতে আবু বকর (রা) দুই মুহাজিরের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতেন। তাদেরকে উটনীর পিঠের সাথে বেঁধে দেয়ার জন্য তিনি তার কোমর বন্ধনী ছিড়ে দুই টুকরা করেন, আর এ কারণে রাসূল ﷺ তাকে বললেন "আসমা হল দুই কোমর বাঁধুনী।" যা রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাকে দেয়া উপাধি।

প্রশ্ন–৫১৭. আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিতের সঙ্গে তারা কোন পথে চললেন?

উত্তর : তারা উপকূলীয় অঞ্চলের পথ দিয়ে চললেন।

প্রশ্ন–৫১৮. তাদের সাথে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে কে হিজরত করেন?

উত্তর : আমির বিন ফুহাইরাহ।

প্রশ্ন–৫১৯. সুরাকা বিন মালিক বিন জুশাম কেন রাসূল ﷺ এর পেছনে পেছনে ছুটলেন?

উত্তর : কারণ, তিনি আশা করেছিলেন যে, মুহাজিরদেরকে তিনি খুঁজে বের করবেন এবং একশটি উট পুরস্কার হিসেবে লাভ করবেন।

প্রশ্ন–৫২০. রাসূলের পিছনে ছুটার সময় সুরাকার কী পরিণতি হল?

উত্তর : তার ঘোড়াটি দুই দুই বার হোঁচট খেল এবং তাকে নিচে ফেলে দিল। কিন্তু সে যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ ও তার সাথীদের দেখছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাদের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। যখন সে তাদের খুব কাছে এসে পড়ল ঠিক তখন আবারও তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ঐ সময় ঘোড়ার পাগুলো নিচে গেড়ে গেল।

প্রশ্ন–৫২১. তখন সে কী উপলব্ধি করল?

উত্তর : সে তখন ভালোভাবেই বুঝতে পারল যে রাসূল ﷺ তার কাছ থেকে নিরাপদ।

প্রশ্ন–৫২২. সে রাসূল ﷺ কে কী বলল?

উত্তর : সে বলল. 'আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

প্রশ্ন–৫২৩. সে কীভাবে ঐ বিপদ থেকে মুক্তি পেল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করল তার জন্য প্রার্থনা করতে রাসূল ﷺ তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তার ঘোড়ার পাগুলো ঠিক হয়ে গেল।

প্রশ্ন–৫২৪. সে রাসূল ﷺ-এর কাছে কী চাইল?

উত্তর : তিনি রাসূলকে একটি নিরাপত্তার নোট লিখে দিতে অনুরোধ করলেন যা তার জন্য প্রবেশের একটি টোকেন হবে।

প্রশ্ন–৫২৫. নোটটি কে লিখেছিলেন?

উত্তর : আমির বিন ফুহাইরা নোটটি লিখে সুরাকাকে দিলেন।

প্রশ্ন–৫২৬. সুরাকার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ কী ভবিষ্যৎ বাণী করলেন?

উত্তর : তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন. "হে সুরাকা! তোমার কেমন লাগবে যখন তোমার হাতে নেতৃত্ব আসবে।" (সম্রাটের কংকন পরবে")

প্রশ্ন–৫২৭. তা কি আসলেই ঘটেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, উমর বিন খাত্তাবের খেলাফত আমলে তা সত্যিই ঘটেছিল।

প্রশ্ন–৫২৮. সুরাকা কি রাসূল ﷺ এর ঠিকানা কোরাইশদের বলেছিল?

উত্তর : না, রাসূল ﷺ এর ঠিকানা সম্পর্কে সে তাদের কিছুই বলেনি।

প্রশ্ন–৫২৯. যখন রাসূল ﷺ ও তার সাথীরা তৃষ্ণার্ত ছিলেন তখন তারা এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে যান, কে সেই মহিলা?

উত্তর : ঐ মহিলার নাম ছিল আতিকা বিনতে খালিদ যিনি উম্মে মা'বাদ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন–৫৩০. রাসূল ﷺ তার কাছে কী চাইলেন?

উত্তর : তিনি তার কাছে বকরীর দুধ চাইলেন।

প্রশ্ন–৫৩১. মহিলা কী বললেন?

উত্তর : মহিলা বললেন, সকল পশুই এখন বাহিরে। তবে অত্যন্ত দুর্বল একটি ছাগল চারণভূমির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা থেকে কোন দুধ পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন–৫৩২. রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ বলে ছাগলের ওলান স্পর্শ করলেন। হঠাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ আসতে লাগল।

প্রশ্ন–৫৩৩. রাসূল ﷺ প্রথমে ঐ দুধ কাকে দিলেন?

উত্তর : তিনি প্রথমে উম্মে মা'বাদকে দিলেন এরপর অন্যান্যদেরকে এবং সবার শেষে তিনি পান করলেন।

প্রশ্ন–৫৩৪. এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আবারো দুধ দোহন করলেন এবং পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন–৫৩৫. সফরকালে তাদের সাথে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তাদের সাথে যুবাইরের দেখা হয়।

প্রশ্ন–৫৩৬. যুবাইর রাসূল ﷺ ও তার সাহাবী আবু বকর (রা)-কে কী উপহার প্রদান করেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে দুটি সাদা কাপড় উপহার দেন যা তারা ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–৫৩৭. সুরাকা ছাড়া আর কেউ কি রাসূল ﷺ এর পিছু নিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, আবু বুরাইদা নামে আরেক জন পুরস্কার পাওয়ার লালসায় রাসূলকে ধরার চেষ্টা করেছিল।

প্রশ্ন–৫৩৮. তারপর কি ঘটনা সংঘটিত হল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর সামনাসামনি হয়ে তার সাথে কথা বলতে না বলতেই তিনি সত্তরজন লোকের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন।

প্রশ্ন–৫৩৯. এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার পাগড়ি নিয়ে তার বল্লমের চারপাশে বাঁধলেন এবং রাসূল ﷺ এর আগমনের চিহ্ন হিসেবে এটিকে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করলেন।

প্রশ্ন–৫৪০. মদিনার সফর কেমন ছিল?

উত্তর : এটা ছিল ক্লান্তিকর সফর যদিও প্রত্যেকে আশাবাদী ছিল। রাসূল ﷺ ও তার সফরসঙ্গীদের মরুভূমি, পাহাড় ও পর্বতের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন–৫৪১. মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব কত কিলোমিটার?

উত্তর : মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার।

প্রশ্ন–৫৪২. এ দূরত্ব অতিক্রম করতে কতদিন লেগেছে?

উত্তর : এ দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় নয় দিন লেগেছে।

২য় খণ্ড

মাদানী জীবন

২য় খণ্ড : মাদানী জীবন

৩৫. হিজরতের প্রথম বছর

মুহাম্মদ ﷺ-এর কোবায় পৌছা

প্রশ্ন-৫৪৩. রাসূল ﷺ কখন কোবা গিয়ে পৌছেন ?

উত্তর : ৬২২ খ্রিস্টাব্দ ২৩ সেপ্টেম্বর নবুওয়াতের চতুর্দশ বছরের ৮ রবিউল আউয়াল সোমবারে রাসূল ﷺ কোবা গিয়ে পৌছেন। কোবা ইয়াসরিব থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৫৪৪. ইয়াসরিবের লোকেরা কি রাসূল ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। তারা রাসূল ﷺ-এর জন্য উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিল। কারণ, মক্কা থেকে রাসূল ﷺ-এর বের হয়ে যাওয়ার সংবাদ ইতোমধ্যে সকল লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। জানাজানি হয়ে গেলে দিনের বেলায় তারা শহরের বাহিরে চলে যেতেন এবং রৌদ্র অসহনীয় হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তারা সেখানে অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতেন। রাসূল ﷺ যেদিন কোবায় পৌছলেন সেদিনও লোকেরা যথারীতি প্রতিদিনকার মতো অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে গেল।

প্রশ্ন-৫৪৫. রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথম ইয়াসরিবে কে দেখেছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথম এক ইয়াহুদী দেখেছিল। সে লোকদেরকে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল এবং রাসূল ﷺ-এর আগমনের সংবাদটি জানিয়ে দিল।

প্রশ্ন-৫৪৬. কে কোবায় রাসূল ﷺ-এর আতিথেয়তার সৌভাগ্য লাভ করেন?

উত্তর : আমর বিন আওফ গোত্রের প্রধান কুলসুম বিন হাযম, রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর আতিথেয়তার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রশ্ন-৫৪৭. রাসূল ﷺ কতদিন কোবায় অবস্থান করেন?

উত্তর : তিনি সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট চারদিন কোবায় অবস্থান করেন।

প্রশ্ন-৫৪৮. কোবায় থাকাকালীন রাসূল ﷺ কী করলেন ?
উত্তর : রাসূল ﷺ কুলসুম বিন হিযম (রা)-এর দানকৃত জায়গার উপর একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রশ্ন-৫৪৯. এ মসজিদের গুরুত্ব কী?
উত্তর : এটি ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কোবা' নামে পরিচিতি।

প্রশ্ন-৫৫০. আলী (রা) কখন রাসূলের ﷺ সঙ্গে মিলিত হন?
উত্তর : রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) কোবায় অবস্থানকালে বৃহস্পতিবারে আলী (রা) এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হন।

প্রশ্ন-৫৫১. রাসূল ﷺ কখন কোবা ত্যাগ করেন?
উত্তর : রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ শুক্রবারে কোবা ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন-৫৫২. রাসূল ﷺ এর কোবা থেকে ইয়াসরিব সফরের তাৎপর্য কী?
উত্তর : ইয়াসরিব রাসূল ﷺ এর নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল হিসেবে নির্ধারিত হওয়ার কারণে তিনি কোবা ত্যাগ করেন। কোবা থেকে ইয়াসরিব যাওয়ার পথিমধ্যে রাসূল ﷺ এর ইমামতিতে বনু সালিম উপত্যকায় ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুম'আর সালাত আদায় করা হয়। একশজন মুসলমান সেদিন তার পেছনে সালাত আদায় করেন। রাসূল ﷺ সেদিন জুম'আর সালাতের খুৎবাও দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৫৫৩. রাসূল ﷺ কে ইয়াসরিবের লোকেরা কীভাবে অভ্যর্থনা জানাল?
উত্তর : ইয়াসরিব শহরের সুপরিচিত গোত্র বনু নাজ্জার এবং রাসূল ﷺ-এর মাতৃলালয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা সশস্ত্রভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসল। তাকে বীরত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হলো। তাকে অভিবাদন জানাতে উৎফুল্ল লোকেরা চারপাশে দলে দলে জমায়েত হতে লাগল। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা স্বাগত সংগীত গাইতে লাগল এভাবে–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

অর্থ–

ছানিয়াতুল ওয়াদা থেকে আমাদের মাঝে পূর্নিমার চাঁদ এসেছে,
যতদিন কোন প্রার্থনাকারী আল্লাহকে ডাকবে ততদিন তাঁর শোকর করা আমাদের কতর্ব্য।
হে প্রেরিত নবী! আপনি অনুসরণযোগ্য আদেশ নিয়ে এসেছেন।

প্রশ্ন-৫৫৪. যখন শহরের প্রত্যেকে রাসূল ﷺ এর আতিথেয়তার গৌরব অর্জনের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালো, তখন তিনি তাদেরকে কী বললেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তার উটনিটিকে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছেড়ে দিলেন আর সকলকে বললেন উটনিটি যেখানে গিয়ে থামবে তিনি আপাতত সেখানেই অবস্থান করবেন। তিনি বললেন, "উটনিটিকে তার পথে যেতে দাও কেননা সে আল্লাহর নির্দেশের অধীনে।

প্রশ্ন-৫৫৫. উটনিটি কোথায় গিয়ে থামল?

উত্তর : উটনিটি আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বাড়ির সামনে গিয়ে দুজন এতীম শিশুর পতিত জায়গার উপর থামল।

প্রশ্ন-৫৫৬. কতদিন রাসূল ﷺ আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করলেন?

উত্তর : প্রায় সাত মাস তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন-৫৫৭. কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ এর সাথে কারা এসে মিলিত হন?

উত্তর : তাঁর স্ত্রী সাওদাহ এবং কন্যা ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম (রা)।

প্রশ্ন-৫৫৮. কেন রাসূল ﷺ নিজের নামে ঐ দুই এতীম বালকের কাছ থেকে তাদের পতিত জায়গা কিনে নিলেন?

উত্তর : যেহেতু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার একটি জায়গার জরুরি প্রয়োজন ছিল। তাই রাসূল ﷺ একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। আর এজন্যই তিনি ঐ জায়গাটি কিনে নেন যদিও ঐ এতীম বালকেরা জায়গাটি দান করতে আগ্রহী ছিলেন।

প্রশ্ন-৫৫৯. মসজিদের নির্মাণ কাজ কীভাবে হল?

উত্তর : মসজিদের নির্মাণ কাজে রাসূল ﷺ একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় কাজ করলেন। মুহাজির এবং আনসার সাহাবীরাও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

প্রশ্ন-৫৬০. তাদের জন্য তিনি কী দোয়া করলেন?

উত্তর : তিনি দোয়া করলেন. "হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারই হল আসল পুরস্কার। অতএব, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহম করুন।"

প্রশ্ন-৫৬১. এ মসজিদের তাৎপর্য কী?

উত্তর : এটি হল. নবীজির মসজিদ" (মসজিদে নববী)

প্রশ্ন-৫৬২: মসজিদটি কেমন ছিল?

উত্তর : এটি ছাদবিহীন বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে বানানো হয়েছিল যার চারটি দেয়ালই ছিল ইট ও কাদার তৈরি। খেজুরের ডাল ও পাতার তৈরি সীলিং দিয়ে

একটি কেল্লাও বানানো হয়েছিল। যাদের কোন ঘর-বাড়ি ছিল না তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্য আরেক পাশে আশ্রয় স্থান স্থাপন করা হয়। আর ঐ আশ্রয়স্থানকে বলা হতো "সুফফাহ'। আর যারা সেখানে থেকে ইসলামের শিক্ষা ও কুরআন মুখস্থ করত তারা আহলে সুফফাহ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৫৬৩. ইয়াসরিব কীভাবে মদিনা হল?

উত্তর : যখন থেকে রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে বসবাস শুরু করলেন তখন থেকে এটি মাদিনাতুন নাবী (নবীর শহর) বা আল-মদিনা আল মুনাওয়ারাহ (আলোকিত শহর) ও ত্বাইয়্যেবাহ (সুরভি) নামে পরিবর্তিত হয়।

শান্তিতে ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

প্রশ্ন-৫৬৪. মদিনায় কত ধরনের লোকদের সাথে রাসূল ﷺ এর সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়েছিল?

উত্তর : তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়েছিল–

১. তাঁর সৎ ও আল্লাহ ভীরু সাহাবীগণ,

২. যারা মদিনার প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দা,

৩. ইয়াহুদী।

প্রশ্ন-৫৬৫. মদিনায় রাসূল ﷺ এর লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ একটি নতুন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। কেননা এটি এমন একটি জায়গায় যেখানে মুহাজিররা ১০ বছর যাবৎ কোরাইশদের নির্মম অত্যাচার থেকে নিরাপদে ছিল। তাই ইসলামী দাওয়ার জন্য এটিই উপযুক্ত পরিবেশ।

প্রশ্ন-৫৬৬. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কতটা গভীর ছিল?

উত্তর : আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এতটাই সুগভীর ছিল যে, মুহাজিরদের জন্য আনসারগণের সম্পদ ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি কতিপয় আনসার তার মুহাজির ভাইয়ের জন্য তাদের স্ত্রীদেরকেও তালাক দিয়েছিল।

প্রশ্ন-৫৬৭. যখন আনসারগণ তাদের বাগানসমূহকে সমানভাবে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে রাসূল ﷺ কে অনুরোধ করলেন তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যা হোক তিনি রায় দিলেন মুহাজিরগণ আনসারদের সঙ্গে একত্রে বাগানে কাজ করবে এবং বাগানের উৎপাদিত ফল তাদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করা হবে।

প্রশ্ন-৫৬৮. মদিনায় রাসূল ﷺ এর আগমনে ইয়াহুদিদের কেমন লাগল?

উত্তর : তারা কোন আগ্রহ দেখায়নি। বরং নতুন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তারা কেবল ঘৃণার চোখেই দেখল। কেননা, আল্লাহর রাসূল ছিলেন একজন ভিন্ন গোত্রের লোক।

প্রশ্ন-৫৬৯. ইয়াহুদিদের সাথে শান্তিতে বসবাসের জন্য রাসূল ﷺ কী পদক্ষেপ নিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ ইয়াহুদীদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন।

প্রশ্ন-৫৭০. ইয়াহুদিদেরকে কোন ঘটনাটি আঘাত করেছিল?

উত্তর : মদিনায় ইয়াহুদিদের নেতা এবং বিখ্যাত পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাসূলের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করায় তাদেরকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল।

প্রশ্ন-৫৭১. প্রতিদিন কয় ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর : পূর্বে শুধুমাত্র দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল। হিজরী প্রথম বছরে আরো তিন ওয়াক্ত ফরয করা হয়– জোহর, আসর, এশা। কিন্তু সফরকালীন সালাতের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রশ্ন-৫৭২. রাসূল ﷺ এর মদিনায় হিজরতের পর কোরাইশরা কী অনুভব করল?

উত্তর : মদিনায় রাসূল ﷺ এর শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তারা ছিল ঈর্ষান্বিত। আর মুসলমানদের পেছনে কড়া দৃষ্টি রাখত এবং তাদেরকে অত্যন্ত কষ্ট দিত।

প্রশ্ন-৫৭৩. 'সারিয়া' কী? 'সারিয়া' এর তাৎপর্য কী?

উত্তর : মক্কার লোকদের হুমকির কারণে রাসূল ﷺ কোরাইশদের গতিবিধি এবং তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণের জন্য টহল বাহিনী পাঠাতে শুরু করলেন। এ রকম পূর্ব সর্তকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযানকে 'সারিয়া' বলা হয়।

প্রশ্ন-৫৭৪. হিজরতের প্রথম বছর রাসূল ﷺ এরকম কয়টি মিশন পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজিরের একটি দল প্রথম সারিয়ায় পাঠানো হয়। উবাইদা বিন হারিছের নেতৃত্বে ৬০ জনের একটি দল দ্বিতীয় সারিয়ায় পাঠানো হয়। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এর নেতৃত্বে ২০/৭০ জনের একটি দল তৃতীয় সারিয়ায় পাঠানো হয়। এ তিনটি টহল বাহিনী কোরাইশদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

৩৬. হিজরতের দ্বিতীয় বছর

প্রশ্ন-৫৭৫. যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদেরকে কখন অনুমতি প্রদান করা হয়?

উত্তর : হিজরতের দ্বিতীয় বছরের সফর মাসের ১২ তারিখে।

প্রশ্ন-৫৭৬. এ সূত্রে রাসূল ﷺ এর কাছে কোরআনের কোন কোন আয়াত নাযিল হয়?

উত্তর : এ পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়–

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟

অর্থ– আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। (সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-১৯০)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ـ

অর্থ– যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। (সূরা–২২ হাজ্জ : আয়াত-৩৯)

প্রশ্ন-৫৭৭. গাযওয়াহ কী?

উত্তর : মদিনায় মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাসূল ﷺ স্বয়ং কিছু সংখ্যক সেনা অভিযানে অংশ নেন, এ ধরনের অভিযানগুলো গাযওয়াহ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৫৭৮. রাসূল ﷺ এর জীবনে তিনি কয়টি গাযওয়ায় (যুদ্ধ) অংশ নেন?

উত্তর : সাতাশটি গাযওয়ায় (যুদ্ধে) তিনি তার জীবদ্দশায় অংশ নেন।

প্রশ্ন-৫৭৯. 'গাযওয়ায়ে আবওয়া কখন' অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : হিজরতের দ্বিতীয় বছর সফর মাসে।

প্রশ্ন-৫৮০. কতজন মুসলমান রাসূল ﷺ এর সাথে শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর : সত্তরজন।

প্রশ্ন-৫৮১. মদিনার যাবতীয় কাজ-কর্ম দেখাশুনার জন্য কাকে নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর : সা'দ বিন উবাদাহ (রা)-কে।

প্রশ্ন-৫৮২. কে পতাকা বহন করেছিল?

উত্তর : হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)।

প্রশ্ন-৫৮৩. যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল?

উত্তর : ১৫ দিন পার হয়ে গেল কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এরপর রাসূল ﷺ বনু দাযরাহ এর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন-৫৮৪. গাযওয়ায়ে বুওয়াত কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন-৫৮৫. গাযওয়ায়ে বুওয়াতে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কতজন মুসলমান অংশ নেন?

উত্তর : ২০০ জন।

প্রশ্ন-৫৮৬. মদিনার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য কাকে হুকুম করা হয়?

উত্তর : সা'দ বিন মু'আয (রা)-কে।

প্রশ্ন-৫৮৭. ঐ যুদ্ধটি কি সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : না, কাফেলা চলে যাওয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

প্রশ্ন-৫৮৮. 'গাযওয়ায়ে সাফওয়ান' কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন-৫৮৯. এ অভিযানের কারণ কী ছিল?

উত্তর : মুশরিকদের একটি দল মদিনার একটি পশু চারণভূমিতে হঠাৎ আক্রমণ চালায় এবং কিছু পশু লুট করে নিয়ে যায়। আর এ কারণে রাসূল ﷺ ৭০ জন মুসলমানসহ তাদের পিছু ধাওয়া করেন।

প্রশ্ন-৫৯০. কার হাতে পতাকা দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আলী বিন আবি তালিব (রা)-এর হাতে।

প্রশ্ন-৫৯১. কখন গাযওয়ায়ে যুল উশাইরা সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ২য় হিজরীর জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরাহ।

প্রশ্ন-৫৯২. এ অভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : এটির উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ানের অধীনে কুরাইশদের একটি বণিক দলের গতিরোধ করা।

প্রশ্ন-৫৯৩. কাকে মদিনার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের হুকুম দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমি (রা)-কে।

প্রশ্ন-৫৯৪. রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কতজন মুসলমান ছিলেন?

উত্তর : পালাক্রমে চড়ার জন্য ৩০টি উট নিয়ে ২০০ জন মুসলমান রাসূলের সঙ্গী হন।

প্রশ্ন-৫৯৫. কার হাতে পতাকা দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)-এর হাতে।

প্রশ্ন-৫৯৬. এ অভিযান চলাকালে রাসূল ﷺ কাদের সাথে চুক্তি সাক্ষর করেন?

উত্তর : বনু যাদলিজ এবং তাদের মিত্র গোত্র বনু দোযরাহের সঙ্গে।

প্রশ্ন-৫৯৭. সালাতের জন্য লোকদের ডাকার জন্য গৃহীত পদ্ধতি কী ছিল?

উত্তর : এটি ছিল আযান, যাতে নিহিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাপূর্ণ সুনিশ্চিত বাক্যাবলি এবং মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াতের দৃঢ় সমর্থন এবং পরকালের সফলতার জন্য লোকদেরকে সালাতের জন্য আহ্বান করা।

প্রশ্ন-৫৯৮. কাকে মুয়াযিন নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর : বিলাল বিন রাবাহ (রা)-কে।

প্রশ্ন-৫৯৯. সালাতের জন্য লোকদেরকে ডাকার জন্য হর্ন, ঘন্টা ও বেলকে রাসূল ﷺ কেন অপছন্দ করতেন?

উত্তর : তিনি এগুলো অপছন্দ করতেন কারণ "হর্ন' ছিল ইয়াহুদিদের নিজস্ব অপরদিকে 'বেল' ছিল খ্রিস্টানদের নিজস্ব ডাকার পদ্ধতি .....।

প্রশ্ন-৬০০. রাসূল ﷺ এর যে কন্যার সাথে আলী বিন আবি তালিবের বিয়ে হয় তার নাম কী?

উত্তর : ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ।

প্রশ্ন-৬০১. কিবলা কী? কখন এটি পরিবর্তন করা হয়?

উত্তর : এটি হল দিক নির্দেশনা, যে দিকে মুসলমানরা তাদের সালাতে মুখ ফিরায়। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে এটি জেরুসালেম থেকে মক্কার কাবার দিকে পরিবর্তন করা হয়।

প্রশ্ন-৬০২. কিবলা পরিবর্তনের কারণে ইয়াহুদিরা কেন ক্রুদ্ধ ছিল?

উত্তর : কারণ এটি তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিনষ্ট করেছে। তারা ভেবেছিল যে মুসলমানেরা তাদের সঙ্গে প্রভাবিত হয়ে তাদের পরিচালনায় জেরুসালেমের দিক মুখ ফিরাচ্ছে।

প্রশ্ন-৬০৩. কিবলা পরিবর্তনের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : সবার আগে ও সর্বপ্রথমে এটি ছিল রাসূল ﷺ এর ইচ্ছা যে কিবলা কা'বায় পরিবর্তন হোক। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আনন্দের সংবাদ যে নিকট ভবিষ্যতে মক্কার শাসন ক্ষমতা তারাই গ্রহণ করছে। যদিও ঐ সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতটা উপযুক্ত বা অনুকূলে ছিল না।

প্রশ্ন-৬০৪. পারস্য দেশ হতে এসে যে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার নাম কী?

উত্তর : তিনি ছিলেন সালমান ফার্সী (রা)।

প্রশ্ন-৬০৫. কোন দুটি ইবাদত বাধ্যতামূলক করা হয়?

উত্তর : যাকাত ও রোযা। এটি ছিল প্রথমবারের মত। মুসলমানগণ দীর্ঘ একমাস রোযা পালন করেছে এবং রাসূল ﷺ এর নেতৃত্বে খোলা ময়দানে ঈদের সালাত পড়ে ঈদ উদযাপন করেছে।

৩৭. গাযওয়ায়ে বদর

প্রশ্ন-৬০৬. বদরের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় হিজরী ২য় সনের ১৭ রমযান।

প্রশ্ন-: ৬০৭. বদর কী?

উত্তর : এটি মদিনা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

প্রশ্ন-৬০৮. বদর যুদ্ধের পেছনে কারণ কি ছিল?

উত্তর : আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে কোরাইশদের একটি বণিক দল ফিরে যাচ্ছিল। মাত্র ৪০ জন দেহরক্ষী সৈন্য দল সাথে করে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান মালামাল সামগ্রী বহন করে তারা যাচ্ছিল।

কোরাইশদের মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি করার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে মুসলমানরা তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়, কারণ কোরাইশরা মুসলমানদের এমন কোন ক্ষতি নেই যা তারা করেনি।

প্রশ্ন-৬০৯. রাসূল ﷺ প্রথমে কী করলেন?

উত্তর : শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং সাঈদ বিন যায়িদ (রা)-কে পাঠালেন। এরপর তিনি বণিকদের উপর হামলা চালিয়ে তারা মক্কায় যাওয়ার পূর্বে তাদের সম্পদ গুদামজাত করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন-৬১০. কতজন মুসলমান রাসূল ﷺ এর সাথে শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর : মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং ২১৩ জন ছিলেন আনসার।

প্রশ্ন-৬১১. তারা কি সু-সজ্জিত ছিলেন?

উত্তর : না, তাদের মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল যেগুলো যুবাইর বিন আওয়াম, মিকদাদ বিন আসওয়াদ ধারণ করেছিলেন। আর ৭০টি উট ছিল।

প্রশ্ন-৬১২. মদীনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কাকে হুকুম করা হয়েছিল?

উত্তর : প্রথমে ইবনে উম্মে মাকতুম এরপর আবু লাহাব বিন আব্দুল মুনযির (রা)।

প্রশ্ন-৬১৩. সাধারণ পতাকা কে ধারণ করেছিল?

উত্তর : মুস'আব বিন উমাইর কোরাইশী (রা)।

প্রশ্ন-৬১৪. পতাকাটির রং কেমন ছিল?

উত্তর : সাদা।

প্রশ্ন-৬১৫. মুসলিম সেনা বাহিনীকে কীভাবে ভাগ করা হয়েছিল?

উত্তর : দুটি সামরিক বাহিনীতে এদেরকে ভাগ করা হয়েছিল, ১. মুহাজিরগণ ছিলেন আলী (রা)-এর অধীনে। ২. আনসারগণ ছিলেন সাদ বিন মু'আয (রা)-এর অধীনে। যুবাইর বিন আওয়াম ডান দিক থেকে কমাণ্ড দিয়েছিলেন আর বাম দিক থেকে কমাণ্ড দিয়েছিলেন মিকদাদ বিন আমর (রা) অপরদিকে পেছন দিক থেকে কমাণ্ড দিয়েছিলেন কোয়াইস বিন আবি সা 'সা' আহ (রা)। আর অবশ্যই রাসূল ﷺ ছিলেন চীফ-ইন-কমান্ডার।

প্রশ্ন-৬১৬. রাসূল ﷺ কোনদিকে রওয়ানা হলেন?

উত্তর : তিনি মক্কার পরিচিত প্রধান প্রধান সড়ক বরাবর রওয়ানা হলেন। এরপর তিনি বদরের দিকে চললেন। যখন তিনি 'সাফরা' নামক জায়গায় পৌঁছলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ কোরাইশদের উট তল্লাশির জন্য দুজন লোক পাঠালেন।

প্রশ্ন-৬১৭. আবু সুফিয়ান কী করলেন?

উত্তর : যখনই তার লোকেরা তাকে জানালো যে মুসলমানেরা তার বাণিজ্য কাফেলার উপর অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য ওঁত পেতে আছে, তখনই সে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য মক্কায় একটি বার্তা পাঠাল।

প্রশ্ন-৬১৮. কোরাইশদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর : তারা রাগে উন্মত্ত ছিল। তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের প্রায় সকল সৈন্যবাহিনীকে একত্রিক করল। ১৩০০ সৈনিকের এক বিশাল সেনাবাহিনী ১০০ অশ্বারোহীসহ দ্রুত বদর পথে রওয়ানা হল।

প্রশ্ন-৬১৯. বদর প্রান্তরে যাওয়ার পথে তারা কী সংবাদ পেল?

উত্তর : তাদেরকে আবু সুফিয়ান খবর পাঠিয়ে বলল যে, আপনারা সবাই বাড়ি ফিরে যান। কারণ বাণিজ্য কাফেলা এখন মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন-৬২০. আবু সুফিয়ান কোন কৌশল অবলম্বন করেছিল?

উত্তর : সে তার বাণিজ্য কাফেলাকে প্রধান পথ থেকে বাহিরের পথে নিয়ে গেল এবং মুসলমানদের অগোচরে লোহিত সাগরের দিকে চলে গেল।

প্রশ্ন-৬২১. আবু সুফিয়ানের পাঠানো সংবাদ শুনে মক্কার লোকেরা কী চিন্তা করল?

উত্তর : তারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করল। কিন্তু আবু জাহেল তাদেরকে বদরের দিকে অগ্রসর হতে যেতে বাধ্য করল এবং সেখানে প্রায় তিন দিন অবস্থান করল।

প্রশ্ন-৬২২. পৌত্তলিক সৈন্যরা কোথায় নিজেরাই তাঁবু গেড়েছিল?

উত্তর : তারা নিজেরা তাঁবু গেড়েছিল বদরের আশে পাশের আল-উদওয়াহ আল-কুসওয়ায়ের একটি বালিয়াড়ির পেছনে।

প্রশ্ন-৬২৩. রাসূল ﷺ কেন শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : যখন রাসূল ﷺ জানতে পারলেন যে, পৌত্তলিক সৈন্যরা নিজেরাই বদরে তাঁবু গেড়েছে, তখন তিনি ও অন্যান্য মুসলমানগণ চাইলেন যে কোনভাবে শত্রুদেরকে সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ থেকে বাধা দিতে হবে এবং মদিনার ইসলামের মূল কেন্দ্রের অভ্যন্তরে যুদ্ধের যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুরু করতে হবে। তাই তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করে বদর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রশ্ন-৬২৪. রাসূল ﷺ কীভাবে শত্রু ক্যাম্পের সঠিক স্থান, যোদ্ধাদের সংখ্যা এবং কোরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জানলেন?

উত্তর : আলী বিন আবি তালিব, যুবাইর বিন আওয়াম এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) এদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে জানলেন, যারা শত্রুদের গতিবিধি গোপনে দেখেছিলেন।

প্রশ্ন-৬২৫. রাসূল ﷺ কীভাবে বদর যুদ্ধের পূর্ব রাত অতিবাহিত করলেন?

উত্তর : তিনি বদর যুদ্ধের পূর্ব রাত সালাতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে রাত কাটালেন।

প্রশ্ন-৬২৬. পরের দিন সকাল বেলা রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে সারিতে সারিতে সাজালেন এবং তার অনুমতিতে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে আরো পরামর্শ দিলেন যে, যখন শত্রু তোমাদের খুব কাছে চলে আসবে তখন তোমরা শুধুমাত্র তরবারির আশ্রয় নিবে।

প্রশ্ন-৬২৭. যুদ্ধে কে সর্বপ্রথম গুলি চালিয়েছিল?

উত্তর : আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী নামের এক মূর্তি পূজারী।

প্রশ্ন-৬২৮. তার কী পরিণতি হল?

উত্তর : সে শপথ করেছিল যে, সে মুসলমানদের ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে নতুবা সে এটা ধ্বংস করে দিবে অথবা এজন্য সে মৃত্যুবরণ করবে। হামযা (রা) তার তলোয়ার দিয়ে তার পায়ে আঘাত করল এবং ঐ ঝর্ণার পাশেই তাকে হত্যা করে ফেলল।

প্রশ্ন-৬২৯. ফলাফল কী হল?

উত্তর : তাৎক্ষণিকভাবে উতবা বিন রাবি'আহ তার ভাই শাইবাহ বিন রাবি'আহ এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন রাবি'আহ শত্রু পক্ষ থেকে মুহাজিরদের সঙ্গে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করল। উবাইদা বিন হারিস, হামযা এবং আলী (রা) মুশরিকদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করলেন কিন্তু উবাইদা বিন হারিস (রা) আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাকে মুসলিম ক্যাম্পে আনা হলে সেখানে তিনি চার-পাঁচ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-৬৩০. যখন সাধারণ যুদ্ধ শুরু হল তখন রাসূল ﷺ কী করতেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ আল্লাহর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতেন।

প্রশ্ন-৬৩১. প্রার্থনার ফলাফল কী হল?

উত্তর : আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা পাঠালেন। রাসূল ﷺ জিবরাঈলের উপস্থিতিতে এক মুঠো বালি নিলেন এবং এটি শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করলেন আর বললেন– তোমাদের মুখমণ্ডল ধুলায় মলিন হোক।

প্রশ্ন-৬৩২. এ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কী?

উত্তর : কুরআনের বক্তব্য হল–

وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ـ

অর্থ– আর তুমি (মুহাম্মদ) নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা–৮ আনফাল : আয়াত-১৭)

প্রশ্ন-৬৩৩. আবু জাহেলকে কে হত্যা করেছিল?

উত্তর : দু'জন আনসার– মু'আয বিন আমর এবং মু'আওয়ায বিন আফরা (রা)।

প্রশ্ন-৬৩৪. আবু জাহেলের তরবারি কে গ্রহণ করেন?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) যিনি আবু জাহেলের মাথা কেটে রাসূল (সা)-এর কাছে তা রেখে দিলেন।

প্রশ্ন-৬৩৫. আবু জাহেলের মাথা দেখে রাসূল (সা) কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَعَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

অর্থ– আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তার বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাই দুষ্কর্মের সহযোগিকে পরাজিত করেছেন।

প্রশ্ন-৬৩৬. রাসূল (সা) তার মৃত দেহ দেখে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন : "এ জাতির জন্য এ হল ফেরআউন।"

প্রশ্ন-৬৩৭. বদর যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল?

উত্তর : মুশরিকদের জন্য এটি ছিল একটি অপমানকর পরাজয় আর মুসলমানদের জন্য এটি ছিল সুস্পষ্ট বিজয়।

প্রশ্ন-৬৩৮. এ যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হন?

উত্তর : ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসারসহ মোট ১৪ জন।

প্রশ্ন-৬৩৯. এ যুদ্ধে কতজন মুশরিককে হত্যা করা হয় এবং কতজনকে বন্দী করা হয়?

উত্তর : ৭০ জনকে হত্যা করা হয় এবং ৭০ জনকে বন্দী করা হয়।

প্রশ্ন-৬৪০. রাসূল ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কীভাবে বণ্টন করতেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর কাছে ওহী নাযিলের পর তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ একপাশে রেখে বাকিটুকু সৈন্যদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিতেন।

প্রশ্ন-৬৪১. বন্দীদের সম্বন্ধে রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন-৬৪২. মুক্তিপণের অন্য পদ্ধতি কী ছিল?

উত্তর : অন্য পদ্ধতিটি ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ। প্রত্যেক বন্দী ১০ জন শিশুকে লেখাপড়া শিখাতে হয়েছিল। আবার কিছু বন্দীদের তাদের জনহিতকর কাজের জন্য মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন-৬৪৩. রাসূল ﷺ কখন মদিনায় ফিরে যান?

উত্তর : বদর বিজয়ের তিন দিন পর তিনি মদিনায় ফিরে যান।

প্রশ্ন-৬৪৪. মক্কায় কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উত্তর : পরাজয়টি ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক ও মক্কাবাসীর জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করল এবং তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগল। সকল ধরনের বিলাপ করা ও কান্নাকাটি করা ছিল কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। তাদের মতে মুসলমানরা তাদের এসব দৃশ্য দেখে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করবে।

প্রশ্ন-৬৪৫. বদর যুদ্ধের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : এটি ছিল মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। এটার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, মুসলমানরা আগ্রাসনের যে কোন হামলা মোকাবিলা করার জন্য তাদের সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং মানবতার কল্যাণ ও ইসলাম প্রচারের জন্য আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম ছিল, বিশেষ করে আরব জাতির জন্য যারা শিরকে লিপ্ত ছিল এবং তাদের অজ্ঞতার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল তাদের জন্য বেদনাদায়ক।

প্রশ্ন-৬৪৬. কেন আল্লাহ্ বদর দিবসকে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' হিসেবে বর্ণনা করলেন?

উত্তর : কারণ এটি ঈমানদার ও সত্যবাদী মুসলমান এবং অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল বলেই আল্লাহ এ দিবসটিকে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' হিসেবে বর্ণনা করলেন।

৩৮. ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে বহিষ্কার

প্রশ্ন-৬৪৭. হিজরী ২য় সনের বদর যুদ্ধের পর কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর : তিনটি ১. গাযওয়ায়ে বানু সালিম ২. গাযওয়ায়ে বানু কাইনুকা ও ৩. গাযওয়ায়ে সাওয়াকি।

প্রশ্ন-৬৪৮. কখন এবং কেন গাযওয়ায়ে বানু সালিম সংঘটিত হয়?
উত্তর : এটি ছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাস। যখন বানু সালিম মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী জড়ো করতে লাগল, রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের জন্মভূমিতে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের অবাক করে দিবেন। যেহেতু মুসলমানরা পৌঁছার পূর্বেই তারা পলায়ন করেছে তাই ঐ যুদ্ধটি আর সংঘটিত হয়নি।

প্রশ্ন-৬৪৯. গাযওয়ায়ে বানু কাইনুকার পেছনে কী কারণ ছিল?
উত্তর : বানু কাইনুকা ছিল মদিনার একটি ইয়াহুদি গোত্র। একদিন এক ইয়াহুদী এক মুসলিম মহিলার লজ্জাস্থানের পোশাক খুলে ফেলল। একজন মুসলিম লোক সেখানে ছিল সে ঐ ইয়াহুদিকে হত্যা করে ফেলল। সেজন্য ইয়াহুদিরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঐ মুসলিম লোকটিকে হত্যা করে ফেলল। হত্যাকৃত মুসলিম পরিবারের লোকেরা সাহায্যের জন্য মুসলমানদের কাছে আহ্বান করলেন আর এভাবেই যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন-৬৫০. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে রাসূল ﷺ বানু কাইনুকার বাসস্থানে গেলেন। মুসলিম সৈন্যরা প্রায় ১৫ দিন যাবৎ ইয়াহুদিদের দূর্গ অবরোধ করে রাখে।

প্রশ্ন-৬৫১. ফলাফল কী হল?
উত্তর : ইয়াহুদিরা আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের জীবন-যাপন, সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি হল।

প্রশ্ন-৬৫২. বানু কাইনুকার ইয়াহুদিদের কী পরিণতি হল?
উত্তর : তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ার আযরুয়ায় পাঠানো হল। সেখানে তারা কিছুদিন অবস্থান করে। অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৬৫৩. গাযওয়ায়ে সাওয়াকির পেছনে কী কারণ ছিল?
উত্তর : আবু সুফিয়ান একটি শপথ গ্রহণ করে যে, যদি সে নিজে মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর প্রতিশোধ নিতে না পারে তাহলে সে অপবিত্রতার গোসল করবে না,

তাই মদিনার দিকে ২০০ লোক নিয়ে রওয়ানা হল। সে খুব দ্রুত মদিনার উপ শহর উরাইদ নামক স্থানে হামলা করার জন্য সেনাবাহিনীর একটি দল পাঠিয়ে দিল। তারা সেখানে অনেকগুলো খেজুর গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলল এবং দুজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে গেল।

প্রশ্ন-৬৫৪. রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : এ সংবাদ শুনে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে একত্রিত করে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন কিন্তু যখন মুসলমানরা সেখানে পৌছলেন মুশরিকরা তখন পালিয়ে গেল।

৩৯. হিজরতের তৃতীয় বছর

প্রশ্ন-৬৫৫. হিজরতের তৃতীয় বছরে কোন কোন গাযওয়া বা যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর : সেগুলো হল– গাযওয়ায়ে যু আমর, গাযওয়ায়ে বুহরান, গাযওয়ায়ে উহুদ এবং গাযওয়ায়ে হামরা আল-আসাদ।

প্রশ্ন-৬৫৬. গাযওয়ায়ে যু আমার কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে।

প্রশ্ন-৬৫৭. এ যুদ্ধাভিযানের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর কাছে সংবাদ আসল যে বনু তালবাহ ও বনু মুহারিব মদিনার উপকণ্ঠে হামলা চালানোর জন্য সৈন্যবাহিনী জড়ো করছে। এ সংবাদ শুনে তিনি ৪৫০ জন অশ্ববাহিনী নিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হলেন।

প্রশ্ন-৬৫৮. রাসূল ﷺ এর অনুপস্থিতিতে মদিনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কাকে হুকুম দেয়া হয়?

উত্তর : উসমান বিন আফফান (রা)-কে।

প্রশ্ন-৬৫৯. কখন গাযওয়ায়ে বুহরান অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৩য় হিজরীর রবিউস সানিতে।

প্রশ্ন-৬৬০. এ যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর সাথে কতজন মুসলমান ছিলেন?

উত্তর : ৩০০ জন।

প্রশ্ন-৬৬১. রাসূল ﷺ এর নাতি হাসান (রা) কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : আলী ও ফাতিমা (রা)-এর পুত্র এবং রাসূল ﷺ এর নাতি হাসান (রা) জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় হিজরীর ১৭ রমজানে।

প্রশ্ন-৬৬২. ঐ বছর রাসূল ﷺ কাকে বিয়ে করেন?

উত্তর : তিনি ঐ বছর ওমরের কন্যা হাফসাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন খুনাইস বিন হুযাফার একজন বিধবা স্ত্রী।

৪০. কা'ব বিন আশরাফকে গোপনে হত্যা

প্রশ্ন-৬৬৩. কা'ব বিন আশরাফ কে ছিল?

উত্তর : সে ছিল মদিনার বনু নাযির গোত্রের একজন ইয়াহুদি ও একজন প্রতিভাবান কবি।

প্রশ্ন-৬৬৪. মুসলমানদের প্রতি তার ভাব-ভঙ্গি কেমন ছিল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের প্রতি গভীর ঘৃণা পোষণ করত।

প্রশ্ন-৬৬৫. বদর প্রান্তরে কোরাইশদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে সে কী বলেছিল?

উত্তর : সে প্রতিজ্ঞা করল যে, যদি সংবাদটি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সে জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই অধিক পছন্দ করবে।

প্রশ্ন-৬৬৬. যখন সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হল তখন সে কী করল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখল এবং কোরাইশদের উচ্চ প্রশংসা করেও কবিতা লিখল। সে মক্কায়ও গিয়েছিল এবং বদরে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাজিমাতের যুদ্ধের জন্য কোরাইশদেরকে উত্তেজিত করল।

প্রশ্ন-৬৬৭. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি সাহাবীদেরকে একত্রিত করলেন এবং কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার আদেশ দিলেন, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কুৎসা রটনা করেছিল।

প্রশ্ন-৬৬৮. যারা তাকে হত্যা করার প্রস্তাব করেছিল তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন, মোহাম্মদ বিন মাসলামাহ, আব্বাদ বিন বিশর, হারিস বিন আওস, আবু আবস বিন হিবর ও কা'বের পালক ভাই আবু নাইলাহ্ সালকান বিন সালামাহ (রা)।

প্রশ্ন-৬৬৯. তারা কীভাবে তাকে হত্যা করল?

উত্তর : তারা কা'বের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, তার কাছে অস্ত্র বন্ধক রেখে ঋণ চাইলেন। সে এতে রাজি হয়ে গেল। তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়ালের ১৪ তারিখে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বের হলেন।

তার বাড়িতে পৌঁছে তারা তাকে ডেকে বাহিরে আনলেন। তার স্ত্রী ঘর থেকে বাহিরে যেতে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সে বলল, এ হল মোহাম্মদ বিন মাসলামাহ ও আমার পালক ভাই নাইলাহ্ সালকান বিন সালামাহ্। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, পরস্পর কথা বলার সময় সালকান কা'বের মাথার ঘ্রাণ নিবে এবং তাকে হত্যা করার জন্য অন্যান্যদেরকে নির্দেশ করতে তাকে শক্তভাবে ধরে ফেলবে। এভাবেই মুসলমানেরা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে ফেলল এবং এ সংবাদ রাসূল ﷺ কে জানাল।

প্রশ্ন-৬৭০. ইয়াহুদিদের মধ্যে কা'বের মৃত্যুর কী প্রভাব পড়ল?

উত্তর : কা'বের মৃত্যুর খবর শুনে ইয়াহুদিরা ভয় পেয়ে গেল এবং তারা এও বুঝতে পারল যে, রাসূল ﷺ কখনও আল্লাহর কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবেন না। তাই তারা স্তব্ধ হয়ে গেল এবং রাসূল ﷺ এর সাথে যে চুক্তিপত্র সই করেছিল তাতে অবিচল থাকার ভান করল।

৪১. গাযওয়ায়ে উহুদ

প্রশ্ন-৬৭১. কখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর : তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৬ তারিখে।

প্রশ্ন-৬৭২. উহুদ কী?

উত্তর : এটি মদিনার একটি পাহাড়।

প্রশ্ন-৬৭৩. উহুদ যুদ্ধের কারণ কী ছিল?

উত্তর : বদরের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কোরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল।

প্রশ্ন-৬৭৪. মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করতে কি কৌশল বের করল?

উত্তর : তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে সাহায্যের জন্য দূত পাঠাল এবং কিনানাহ ও তিহামা গোত্র সাহায্য করতে রাজি হল। মুশরিকরা কাফেলার ব্যবসায়িক মুনাফা যা যুদ্ধের কারণে মুসলিমদের নজরে পড়েনি তা ভাগ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা কবিদেরকে নিযুক্ত করার এবং যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদেরকেও নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্ন-৬৭৫. পৌত্তলিক সৈন্যদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ৩,০০০ হাজার।

প্রশ্ন-৬৭৬. সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?

উত্তর : আবু সুফিয়ান এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন অশ্ববাহিনীর নেতা।

প্রশ্ন-৬৭৭. কোরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে রাসূলকে ﷺ কে জানালেন?

উত্তর : রাসূলের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব কোরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখে তার কাছে পাঠালেন। রাসূল ﷺ যখন মসজিদে কোবায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি চিঠিটি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৬৭৮. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুহাজির ও আনসারদের একটি সমাবেশ ডাকলেন এবং নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সমগ্র মদিনার মানুষ ছিল সতর্ক এবং সকল মানুষ ছিল অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত এমনকি সালাতের সময়ও।

প্রশ্ন-৬৭৯. পৌত্তলিক সৈন্যরা নিজেরা কোথায় শিবির স্থাপন করেছিল?

উত্তর : তারা নিজেরা হিজরী ৩য় সনের ৬ শাওয়াল শুক্রবারে উহুদ পর্বতে তাঁবু গেড়ে ক্যাম্প শিবির করেছিল।

প্রশ্ন-৬৮০. রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : পৌত্তলিক সৈন্যদের সৈন্য-সমাবেশের কথা শুনে রাসূল ﷺ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আবারো সাহাবীদেরকে একটি জরুরি সমাবেশ ডাকলেন। তিনি তাদেরকে মদিনা থেকে শত্রুদেরকে শহরের বাহিরে রাখতে পরামর্শ দিলেন। দৈবক্রমে যদি শত্রুরা শহরে ঢুকে পড়ে তাহলে মুসলমানেরা যুদ্ধ করবে আর মুসলিম মহিলারা বাড়ির ছাদের উপর থেকে তাদেরকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-৬৮১. ঐ মুনাফিকের নাম কী যে রাসূল ﷺ এর পরিকল্পনায় তাকে সাহায্য করেছিল?

উত্তর : আবদুল্লাহ বিন উবাই সালুল যার যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল না।

প্রশ্ন-৬৮২. ভিন্নভাবে কারা পরামর্শ দিয়েছিল?

উত্তর : কিছু সাহাবী যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি তারা পরামর্শ দিলেন শহরের বাহিরে গিয়ে প্রকাশ্যে মোকাবেলা করতে।

প্রশ্ন-৬৮৩. চূড়ান্তভাবে কী সিদ্ধান্ত হল?

উত্তর : সাহাবীদের আগ্রহে সিদ্ধান্ত হল যে মদিনার বাহিরে উহুদ পর্বতে গিয়ে শত্রুদের প্রতিহত করা।

প্রশ্ন-৬৮৪. মুসলিম সেনাবাহিনীদেরকে রাসূল ﷺ কীভাবে ভাগ করলেন?
উত্তর : তিনি তার সেনাবাহিনীকে তিনটি সেনাদলে ভাগ করেছেন।

১. মুস'আব বিন উমাইর (রা)-এর অধীনে মুহাজির সেনাদল।

২. উসাইদ বিন হুযাইর (রা)-এর অধীনে আওস গোত্রের আনসারগণ।

৩. হাবাব বিন মুনযির (রা)-এর অধীনে খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ।

প্রশ্ন-৬৮৫. মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : ১,০০০ এক হাজার। এদের মধ্যে ১০০ জন ছিলেন কর্মচারী আর ৫০ জন ছিলেন অশ্বারোহী।

প্রশ্ন-৬৮৬. মদিনার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য কাকে নিযুক্ত করা হয়?
উত্তর : ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)।

প্রশ্ন-৬৮৭. ইয়াহুদিদের অবস্থান কী ছিল?
উত্তর : খাযরাজ গোত্রের আত্মীয় হওয়ায় ইয়াহুদিরা চেয়েছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর সঙ্গী হয়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, যেহেতু তারা মুসলমান নয় সেহেতু তাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-৬৮৮. শাইখান নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : তিনি সৈন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং যারা যুদ্ধের জন্য অযোগ্য তিনি তাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন-৬৮৯. রাসূল ﷺ রাফি বিন খাদীজ ও সামুরা বিন জুনদুবের বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ দান করতে অনুমতি দিলেন?
উত্তর : কারণ, প্রথমে তারা ছিল দক্ষ তীরন্দাজ কিন্তু পরবর্তীতে যখন প্রমাণিত হল যে, তারা শারীরিকভাবেও শক্তিশালী তখন তিনি তাদের যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিলেন।

প্রশ্ন-৬৯০. আব্দুল্লাহ বিন উবাই কেন মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে সরে গেল?
উত্তর : সে দাবি করল যে তাঁর সরে যাওয়া রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয় কারণ তিনি ইতোমধ্যে তার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অন্যান্যদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। মূলত ঐ মুনাফিক মক্কার লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়নি। তাছাড়া যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হোক তা সে আশা করেনি। সে বরং চেয়েছিল এ সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া সৃষ্টি করা হোক।

প্রশ্ন-৬৯১. তার সঙ্গে কতজন লোক সরে গেল?
উত্তর : ৩০০ জন।

প্রশ্ন-৬৯২. রাসূল ﷺ তার লোকদেরকে কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন. তোমাদের মধ্যে কে পারবে আমাদেরকে মূর্তি পূজারীদের সঠিক স্থানের পথ দেখাতে।

প্রশ্ন-৬৯৩. মুসলিম সেনাবাহিনীকে কে পথ দেখিয়েছিল?
উত্তর : আবু খাইসামাহ (রা)।

প্রশ্ন-৬৯৪. উহুদে রাসূল ﷺ কোথায় শিবির স্থাপন করেছিলেন?
উত্তর : তিনি মদিনার দিকে মুখ করে তার সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে উহুদের গিরিপথে (সুড়ঙ্গে) শিবির করেছিলেন। আর তাদের পেছনে ছিল উহুদ পাহাড়।

প্রশ্ন-৬৯৫. রাসূল ﷺ কীভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালেন?
উত্তর : তিনি তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দুই সারিতে সাজালেন।

প্রশ্ন-৬৯৬. তিনি কতজন তীরন্দাজকে বাছাই করলেন?
উত্তর : আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা)-এর অধীনে ৫০ জন তীরন্দাজকে বাছাই করলেন।

প্রশ্ন-৬৯৭. তীরন্দাজদেরকে কোথায় স্থাপন করা হল?
উত্তর : তাদেরকে পাহাড়ে স্থাপন করা হল। পরবর্তীতে ঐ পাহাড়কে বলা হত. তীরন্দাজের পাহাড়' এটি ছিল মুসলিম শিবিরের দক্ষিণ-পূর্ব কানাত আল-ওয়াদির দক্ষিণ তীরে, মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৬৯৮. রাসূল ﷺ তাদেরকে কী হুকুম দিলেন?
উত্তর : তিনি তাদেরকে কড়াকড়ি নির্দেশ দিলেন যে, মুসলমানদের জয় বা পরাজয় যাই ঘটুক তোমরা কোন অবস্থায় তোমাদের অবস্থান থেকে সরবে না এবং মুশরিকদের থেকে মুসলিম সেনাবাহিনীদের প্রতি নিরাপত্তা ও প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন-৬৯৯. সেনাবাহিনীর ডানদিকে কাকে নিযুক্ত করা হল?
উত্তর : মুনযির বিন আমির (রা)-কে।

প্রশ্ন-৭০০. বাম দিকে কে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন?
উত্তর : যুবাইর বিন আওয়াম (রা)। তার কাজ ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহীদের দিকে দৃঢ় হয়ে থাকা।

প্রশ্ন-৭০১. রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাহসিকতার চেতনাকে দৃঢ় করতে কী করলেন?

উত্তর : তিনি একটি তরবারি আনলেন এবং সাহাবীদেরকে বলতে লাগলেন এ তরবারিটির সঠিক মূল্য দিয়ে এটি নিতে কে রাজি আছ?

প্রশ্ন-৭০২. তরবারিটি নিতে কারা এগিয়ে এল?

উত্তর : আলী বিন আবি তালিব, যুবাইর বিন আওয়াম, ওমর বিন খাত্তাব (রা) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী। কিন্তু এটি কাউকে দেয়া হল না।

প্রশ্ন-৭০৩. আবু দুজানা কী জিজ্ঞেস করলেন?

উত্তর : তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। এটির মূল্য কত?

প্রশ্ন-৭০৪. রাসূল ﷺ কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, 'এটি বাকা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শত্রুদেরকে এটি দিয়ে আঘাত করতে হবে' এবং তার অনুরোধে রাসূল ﷺ তাকেই তরবারিটি দিলেন।

প্রশ্ন-৭০৫. মক্কার সেনাবাহিনীদেরকে কীভাবে সাজানো হল?

উত্তর : আবু সুফিয়ান যুদ্ধের প্রধান হওয়ায় সে প্রধান অবস্থান ধারণ করছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন ডান দিকে, ইকরিমা বিন আবু জাহেল ছিলেন বাম দিকে। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ছিলেন পদাতিক বাহিনীর তদারকিতে; তীরন্দাজরা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রাবি'আর অধীনে।

প্রশ্ন-৭০৬. মক্কার সেনাবাহিনীর পতাকা বহন করেছিল কে?

উত্তর : বানী আবদে দার গোত্রের এক সৈনিক পতাকা বহন করেছিল।

প্রশ্ন-৭০৭. মুসলমানদের মধ্যে আবু সুফিয়ান কীভাবে মতানৈক্যের বীজ বপনের চেষ্টা করল?

উত্তর : সে আনসারদের কাছে একটি বার্তা পাঠাল এ বলে যে, যুদ্ধের জন্য আমাদের ভাতিজাকে আমাদের কাছে একা ছেড়ে দাও এবং তোমরা তাতে নাক গলাবে না। তোমরা যদি পাশে কোথাও অবস্থান কর তাহলে আমরা কিন্তু যুদ্ধ করব না, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের মোটেও উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আনসারদের উত্তর ছিল হতাশাব্যঞ্জক। তাই সে যুদ্ধে আনসারদেরকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে রাসূল ﷺ এর মদিনায় আসার পূর্বে আওস গোত্রের প্রধান ও মদিনার আদিবাসী আবু আমরকে তাদের কাছে পাঠাল।

কিন্তু আবু আমরকে আনসাররা বলতে লাগল, "ওহে ফাসিক" কারো চোখই তোকে দেখে সহানুভূতি জানাবে না।"

প্রশ্ন-৭০৮. কোরাইশদের মহিলা প্রধান কে ছিল যে সেনাবাহিনীর সাথী হয়েছিলেন?

উত্তর : আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনত উতবা।

প্রশ্ন-৭০৯. কে মুসলমানদের সঙ্গে আলাদা যুদ্ধ করার চ্যালেঞ্জ করেছিল?

উত্তর : পতাকা বহনকারী তালহা বিন আবু তালহা আবদে দার।

প্রশ্ন-৭১০. তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম সৈন্য হতে কে এগিয়ে আসল?

উত্তর : যুবাইর বিন আওয়াম (রা)। তিনি সিংহের মতো তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে তার উটের পিঠ থেকে টেনে নিচে ফেলে দিলেন। তারপর তার তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করে ফেলল।

প্রশ্ন-৭১১. এরপর যুবাইর সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, প্রত্যেক নবীর একজন শিষ্য থাকে আর যুবাইর হল আমার শিষ্য।"

প্রশ্ন-৭১২. তালহা বিন আবু তালহার মৃত্যুর পর মুশরিক সেনাবাহিনীর পতাকা কে উত্তোলন করেছিল?

উত্তর : তালহার ভাই উসমান।

প্রশ্ন-৭১৩. তালহার ভাই উসমানকে কে হত্যা করেছিল?

উত্তর : হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)।

প্রশ্ন-৭১৪. পৌত্তলিক সেনাবাহিনীর পতাকার কী পরিণতি হল?

উত্তর : যারাই তাদের পতাকা বহন করেছিল তাদের সকলকে একের পর এক হত্যা করা হতো আর পতাকা মাটিতে পড়ে যেত। শেষে পতাকা বহন করতে আসার মতো কেউ ছিল না। এভাবেই যুদ্ধের ময়দানে সর্বত্র যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৭১৫. মুসলমানরা কীভাবে যুদ্ধ করছিল?

উত্তর : ঈমানের চেতনায় অভিভূত হয়ে এবং আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার বাসনায় তারা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। উহুদ দিবসে মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমি মৃত্যু চাই।

প্রশ্ন-৭১৬. আবু দুজানা কীভাবে যুদ্ধ করছিলেন?

উত্তর : তিনি হিংস্রভাবে যুদ্ধ করছিলেন আর মুশরিকদের সৈন্যদের টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। যারাই তার সামনে দাঁড়িয়েছে তাদের সকলকে তিনি

হত্যা করে ফেলেছেন। তিনি রাসূল ﷺ এর তরবারীর সকল মূল্য প্রদান করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।

প্রশ্ন-৭১৭. হামযা (রা) কীভাবে যুদ্ধ করলেন এবং কীভাবে শহীদ হলেন?

উত্তর : হামযা (রা) মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চমৎকার বীরত্বের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ওয়াহশী বিন হারব তার বল্লম দিয়ে হামযা (রা)-কে শহীদ করেছিল। কারণ তার মনিব ওয়াদা করেছিল যদি সে হামযাকে হত্যা করতে পারে তাহলে সে তাকে মুক্ত করে দিবে। অবশ্য ওয়াহশী পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৭১৮. হানযালা (রা)-কে কীভাবে শহীদ করা হয়?

উত্তর : হানযালা (রা) যিনি ছিলেন নববিবাহিত এবং যিনি জিহাদের জন্য বাসর রাতে স্ত্রীর বিছানা ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন। শাদ্দাদ বিন আসওয়াদের তলোয়ারের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

প্রশ্ন-৭১৯. তীরন্দাজ বাহিনীদের কী অবদান ছিল?

উত্তর : তারা খালিদ বিন ওয়ালিদের এবং তার অশ্বারোহীদের তিনটি আক্রমণ প্রথমবারেই ব্যর্থ করে দেয় এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনীদেরকে পেছন থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ থেকেই তারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়।

প্রশ্ন-৭২০. এরপর মুসলমানরা কী করল?

উত্তর : তারা লুটের মাল সংগ্রহের পিছনে ছুটতে লাগল।

প্রশ্ন-৭২১. তীরন্দাজ বাহিনী কী করল?

উত্তর : যখন মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল, তখন তীরন্দাজদের অধিকাংশরাই একটি মারাত্মক ভুল করে বসল যা সমস্ত পরিস্থিতিটাকে লণ্ডভণ্ড করে পাল্টে দিল এবং যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে মুসলিম সেনাদলের পরাজয়ের মারাত্মক কারণ হয়ে দাঁড়াল। আর তীরন্দাজদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা তাদের নিজস্ব অবস্থান ত্যাগ করে অন্যান্যদের মতো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের পেছনে ছুটল।

প্রশ্ন-৭২২. পাহাড়ে অবশিষ্ট কারা ছিল এবং তাদের কী পরিণতি হল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তার নয় জন লোক নিয়ে সেখানে অবস্থান করেছিলো। খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহীরা তাদের আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলল। যারা এ সুযোগটির জন্যই অপেক্ষা করছিল।

প্রশ্ন-৭২৩. এরপর পলায়নকারী মুশরিকরা কী করল?

উত্তর : তারা মুসলমানদের উপর হামলা করতে আবার ফিরে আসল। উমরা বিনতে আলকামা নাম্নী এক মহিলা পতাকা উত্তোলন করল এবং আরেকবার যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য মূর্তিপূজারীদের পতাকার চারপাশে এনে একত্রিত করল।

প্রশ্ন-৭২৪. মুসলমানদের অবস্থান কী ছিল?

উত্তর : তাদেরকে দুটি যাতাকলের ফাঁদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল।

প্রশ্ন-৭২৫. ঐ সময় রাসূল ﷺ কোথায় ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর পেছনে নয় জন লোকের ছোট্ট একটি দলের মাঝখানে।

প্রশ্ন-৭২৬. কে তাদেরকে অবাক করেছিল?

উত্তর : খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তার অশ্বারোহিরা।

প্রশ্ন-৭২৭. এ নাজুক পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ এর কাছে কী উপায় ছিল?

উত্তর : তার দুটি উপায় ছিল– ১. তার জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাওয়া এবং তার সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করা, ২. তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ডেকে আনা এবং উহুদ পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া।

প্রশ্ন-৭২৮. রাসূল ﷺ কী করার সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি দ্বিতীয় উপায়টি গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিতে মুসলমানদের ডেকে আনলেন কারণ এ পথে মুশরিকরা তার অবস্থান সন্ধান করতে পারে এবং মুসলমানেরা তার কাছে পৌছার পূর্বে মুশরিকরা তার উপর হামলা চালাতে পারে।

প্রশ্ন-৭২৯. মূর্তিপূজারীরা কী তার অবস্থান নির্দিষ্ট করতে পেরেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা তার কাছে পৌছে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

প্রশ্ন-৭৩০. অন্যান্য মুসলমানরা রাসূল ﷺ এর কাছে পৌছার পূর্বে কতজন মুসলমান তাঁর আশেপাশে ছিল?

উত্তর : ৭ জন আনসার ও ২ জন মুহাজিরসহ মোট ৯ জন।

প্রশ্ন-৭৩১. নয়জন সাহাবী ও মূর্তিপূজারীদের মধ্যে কীভাবে যুদ্ধ চলছিল?

উত্তর : তুমুল লড়াই চলছিল। যেহেতু মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করতে চেয়েছিল যিনি ছিলেন তাদের প্রধান লক্ষ্য সেহেতু সাহাবীরা গভীর ভালোবাসা উৎসর্গ করে এবং নিজেদেরকে কোরবানি দিয়ে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করতে কঠিন যুদ্ধ করছিলেন।

প্রশ্ন-৭৩২. এরপর কী ঘটল?

উত্তর : সাতজন আনসার একজনের পর আরেকজন শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাহসিকতার সাথে সাথী বিহীন শত্রুদের বাঁধা দিয়েছিলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ মাত্র দুই জন মুহাজির তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সাথে ছিলেন।

প্রশ্ন-৭৩৩. এরপর শত্রুরা কী করল?

উত্তর : তারা সুযোগটির সুবিধা গ্রহণ করল এবং রাসূল ﷺ কে হত্যা করার জন্য তাদের আক্রমণ ঘনীভূত করল।

প্রশ্ন-৭৩৪. উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস কী করল?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ কে পাথরের ঢিল ছুড়ে মারল।

প্রশ্ন-৭৩৫. এতে রাসূল ﷺ এর কী ক্ষতি হল?

উত্তর : একটি পাথর রাসূল ﷺ এর মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করল এবং যার কারণে তার নিচের মাড়ির ডান দিকের দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং নিচের ঠোঁটে মারাত্মক আঘাত পেলেন।

প্রশ্ন-৭৩৬. উতবা বিন আবু ওয়াক্কাসকে কে হত্যা করলেন?

উত্তর : হাতিব বিন আবি বালতা (রা)।

প্রশ্ন-৭৩৭. উতবার পর রাসূল ﷺ কে কে আক্রমণ করল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী রাসূল ﷺ কে আক্রমণ করে তার কপাল ফাটিয়ে দেয়।

প্রশ্ন-৭৩৮. আব্দুল্লাহ বিন কামিয়া রাসূল ﷺ এর কোথায় আক্রমণ করে?

উত্তর : সে তার তরবারি দিয়ে রাসূল ﷺ এর কাঁধে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেন।

প্রশ্ন-৭৩৯. এটি কি রাসূল ﷺ কে যন্ত্রণা দিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি প্রায় একমাস যাবৎ তাকে কষ্ট দিয়েছিল।

প্রশ্ন-৭৪০. দ্বিতীয়বার ইবনে কামিয়া রাসূল ﷺ এর কোথায় আক্রমণ করে?

উত্তর : সে দ্বিতীয়বার রাসূল ﷺ এর চোয়ালে আঘাত করে।

প্রশ্ন-৭৪১. এতে রাসূল কী পরিমাণ আঘাত পেলেন?

উত্তর : আঘাতটি এতই মারাত্মক ছিল যে, তার লোহার তৈরি হেলমেটের দুটি আংটাই তার পবিত্র চোয়ালের মধ্যে ঢুকে যায়।

প্রশ্ন-৭৪২. রাসূল ﷺ কপালের রক্ত মুছতে মুছতে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. আমার অবাক লাগছে যে কীভাবে লোকেরা তাদের নবীর মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং তার দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে? তারা কি সফল

হবে? এরপর তিনি দোয়া করলেন. হে আল্লাহ! আমার লোকদের তুমি ক্ষমা করে দাও কারণ তাদের কোন জ্ঞান নেই। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে হেদায়েত করে দাও কারণ তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা বুঝে না।

প্রশ্ন-৭৪৩. তালহা ও সা'দ (রা) কীভাবে শত্রুদেরকে চলে যেতে বাধ্য করলেন?

উত্তর : শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা তীর ছুঁড়তে লাগলেন।

প্রশ্ন-৭৪৪. সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসকে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন. আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।

প্রশ্ন-৭৪৫. তালহা সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, কেউ যদি কোন শহীদকে পৃথিবীতে হাটা অবস্থায় দেখতে চায় সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

প্রশ্ন-৭৪৬. কখন বিশিষ্ট সাহাবীরা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে হাজির হলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং সাতজন আনসার নিহত হওয়ার পর তারা এসে হাজির হলেন। সর্বপ্রথম হাজির হলেন রাসূলের অন্যতম সাহাবী আবু বকর (রা)।

প্রশ্ন-৭৪৭. সাহাবীরা কীভাবে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করলেন?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ কে তাদের শরীর ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘিরে ফেললেন। আর আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাদের আকৃতিতে তার গায়েবী সাহায্য পাঠালেন যারা শত্রুদের হাত থেকে রাসূল ﷺ কে রক্ষা করছিলেন।

প্রশ্ন-৭৪৮. আবু উবাইদা কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার দাঁত দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে একের পর এক দুটি আংটাই টেনে বের করে আনলেন। যার ফলে তার সামনের দাঁত পড়ে গেল।

প্রশ্ন-৭৪৯. রাসূল ﷺ কে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য যেসব মুসলিম বীর যোদ্ধারা তার চারদিকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন- আবু দুজানা, মুস'আব বিন উমাইর, আলী বিন আবু তালিব, সুহাইল বিন হানিফ, ওমর বিন খাত্তাব, আবু তালহা, হাতিব বিন আবু বালতা, কাতাদা বিন নুমান ও উম্মে আম্মারাহ (রা)।

প্রশ্ন-৭৫০. আবু দুজানা কীভাবে তীরের হাত থেকে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করলেন?

উত্তর : তিনি রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তার পিঠ দিয়ে তীরের হাত থেকে রাসূলকে রক্ষা করলেন।

প্রশ্ন-৭৫১. রাসূল ﷺ নিজে তীর নিক্ষেপের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি নিজে অনেকগুলো তীর নিক্ষেপ করলেন শেষে তার ধনুকটি চ্যাপ্টা হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৭৫২. কাতাদা বিন নু'মানের কী হল?

উত্তর : যুদ্ধ করার সময় তার চোখে এমন আঘাত লাগল যে, তা চোয়ালে এসে পড়ল।

প্রশ্ন-৭৫৩. রাসূল ﷺ তখন কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার হাত দিয়ে এগুলো পুনরায় কোটরে রেখে দিলেন এবং এটি অনেক ভাল হয়ে গেল আর দুটি চক্ষুই আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে গেল।

প্রশ্ন-৭৫৪. আব্দুর রহমান বিন আওফ কীভাবে যুদ্ধ করলেন?

উত্তর : তিনি এতই হিংস্রভাবে যুদ্ধ করলেন যে তার মুখমণ্ডলে মারাত্মক আঘাত পেলেন। তিনি ২০টি আঘাত ভোগ করেছিলেন। পায়ে কিছু আঘাত পেলেন যার কারণে তিনি খোড়া হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন-৭৫৫. মুস'আব বিন উমাইর (রা)-এর কী হল?

উত্তর : যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

প্রশ্ন-৭৫৬. রাসূল ﷺ নিহত হয়ে গেছেন এ বলে ইবনে কাইমা চিৎকার করল কেন?

উত্তর : মুস'আব বিন উমাইরকে নিহত দেখে সে চিৎকার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে গেছেন কারণ মুস'আব (রা)-এর সঙ্গে রাসূলের চেহারার কিছুটা মিল ছিল।

প্রশ্ন-৭৫৭. এর ফল কী হল?

উত্তর : এ গুজবের ফলে মুসলমানদের মানসিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৭৫৮. মুস'আব বিন উমাইর শহীদ হওয়ার পর কে পতাকা উত্তোলন করেন?

উত্তর : আলী বিন আবু তালিব (রা)।

প্রশ্ন-৭৫৯. কে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ কে দেখতে পান?

উত্তর : কা'ব বিন মালিক (রা)। তিনি আনন্দে চিৎকার করতে লাগলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কোথায় রাসূল ﷺ জীবিত আছেন।"

প্রশ্ন-৭৬০. চিৎকারের সাথে সাথে কতজন মুসলমান ঐ দিকে ছুটে গেলেন?

উত্তর : প্রায় ৩০ জন।

প্রশ্ন-৭৬১. তাদের সাথে রাসূল ﷺ কোনদিকে সরে গেলেন?

উত্তর : পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন।

প্রশ্ন-৭৬২. হারিস বিন সিমমা (রা)-এর কী হল?

উত্তর : তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন জাবির যে আবু দুজানা (রা) কে হত্যা করেছিল সে ঘাতক তার উপর আক্রমণ চালায় এবং তাকে মারাত্মক আঘাত করে।

প্রশ্ন-৭৬৩. মুসলমানরা কোথায় আশ্রয় নেন?

উত্তর : তারা উহুদ পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নেন।

প্রশ্ন-৭৬৪. যখন উবাই বিন খালফ রাসূল ﷺ-কে হত্যার চেষ্টা করল তখন তিনি কী করলেন ?

উত্তর : রাসূল ﷺ হারিস বিন সিমমা থেকে একটি বল্লম নিয়ে উবাইকে আঘাত করলেন। আঘাতটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাকে মক্কায় নেয়ার সময় পথিমধ্যেই সে মারা যায়।

প্রশ্ন-৭৬৫. রাসূল ﷺ পাহাড়ের উপরে উঠার সময় যখন বড় শিলা খণ্ডটি তাকে বাধা দিয়েছিল তখন তিনি কীভাবে উপরে উঠলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ পাহাড়ে উঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন কিন্তু ক্লান্ত ও মারাত্মক আঘাত থাকায় তিনি উঠতে পারেননি। তাই তালহা (রা) এমনভাবে বসলেন যে রাসূল ﷺ তার পিঠের উপর দাঁড়ালেন। এরপর তিনি উপরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত তালহার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন-৭৬৬. রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, এ কাজের জন্য তালহা জান্নাতের উপযুক্ত।

প্রশ্ন-৭৬৭. যখন মুশরিকরা পুনরায় রাসূল ﷺ এর প্রাণনাশের চেষ্টা করল তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন মূর্তিপূজারীরা যেন উপরে উঠতে না পারে।

প্রশ্ন-৭৬৮. মুশরিকরা কি রাসূল ﷺ এর নিকট আসতে পেরেছিল?

উত্তর : না, ওমর বিন খাত্তাব (রা) ও অন্যান্য মুহাজিররা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিল।

প্রশ্ন-৭৬৯. যুদ্ধের পর মুশরিকরা শহীদদের সঙ্গে কী করেছিল?

উত্তর : তারা শহীদদের নাক, কান কেটে ফেলল ও এমনকি তাদের পেট কেটে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলল।

প্রশ্ন-৭৭০. হিন্দা বিনতে উতবা কী করল?

উত্তর : সে হামজা (রা)-এর বুক ছিঁড়ে কলিজা বের করে তা চিবাতে লাগল। এমনকি সে শহীদদের নাক, কান দিয়ে গলার হার ও পায়ের নুপুর বানিয়েছিল।

প্রশ্ন-৭৭১. মুসলিম মুনাফিকরা যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে মদিনায় এসেছিল তাদের সঙ্গে উম্মে আইমান (রা) কেমন আচরণ করলেন?

উত্তর : তিনি তাদের মুখমণ্ডলে ময়লা নিক্ষেপ করলেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন।

পশ্ন ৭৭২. এরপর তিনি কি করলেন?

উত্তর : তিনি আঘাতপ্রাপ্ত মুসলমানদের জন্য পানি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দৌড়ে গেলেন।

প্রশ্ন-৭৭৩. তার কী অবস্থা হল?

উত্তর : হিববান বিন আরকা তার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করল। যার ফলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার কাপড়-চোপড় হাল্কা উপরে উঠে গেল। এ দৃশ্য দেখে মূর্তি পূজারীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

প্রশ্ন-৭৭৪. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি প্রতিশোধের জন্য সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসকে একটি তীর দিলেন। তিনি তীরটি এমনভাবে নিক্ষেপ করলেন যে, তীরটি গিয়ে ঐ কাফিরের কণ্ঠ পর্যন্ত ভেদ করল। কাফিরটি মাটিতে পড়ে গেল এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অনাবৃত হয়ে গেল। আর রাসূল ﷺ তার এ দৃশ্য দেখে এতই হাসলেন যে, তার দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

প্রশ্ন-৭৭৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান কী বলে গেল?

উত্তর : সে বলল, আমরা আগামী বছর আবারও বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে মোকাবেলা করব।

প্রশ্ন-৭৭৬. রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে তার উত্তরে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে প্রতি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ এটি আমাদের ও তাদের জন্য একটি হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা।

প্রশ্ন-৭৭৭. রাসূল ﷺ মুশরিকদের পেছনে আলী (রা)-কে কেন পাঠালেন? তিনি তাকে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি আলী (রা)-কে মুশরিকদের পেছনে পাঠালেন কারণ মুশরিকরা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে নাকি মদিনার দিকে যাচ্ছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তিনি তাকে বললেন, মুশরিকরা যদি উটে আরোহণ করে তাহলে বুঝবে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে আর যদি তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে তাহলে বুঝবে তারা মদিনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আলী (রা) দেখলেন যে তারা সবাই উটে আরোহণ করছে।

প্রশ্ন-৭৭৮. কোরাইশদের চলে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি আঘাতপ্রাপ্ত মুসলিমদেরকে খুঁজে বের করতে লোক পাঠালেন।

প্রশ্ন-৭৭৯. উসাইরিয়া (রা)-কে ছিলেন? রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন একজন নওমুসলিম। এমনকি তিনি এক ওয়াক্ত সালাতও পড়েননি। কিন্তু তিনি ইসলামের জন্য যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করলেন। রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে বললেন, " উসাইরিয়া হল জান্নাতের একজন অধিবাসী।

প্রশ্ন-৭৮০. কাযযান কে ছিলেন? তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : সে ছিল একজন মোনাফিক। যে হিংস্রভাবে তুমুল যুদ্ধ করেছিল এবং সাত-আটজন মূর্তিপূজারীদেরকে হত্যা করেছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল তার গোত্রের মর্যাদা রক্ষা। কাযযান সম্পর্কে রাসূল ﷺ বললেন, সে একজন জাহান্নামের অধিবাসী। পরবর্তীতে কাযযান যখন তার ক্ষতস্থানের ব্যথা সহ্য করতে পারল না তখন সে আত্মহত্যা করে।

প্রশ্ন-৭৮১. মুখাইরিক কে ছিল? সে কী বলেছিল?

উত্তর : সে ছিল একজন ইয়াহুদি, যে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। সে বলল, "আমি যুদ্ধে নিহত হই তাহলে আমার সম্পদ রাসূল ﷺ এর কাছে হস্তান্তর করবে।

প্রশ্ন-৭৮২. শহীদদেরকে কীভাবে দাফন করা হল?

উত্তর : শহীদদের বর্ম ও চামড়ার কাপড়গুলো রেখে গোসল ছাড়াই যেখানে তাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল সেখানেই তাদের দাফন করা হল। দুই-তিনজন শহীদকে একটি কবরে দাফন করা হল।

প্রশ্ন-৭৮৩. মুখাইরিক সর্ম্পকে রাসূল কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "মুখাইরিক হল সবচেয়ে ভাল ইয়াহুদী।"

প্রশ্ন-৭৮৪. হানযালাকে কেন 'গাসিলুল মালাইকা' (ফেরেশতা দ্বারা গোসল করা ব্যক্তি) উপাধি দেয়া হল?

উত্তর : কারণ জিহাদের রজনীতে তিনি স্ত্রী সহবাস করার কারণে অপবিত্র ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর সাথে থাকাকালে জিহাদের ডাক শুনে ফরজ গোসল ছাড়াই জিহাদের ময়দানে ছুটে গেলেন এবং শহীদ হলেন। তাই ফেরেশতারা তাকে গোসল দিয়েছিল। সে জন্য হানযালাকে 'গাসিলুল মালাইকা' উপাধি দেয়া হয়।

প্রশ্ন-৭৮৫. হামযা (রা)-কে কার সাথে কবর দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : হামযাকে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা)-এর সাথে দাফন করা হয় যিনি ছিলেন তার ভাগিনা এবং তার পালক ভাই।

প্রশ্ন-৭৮৬. উহুদ যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হয়েছিল?

উত্তর : ৬৫ জন আনসার, ৪ জন মুহাজির ও ১ জন ইয়াহুদীসহ মোট ৭০ জন।

প্রশ্ন-৭৮৭. কতজন মুশরিকদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : ৩৭ জন।

প্রশ্ন-৭৮৮. গাযওয়ায়ে হামরা আল-আসাদের পটভূমি কী ছিল?

উত্তর : উহুদ যুদ্ধের পর দিন ৮ শাওয়াল এটি সংঘটিত হয়। উহুদ যুদ্ধের পর রাসূল যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাত কাটালেন। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন যে, পৌত্তলিকরা যখন বুঝবে যে, তারা তাদের ঘোষিত বিজয়ের কিছুই কাজে লাগাতে পারেনি তখন তারা মক্কা যাওয়া থেকে মদিনায় আসার চিন্তা করতে পারে। সেজন্য তিনি মক্কার সৈন্যবাহিনীদের পিছু ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। আর মুসলিম সৈন্যবাহিনী হামরা আল-আসাদে শিবির স্থাপন করলেন।

প্রশ্ন-৭৮৯. মক্কার লোকদের গোপন চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য রাসূল কী করলেন?

উত্তর : যখন মাবাদ বিন আবু মাবাদ রাসূল-এর নিকট আসলেন এবং মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখাল রাসূল তাকে বললেন, তুমি আবু

সুফিয়ানের কাছে যাও এবং তাকে গিয়ে বল যে, আপনার পিছনে মুসলমানদের বিশাল সৈন্যবাহিনী আসছে। আবু সুফিয়ান যেন এটা শুনে মদিনা আক্রমণের জন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিতে না পারে।

প্রশ্ন-ঃ ৭৯০. মাবাদ কী করেছিল?

উত্তর : মাবাদ কোরাইশদের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বলল যে, মুহাম্মদ ﷺ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে। এরপর মক্কার লোকেরা মনে করল যে, আমাদের এখন মক্কায়ই ফিরে চলে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন-৭৯১. রাসূল ﷺ কতদিন যাবৎ হামরা আল-আসাদে অবস্থান করলেন?

উত্তর : তিন দিন।

৪২. হিজরতের চতুর্থ বছর

প্রশ্ন-৭৯২. হিজরতের চতুর্থ বছরে কোন দুটি শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : 'মাউনা ঝর্ণার' শোকাবহ ঘটনা ও রাজীর' দুর্ঘটনা– দুটিই সফর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৭৯৩. 'রাজীর' দুর্ঘটনা কী ছিল?

উত্তর : দশজন মুসলিম ধর্ম প্রচারককে বিশ্বাস ঘাতকতার সাথে কৌশলে ধরে কাফিররা তাদেরকে জেদ্দা ও রাবিহর মাঝখানে রাজি নামক স্থানে হত্যা করে ফেলল।

প্রশ্ন-৭৯৪. এ শোকাবহ ঘটনার সূচনা কী?

উত্তর : একদিন আযাল ও কারাহ গোত্র হতে এক প্রতিনিধি রাসূল ﷺ এর নিকট আসল এবং তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবীদের একটি দল পাঠাতে রাসূলের কাছে অনুরোধ করল। রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে ১০ জন সাহাবী পাঠালেন। এরপর তারা যখন রাজি নামক জায়গায় পৌছলেন তখন বানী লিহিয়ান গোত্রের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের চারদিকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালায়। যার ফলে সাতজন মুসলমানকে শহীদ ও তিনজনকে বন্দী করা হয়।

প্রশ্ন-৭৯৫. আইন লজ্ঘনকারীদের চুক্তিপত্রের চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে যে সাহাবী প্রতিবাদ করেছিল তার কী পরিণতি হল?

উত্তর : তাকেও শহীদ করা হল।

প্রশ্ন-৭৯৬. বাকী দুইজন সাহাবীর সঙ্গে অপরাধীরা কী করল?

উত্তর : ৭০ জন কুরআন পাঠককে রাসূল ﷺ নজদবাসীর লোকদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু যখন তারা বানী আমির, হারাব ও সালিম বাসীর মাঝে মাউনা নামক স্থানে পৌছলেন তখন বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল এবং আমির বিন উমাইয়া (রা) ছাড়া বাকি সবাইকে শহীদ করে ফেলল।

প্রশ্ন-৭৯৭. 'মাউনা ঝর্ণার' শোকাবহ ঘটনাটি কী?

উত্তর : ৭০ জন কুরআন পাঠককে রাসূল ﷺ নজদবাসীর লোকদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু যখন তারা বানি আমির, হারাব ও সালিম বাসীর মাঝে 'মাউনা' নামক স্থানে পৌছলেন তখন বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল এবং আমির বিন উমাইয়া (রা) ছাড়া বাকি সবাইকে শহীদ করে ফেলল।

প্রশ্ন-৭৯৮. মদিনায় ফিরে আসার সময় পথে আমর বিন উমাইয়া (রা) কী করলেন?

উত্তর : তার সাথীদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি বানি কিলাব গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেললেন।

প্রশ্ন-৭৯৯. পরবর্তীতে তিনি কী জানতে পারলেন?

উত্তর : পরবর্তীতে তিনি জেনে আসলেন যে বানী কিলাব গোত্র রাসূল ﷺ এর কাছে অঙ্গীকার দিয়েছিল।

প্রশ্ন-৮০০. রাসূল ﷺ এর সাহাবীদেরকে যারা খুন করেছিল তাদের জন্য আল্লাহর কাছে তিনি কী দোয়া করলেন?

উত্তর : 'রাজি' ও 'মাউনার' শোকাহত ঘটনায় রাসূল ﷺ এত গভীর মর্মাহত হলেন যে, তিনি প্রায় ৩০ দিন যাবৎ হামলাকারী খুনীদের জন্য আল্লাহর গযবের প্রার্থনা করলেন। (কুনূতে নাযেলা পড়লেন)

প্রশ্ন-৮০১. রাসূল ﷺ ঐ বছর কতটি সারিয়া পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : ২টি– ১. সারিয়ায়ে আবু সালামাহ (রা),
২. সারিয়ায়ে ইবনে উমাইস (রা)।

প্রশ্ন-৮০২. ঐ বছর কতটি গাযওয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর : দুইটি। গাযওয়ায়ে বানী নাযির ও গাযওয়ায়ে দ্বিতীয় বদর।

প্রশ্ন-৮০৩. গাযওয়ায়ে বানী নাযিরের পেছনে কারণ কী ছিল?

উত্তর : একবার রাসূল ﷺ আবু বকর ও ওমরকে সঙ্গে নিয়ে আমর বিন উমাইয়া দাযারি (রা) কর্তৃক ভুলে হত্যাকৃত ব্যক্তিদের রক্তপণ তালাশ করতে

বানী নাযির গোত্রের ইয়াহুদিদের কাছে যান। তখন তারা রাসূলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্ন-৮০৪. ইয়াহুদিরা রাসূলকে কী বললেন?

উত্তর : তারা তাঁকে তাদের ঘরে গিয়ে বসতে বললেন এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন।

প্রশ্ন-৮০৫. ইতোমধ্যে তারা কী পরিকল্পনা করল?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ এর মাথার উপর বড় পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।

প্রশ্ন-৮০৬. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে দ্রুত মদিনায় ফিরে গেলেন কারণ জিবরাঈল এসে রাসূল ﷺ কে ইয়াহুদিদের কুচক্রান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন-৮০৭. বানী নাযির গোত্রের ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ কী ব্যবস্থা নিলেন?

উত্তর : তিনি মোহাম্মদ বিন মাসলামাহ (রা)-কে বানী নাযির গোত্রের লোকদের কাছে পাঠালেন এবং তাদেরকে ১০ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। নচেৎ তারা মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

প্রশ্ন-৮০৮. বানী নাযির গোত্রের লোকদেরকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই কি পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : সে রাসূল ﷺ এর চরমপত্র উপেক্ষা করতে তাদেরকে প্ররোচিত করল এবং তাদেরকে তাদের বাড়িতেই থাকতে বলল। সে তার ২ হাজার সাথী দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিল এবং বানী কুরাইযা ও বানী গাতফান গোত্র থেকে তাদের সাহায্য আসার ব্যাপারে নিশ্চিত করল।

প্রশ্ন-৮০৯. ইয়াহুদিরা রাসূল ﷺ কে কেমন উত্তর দিল?

উত্তর : তারা ঐ পরিস্থিতি নিয়ে মোটেও হতাশ ছিল না। বরং তারা আত্ম বিশ্বাসী ছিল এবং মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। তাদের নেতা হুআই বিন আখতাব রাসূল ﷺ কে একটি বার্তা পাঠাল, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছাড়ব না, তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর।

প্রশ্ন-৮১০. রাসূল ﷺ প্রতি উত্তর পেয়ে কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লেন। মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রায় ১৫ দিন যাবৎ বানী নাযীরকে অবরোধ করে রাখলেন। এটি ছিল চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা।

প্রশ্ন-৮১১. বানী কুরাইযা ও বানী গাতফানের মুনাফিকরা বানী নাযিরকে সাহায্য করতে এসেছিল?

উত্তর : না, তারা তাদের সাহায্য করার অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হল।

(সূরা ৫৯– হাশর : আয়াত নং ১১-১২)

প্রশ্ন-৮১২. বানী নাযির গোত্রের লোকেরা কী করল?

উত্তর : তারা তাদের ঘন খেজুর গাছের মাঠের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল।

প্রশ্ন-৮১৩. এরপর মুসলমানদেরকে কী আদেশ করা হল?

উত্তর : তাদেরকে ঐ খেজুর গাছগুলো কেটে তা পুড়ে ফেলার আদেশ করা হল। তারপর ইয়াহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হল এবং মদিনা ছাড়তেও রাজি হল।

প্রশ্ন-৮১৪. রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে কী কী জিনিস নেয়ার অনুমতি দিলেন?

উত্তর : তিনি তাদের অস্ত্র ছাড়া উটগুলো যে পরিমাণ মাল-পত্র বহন করতে পারে সে পরিমাণ জিনিস নিতে তাদের অনুমতি দিলেন। তাই তারা তাদের মালিকানাধীন সকল কিছু নিয়ে গেল। আর ৬০০ উটের উপর এগুলো বোঝাই করা হয়েছিল। (সূরা–৫৯ হাশর : আয়াত নং ২)

প্রশ্ন-৮১৫. তারা কোথায় গেল?

উত্তর : তাদের কিছুসংখ্যক তাদের নেতা হুআই বিন আখতাব ও সালাম বিন আবি আল-হুকাইক এর সঙ্গে খাইবারের দিকে চলে গেল। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

প্রশ্ন-৮১৬. কতজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : ২ জন ব্যক্তি, ইয়ামীন বিন আমর ও আবু সা'দ বিন ওহাব নামক দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন-৮১৭. কখন দ্বিতীয় গাযওয়ায়ে বদর অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলে ৪র্থ হিজরীর শা'বান মাসে।

প্রশ্ন-৮১৮. এ গাযওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : আবু সুফিয়ান ২০০০ পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হল এবং মাজান্নাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। সে জন্য রাসূল ﷺ ১৫০০ সাহাবী নিয়ে পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

প্রশ্ন-৮১৯. যুদ্ধ করার জন্য মক্কার লোকেরা কি আগ্রহী ছিল?

উত্তর : না তারা আগ্রহী ছিল না।

প্রশ্ন-৮২০. আবু সুফিয়ান তার লোকদের কী প্রস্তাব করল এবং কেন?

উত্তর : সে পানি ও খাদ্য সরবরাহের অভাবের কারণে তার লোকদেরকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করল। তারাও এ প্রস্তাবে রাজি হল।

প্রশ্ন-৮২১. রাসূলﷺকতদিন সেখানে অবস্থান করেন?

উত্তর : আট দিন।

প্রশ্ন-৮২২. ঐ বছর আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করে?

উত্তর : ঐ বছর শা'বান মাসে রাসূলﷺ-এর ছোট নাতি এবং আলী বিন আবি তালিবের ছোট ছেলে হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৮২৩. ঐ বছর রাসূল ﷺ এর কাছে ওহীর মাধ্যমে কী নিষিদ্ধ করা হয়?

উত্তর : মদপান।

প্রশ্ন-৮২৪. রাসূলﷺকখন যাইনাব বিনত খুযাইমাকে বিয়ে করেন?

উত্তর : যাইনাবের স্বামী আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হবার পর রাসূলﷺতাকে বিয়ে করেন। রাসূলﷺএর সঙ্গে বিয়ের তিন মাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন-৮২৫. কখন রাসূল ﷺ আবু সালামাহ মাখযুমির বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রা)-কে বিয়ে করেন?

উত্তর : ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে।

প্রশ্ন-৮২৬. রাসূল ﷺ কাকে হিব্রু ও সিরিয়ার ভাষা শিখতে আদেশ করলেন এবং কেন?

উত্তর : যায়িদ বিন সাবিত (রা)-কে ঐ দুটি ভাষা শিখতে আদেশ করলেন, যাতে তিনি ঐ ভাষায় আসা চিঠির অনুবাদ করতে পারেন এবং এ দুটি ভাষায় বাহিরেও চিঠি আদান-প্রদান করতে পারেন।

৪৩. হিজরতের পঞ্চম বছর

প্রশ্ন-৮২৭. কখন গাযওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল সংঘটিত হয়?
উত্তর : ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন-৮২৮. রাসূল ﷺ দুমাতুল জানদালের আশেপাশের লোকদের সম্পর্কে কী শুনতে পেলেন?
উত্তর : তিনি শুনতে পেলেন যে, তারা লুটতরাজ ও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত এবং মদিনায় ছিনতাই করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশ্ন-৮২৯. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?
উত্তর : তিনি এক হাজার মুসলমান সঙ্গে নিয়ে দুমাতুল জানদালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তারা রাত্রিবেলায় সফর করলেন এবং দিনের বেলায় বিশ্রাম নিলেন এ কারণে যে শত্রুদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় যেন পাকড়াও করতে পারেন।

প্রশ্ন-৮৩০. কাকে মদিনার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হল?
উত্তর : শিবা বিন আরফাতাহ্ গিফারি (রা)-কে।

প্রশ্ন-৮৩১. মুসলমানরা গন্তব্যস্থলে গিয়ে কী দেখলেন?
উত্তর : তারা দেখল যে ডাকাতরা অন্য জায়গায় চলে গেছে। তাই তারা তাদের গবাদি পশু ও মেষপালককে আটক করলেন।

৪৪. গাযওয়ায়ে আহ্যাব (খন্দকের যুদ্ধ)

প্রশ্ন-৮৩২. গাযওয়ায়ে খন্দক কখন সংঘটিত হয়?
উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

প্রশ্ন-৮৩৩. এ যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল কারা?
উত্তর : ইয়াহুদিরা। তাদেরকে খায়বারে নির্বাসিত করার পর তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নিয়মিত ষড়যন্ত্রের ফঁন্দি আটতে লাগল, কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল ছিল খুবই কাপুরুষোচিত।

প্রশ্ন-৮৩৪. তারা কী করল?
উত্তর : ইয়াহুদিদের বিশজন নেতা মক্কায় গেল এবং তাদেরকে সকল সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করে মুসলমানদের উপর হামলা চালাতে কোরাইশদের উত্তেজিত করল। কোরাইশদের যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইল তারা ভাবল এটা হল তাদের অবস্থান ফিরিয়ে আনার একটি সোনালী সুযোগ। তাই তারা ইয়াহুদিদের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। এরপর ইয়াহুদিদের

প্রতিনিধি একই প্রস্তাব নিয়ে বানী গাতফান ও আরবের অন্যান্য গোত্রের কাছে গেল। ফলে সকল মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ কাফির মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এ কারণেই এটি গাযওয়ায়ে আহ্যাব বা মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৮৩৫. কতজন পৌত্তলিক সৈন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল?

উত্তর : কোরাইশ, কিনানাহ ও অন্যান্য গোত্রের (চার হাজার) ৪০০০ এবং বানী সালীম, গাতফান ও বানী মুররাহ গোত্রের ছয় হাজারসহ মোট ১০,০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌত্তলিকেরা মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

প্রশ্ন-৮৩৬. রাসূল ﷺ যখন তাদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি মদিনাকে কীভাবে রক্ষা করা যায় সে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে একটি সমাবেশ করলেন।

প্রশ্ন-৮৩৭. মদিনার প্রতিরক্ষার জন্য মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করার জন্য কে পরামর্শ দিল?

উত্তর : সালমাল ফার্সি (রা)।

প্রশ্ন-৮৩৮. এ প্রস্তাব কি অনুমোদিত হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, রাসূল ﷺ ও তাঁর উপদেষ্টা কমিটি এটি অনুমোদন করলেন এবং মুসলমানরা মদিনার উত্তর দিকের চারদিকে পরিখা খননের কাজ শুরু করে দিলেন। আর অন্য সকল দিক পাহাড় ও খেজুর বাগানে আবদ্ধ ছিল। তখন থেকে এটি গাযওয়ায়ে খন্দক বা পরিখা খননের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৮৩৯. পরিখা খননের সময় কী কী অলৌকিক ঘটনা দেখা গিয়েছিল?

উত্তর :

১. একবার জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাসূল ﷺ কে ক্ষুধার্ত দেখে একটি ভেড়া জবাই করলেন, কিছু গোশত রান্না করলেন এবং রাতে রাসূল ﷺ কে খাবার খেতে আসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ যারা পরিখা খনন করছিল তাদের সকলকে ডাকলেন তারা সকলেই তাদের পেট পুরে খেয়েছিল কিন্তু খাবার মোটেই কমেনি।

২. একজন মহিলা একমুষ্টি খেজুর এনে রাসূলকে দিলেন তিনি এগুলো তার চাদরে রেখে সাহাবীদেরকে ডেকে খেতে বললেন। আশ্চার্যজনকভাবে খেজুরের সংখ্যা বেড়েই চলল।

৩. খনন করার সময় একটি কঠিন পাথর আসন্ন বাধা হয়ে দেখা দিল। বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে জানানো হলে তিনি একটি কোদাল নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলে হঠাৎ এটি মরুভূমির নরম বালিতে পরিণত হয়ে গেল।

প্রশ্ন-৮৪০. পরিখা খনন করতে কতদিন লেগেছিল?

উত্তর : প্রায় ১৫ দিন।

প্রশ্ন-৮৪১. মুসলমানরা কীভাবে নিজেদেরকে গঠন করেছিল?

উত্তর : তাদের পিছন দিকে ছিল শিলা পর্বত। আর সামনে তাদের ও কাফিরদের প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিল গর্ত।

প্রশ্ন-৮৪২. বিশাল গর্ত দেখে পৌত্তলিক সৈন্যরা কী করল?

উত্তর : তারা মদিনা অবরোধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিল এবং গর্ত ভেদ করে কীভাবে মদিনায় প্রবেশ করতে পারে সে কৌশল বের করার চেষ্টা শুরু করে দিল।

প্রশ্ন-৮৪৩. শত্রুদেরকে বাধা দিতে মুসলমানরা কী করল?

উত্তর : মুসলমানরা শত্রুদেরকে গর্তের যে কোন ফাঁকের নিকটবর্তী কিংবা পার হওয়া থেকে বাধা দিতে তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

প্রশ্ন-৮৪৪. কাফিরদের কোন দল খন্দক ও শিলা পর্বতের মধ্যখানের জলাভূমিবিশিষ্ট জায়গা পার হতে পেরেছিল?

উত্তর : কাফিরদের একটি দল আমর আবদ উদ, ইকরিমা বিন আবু জাহেল ও দিরার একত্রিত হয়ে গর্তটি পার হল এবং মুসলমানদেরকে আলাদা যুদ্ধ করার ঘোষণা দিল।

প্রশ্ন-৮৪৫. তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে কাকে নির্দেশ করা হল?

উত্তর : আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে। যিনি সামান্য আঘাতে আমর আবদ উদকে হত্যা করে ফেললেন এবং বাকিরা ভয়ে পালাতে বাধ্য হলো।

প্রশ্ন-৮৪৬. মুসলমানরা কীভাবে কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা করলেন?

উত্তর : পরপর তীর নিক্ষেপ করার কারণে মুসলমানরা কিছু সালাত সঠিক সময়ে আদায় করতে পারেননি। আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাত কাযা হওয়ার কারণে এতই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি কাফিরদের জন্য অনেক অভিশাপ করলেন।

প্রশ্ন-৮৪৭. কতজন মুসলমান শহীদ হলেন?

উত্তর : ছয়জন।

প্রশ্ন-৮৪৮. কতজন মুশরিক নিহত হয়?

উত্তর : দশজনকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় আর দুই একজনকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন-৮৪৯. সা'দ বিন মু'আয (রা)-এর কী হল?

উত্তর : তিনি একটি তীর বিদ্ধ হলেন যা তার ধমনীকে ছিদ্র করে দিল।

প্রশ্ন-৮৫০. মুসলমানদের অবস্থাকে আরো নাজুক করতে বানী নাযির গোত্রের প্রধান হুআই বিন আখতাব কী করল?

উত্তর : সে বানী কুরাইযার নেতা কা'ব বিন আসাদের নিকট গেল। যিনি রাসূল ﷺ এর সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই করেছিলেন। যার সঙ্গে রাসূল ﷺ এর একটি চুক্তি ছিল। হুআই তাকে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করতে উত্তেজিত করতে লাগল এবং মৈত্রিচুক্তিবদ্ধ যুদ্ধে সাহায্য করতে বলল।

প্রশ্ন-৮৫১. কা'ব বিন আসাদ কি তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। এভাবেই বানী কুরাইযা মুসলিম নারী ও শিশু আশ্রিত শিবিরে হামলা করার পরিকল্পনা করে।

প্রশ্ন-৮৫২. তারা কি নারী ও শিশুদের দুর্গে হামলা করেছিল?

উত্তর : একজন ইয়াহুদির মৃত্যুর পর, তারা ভাবল যে, নারী ও শিশুরা মুসলিম যোদ্ধাদের মুজাহিদ কর্তৃক সুরক্ষিত। তাই তারা হামলা থেকে বিরত থাকল।

প্রশ্ন-৮৫৩. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তদন্ত করার জন্য খুব দ্রুত চারজন লোক পাঠালেন আর তারা রাসূলকে খবর দিল যে, ইয়াহুদিরা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছে যে, মুসলমানদের সঙ্গে আর কোন চুক্তি থাকতে পারে না। এরপর রাসূল ﷺ মুসলিম মহিলা ও শিশুদের রক্ষার জন্য কিছু মুজাহিদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন।

প্রশ্ন-৮৫৪. মুনাফিকরা কী করল?

উত্তর : তারা পারস্য (ইরান) ও সিরিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখে মুসলমানদের সঙ্গে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা দুঃস্বপ্নের বীজ বপন করা শুরু করল। আর তাদের ঘর বাড়ির প্রতিরক্ষার জন্য বের হওয়ার ভান করল। যদিও হুমকি প্রদর্শনের মত তাদের কিছুই ছিল না।

প্রশ্ন-৮৫৫. রাসূল ﷺ নু'আইম বিন মাসউদকে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন?

উত্তর : নু'আইম বিন মাসউদ রাসূল ﷺ কে এসে বললেন যে, তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তার লোকেরা তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত নন। তাই রাসূল ﷺ তাকে আক্রমণাত্মক আগ্রাসী আরব জাতি ও ইয়াহুদিদের মাঝে সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি করতে আদেশ করলেন আর নু'আইম বিন মাসউদ কাফিরদের মাঝে ঝগড়া বাধানোর পরিকল্পনা করেছিল।

প্রশ্ন-৮৫৬. নু'আইম বিন মাসউদ কি তার পরিকল্পনায় সফল হয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। শত্রুদের ঐক্যে ফাটল ধরার কারণে যুদ্ধ পরিস্থিতির চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

প্রশ্ন-৮৫৭. ঐ মুহূর্তে মুসলমানদেরকে আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করলেন?

উত্তর : তিনি এক ঝড় পাঠালেন যা কাফিরদের তাঁবুসমূহ ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করে দিল। তাদের রান্না-বান্নার পাত্রসমূহ উড়িয়ে দিল এবং তাদেরকে ক্লান্ত করে দিল। আল্লাহ্ আরো পাঠালেন ফেরেশতাগণ যারা কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন-৮৫৮. অবশেষে কাফিররা কী সিদ্ধান্ত নিল?

উত্তর : তারা তাদের লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়ে অবরোধ উঠিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রশ্ন-৮৫৯. এরপর রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি আনন্দের সাথে বললেন, আমরা এখন তাদেরকে আক্রমণ করব। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারেনি।

৪৫. গাযওয়ায়ে বানী কুরাইযা

প্রশ্ন-৮৬০. খন্দক যুদ্ধ থেকে রাসূল ﷺ ফিরে আসার পর পরই তাঁর কাছে জিবরাঈল কী ওহী নিয়ে আসলেন?

উত্তর : জিবরাঈল ওহী নিয়ে এলেন যে, রাজবৈরী কুরাইশরা গোত্রের লোকদের বাসস্থানের মুখোমুখি হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তিনি আরো বললেন যে, তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন শত্রুদের দুর্গগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিতে।

প্রশ্ন-৮৬১. রাসূল ﷺ তার মুয়াযযিনকে কী করতে হুকুম করলেন?

উত্তর : তিনি মুয়াযযিনকে বানী কুরাইযার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে তাদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য সকলকে আদেশ করলেন।

প্রশ্ন-৮৬২. রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কতজন মুসলমান শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর : তিন হাজার পদাতিক সৈন্যবাহিনী ও ত্রিশজন অশ্বারোহী তাঁর সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৮৬৩. বানী কুরাইযা গোত্রের লোকদের বাসস্থানে পৌছে মুসলমানেরা কী করল?

উত্তর : মুসলিম বাহিনী তাদের দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল।

প্রশ্ন-৮৬৪. ইয়াহুদিদের নেতা কা'ব বিন আসাদ যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিল সেগুলো কি?

উত্তর :

১. হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীনে প্রবেশ করে স্বীয় জানমাল এবং সন্তান সন্ততির ধ্বংস প্রাপ্তি থেকে রক্ষা করবে, এ প্রস্তাব উপস্থাপনকালে কা'ব বিন আসাদ এ কথাও বলেছিল যে, 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন প্রকৃতই একজন নবী এবং রাসূল। অধিকন্তু তিনি হচ্ছেন সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা স্বীয় আল্লাহর কিতাবে অবগত হয়েছ।'

২. অথবা স্বীয় সন্তান সন্ততিগণকে স্বহস্তে হত্যা করব। অতঃপর তলোয়ার উত্তোলন করে নবী ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করবে। পরিণামে হয় আমরা বিজয়ী হব, নতুবা সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাব।

৩. অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাব কেরাম ﷺ-কে ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিবস তাঁদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, এ দিবসে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হবে না।

প্রশ্ন-৮৬৫. ইয়াহুদিরা কেন আত্মসমর্পণ করল?

উত্তর : তাদের শক্তিশালী অবস্থান ও খাদ্য মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তাদের মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণ, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাদের মানসিক শক্তি ভেঙ্গে দিলেন। (সূরা-৫৯ হাশর : আয়াত নং ২)

প্রশ্ন-৮৬৬. মুসলমানদের অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : তারা মরুভূমির খালি জায়গায় ঠাণ্ডায় দুঃখ-কষ্টে ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। খন্দক যুদ্ধের কারণে ইতিমধ্যে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রশ্ন-৮৬৭. ইয়াহুদিদের আত্মসমর্পণের পর রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে কী করলেন?

উত্তর : পুরুষদেরকে হাতকড়া পরানো হলো অপরদিকে মহিলা ও শিশুদেরকে আলাদা জায়গায় রাখা হলো।

প্রশ্ন-৮৬৮. আওস গোত্রের লোকেরা রাসূল ﷺ-কে কী বললেন এবং তাদেরকে তিনি কী বললেন?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ কে অনুরোধ করলেন যেহেতু ইয়াহুদিরা তাদের আত্মীয় তাই তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে। তিনি তাদেরকে বললেন যে, তাদের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রা)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তিনি কাজ করবেন।

প্রশ্ন-৮৬৯. সা'দ বিন মু'আয কী রায় দিলেন?

উত্তর : তিনি রায় দিলেন যে সকল পুরুষ যুবককে হত্যা করা হবে, মহিলা ও শিশুদেরকে কারাবন্দি করা হবে এবং তাদের সম্পদ মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।

প্রশ্ন-৮৭০. এ রায় প্রদানকারী সম্পর্কে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন যে, সা'দ (রা) আল্লাহর নির্দেশেই রায় দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৮৭১. কতজন ইয়াহুদীকে হত্যা করা হয়?

উত্তর : সাত শত কিংবা ছয় শত জনকে।

প্রশ্ন-৮৭২. মুসলমানরা কতগুলো অস্ত্র পেয়েছিলেন?

উত্তর : ৫০০ তরবারি, ২০০০ বল্লম, ৩০০ বর্ম ও ৫০০ ঢালসহ মোট তিন হাজার তিনশটি অস্ত্র পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৮৭৩. বন্দি মহিলাদের কী হল?

উত্তর : তাদেরকে নজদ অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হল।

প্রশ্ন-৮৭৪. বন্দী মহিলাদের মধ্যে রাসূল ﷺ কাকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর : তিনি রেহানা বিনত আমর নাম্নী এক মহিলাকে পছন্দ করলেন। তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাকে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন-৮৭৫. হুআই কে? তার কী পরিণতি হল?

উত্তর : সে ছিল বানী নাযির গোত্রের নেতা। তাকে হত্যা করা হল কারণ সেও বানী কুরাইযার সঙ্গে যোগদান করেছিল।

পশ্ন ৮৭৬. একজন ইয়াহুদী মহিলাকে কেন হত্যা করা হল?

উত্তর : কারণ ঐ মহিলা একজন মুসলিম যোদ্ধাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল।

প্রশ্ন-৮৭৭. ইয়াহুদিদের কেউ কি ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন-৮৭৮. কোন শাসক মুসলমান হয়েছিল?

উত্তর : নজদ অঞ্চলের শাসক ছামাম বিন আছাল।

প্রশ্ন-৮৭৯. ঐ বছর রাসূল ﷺ কাকে এবং কেন বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর : তিনি ঐ বছর যিলক্বদ মাসে যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। প্রথমে যাইনাবের বিয়ে হযেছিল রাসূল ﷺ এর পালক পুত্র ও মুক্ত ক্রীতদাস যায়িদ বিন হারিছার সঙ্গে। পরবর্তীতে তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন। তৎকালীন সময়ে আরবের লোকেরা ভাবত পালক পুত্রদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের বিয়ে করা একটি অন্যায় কাজ। এ কারণে রাসূল ﷺ যাইনাবকে বিয়ে করে একটি ভ্রান্ত রীতির মূলোৎপাটন করলেন। (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত নং ৩৭)

৪৬. হিজরতের ষষ্ঠ বছর

প্রশ্ন-৮৮০. আবু রাফি কে? মুসলমানরা তাকে হত্যা করল কেন?

উত্তর : সালাম বিন আবু আল- হুকাইক (আবু রাফি) ছিলেন একজন ভয়ংকর ইয়াহুদী অপরাধী। খন্দক যুদ্ধে সে সৈন্যদের একত্র করেছিল এবং তাদেরকে খাবার ও অর্থ সম্পদ দিয়ে যথাযথ প্রস্তুত করেছিল। সে রাসূল ﷺ-কে প্রায় সময় গালিগালাজ করত। মুসলমানরা যখন বানী কুরাইযা ও খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ মীমাংসা করলেন তখন তারা এ দুর্ধষ কুচক্রী ইয়াহুদিকে হত্যা করার জন্য রাসূলের অনুমতি চাইল এবং তাদেরকে এ শর্তে অনুমতি দেয়া হল যে, কোন মহিলা ও শিশুদেরকে যেন হত্যা না করে। যিলক্বদ মাসে খাইবারে রাফের দুর্গেই তাকে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন-৮৮১. কখন গাযওয়ায়ে বানী লিহিয়ান সংঘটিত হয়?

উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা কিংবা রবিউল আউয়াল মাসে।

প্রশ্ন-৮৮২. রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি ২০০ জন মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে বনি লিহিয়ান গোত্রকে গোপনে আক্রমণ করার জন্য সিরিয়ার দিকে যাওয়ার ভান করলেন।

প্রশ্ন-৮৮৩. যুদ্ধটি কি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর : না, তারা মুসলমানদের অভিযানের খবর পেয়ে পালিয়ে গেল।

প্রশ্ন-৮৮৪. গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে।

প্রশ্ন-৮৮৫. এ যুদ্ধের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ জানতে পারলেন যে, বনি মুসতালিকের নেতা তার লোকসহ অন্যান্য কিছু লোককে মদিনায় হামলা করার জন্য তৈরি করেছে।

প্রশ্ন-৮৮৬. ফলাফল কী ছিল?

উত্তর : তুমুল লড়াইয়ের পর মুসলমানরা বিজয় লাভ করল। একজন মুসলিম শহীদ হলেন। আর শত্রুদের অনেককেই হত্যা করা হল। মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হল। মুসলমানদের হাতে অনেক যুদ্ধলব্দ সম্পদও এসেছিল।

প্রশ্ন-৮৮৭. জুয়াইরিয়া কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন বনি মুসতালিক গোত্রপ্রধান হারিস বিন আবু দিরারের কন্যা এবং বন্দীদের একজন। রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করেন এবং তার গোত্রের একশজনকে মুক্তি দেন।

৪৭. বিশ্বাসঘাতক মুনাফিকের কাজ

প্রশ্ন-৮৮৯. মুনাফিক কে?

উত্তর : যে প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবি করে কিন্তু মনে মনে ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে এবং কুফরীকে গোপন রাখে সে হলো মুনাফিক।

প্রশ্ন-৮৯০. মদিনায় মুনাফিকদের সরদার কে ছিল?

উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল।

প্রশ্ন-৮৯১. কেন সে রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করত?

উত্তর : মূলত রাসূল ﷺ এর মদিনায় আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে তাদের নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করার কারণে মদিনার পরিস্থিতি উলটপালট হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ভাবল যে রাসূল ﷺ তাকে তার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। সে জন্য সে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্যের বীজ বপনের জন্য এবং গোপনে ষড়যন্ত্র করার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল।

প্রশ্ন-৮৯২. কখন সে মুসলমান হওয়ার ভান করেছিল?

উত্তর : বদর যুদ্ধের পর যে যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয়ী ছিল, তখন সে ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা ভান করেছিল।

প্রশ্ন-৮৯৩. সে মুসলমানদের কী ক্ষতি করেছিল?

উত্তর : সে মুসলমানদের নাজুক পরিস্থিতিতে কোরাইশ ও ইয়াহুদিদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ করার উৎসাহ প্রদান করে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে আনসারদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে বিভক্ত হওয়া থেকে হেফাজত করলেন।

প্রশ্ন-৮৯৪. কখন মুনাফিকরা রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবারের কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করেছিল?

উত্তর : ১. যখন রাসূল ﷺ তাঁর পালক পুত্র যায়িদ বিন হারিসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। আরবদের প্রথানুযায়ী পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে ছিল জঘন্য পাপ। এ প্রথা আল্লাহ্ তা'আলা বাতিল করে দিলেন। মুনাফিকেরা এ ব্যাপারে তাদের মতামতও প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, কুরআনে যেখানে স্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী নির্ধারিত। সেখানে যয়নাব (রা) হলেন রাসূলের পঞ্চম স্ত্রী। তাই এটা হতে পারে না। অথচ মহান আল্লাহ্ তার নবীকে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিশেষ অনুমতি দান করেন। ২. আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

(সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত নং ৫০; সূরা–২৪ নূর : আয়াত নং ১১-১৬)

প্রশ্ন-৮৯৫. আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের যে ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয় সেটি কখন ঘটে?

উত্তর : রাসূল ﷺ গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক (বনি মুসতালিকের যুদ্ধ) থেকে ফেরার সময় এ ঘটনাটি ঘটে। ঐ সময় তার স্ত্রী আয়েশাও তাঁর সঙ্গে সফর করছিলেন। (সূরা–২৪ নূর : আয়াত নং ১১-১৬)

প্রশ্ন-৮৯৬. রাত হয়ে যাওয়ার কারণে যখন মুসলিম সৈন্যদের যাত্রা বিরতি করতে হয়েছিল তখন কী ঘটেছিল?

উত্তর : আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় তিনি দেখলেন যে তাঁর গলার হার হারিয়ে গেছে, তাই তিনি হারটি খোঁজার জন্য আবার ফিরে গেলেন সেখানে।

প্রশ্ন-৮৯৭. ইতোমধ্যে কী হল?

উত্তর : সৈন্য বাহিনী আয়েশা (রা)-এর উটসহ তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেহেতু আয়েশা (রা) চিকন ও ওজনেও হাল্কা ছিলেন তাই অনুমান করা হয়েছিল যে, তিনি তাঁবুর ভিতরেই ছিলেন।

প্রশ্ন-৮৯৯. ফিরে এসে আয়েশা (রা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি এসে মাটিতে বসে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

প্রশ্ন-৯০০. ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সেখানে কে দেখল?

উত্তর : সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল নামক একজন মুহাজির, যিনি তাকে চিনে পেছন থেকে নিয়ে আসছিলেন।

প্রশ্ন-৯০১. তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে তার উটটি এনে অবনমিত করলেন, আয়েশা (রা) এতে উঠলেন এবং তার সাথে কোন কথাবার্তা ছাড়াই তিনি তার উটের লাগাম ধরলেন এবং তাঁবুতে পৌছাবার আগ পর্যন্ত হাঁটতে লাগলেন।

প্রশ্ন-৯০২. মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই কী করল?

উত্তর : সে আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ এক নোংরা অপবাদ ছড়াতে লাগল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলমানও এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

(সূরা–২৪ নূর : আয়াত নং ১১-২১)

প্রশ্ন-৯০৩. রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যারা তাকে বিভিন্ন মতামত পেশ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৯০৪. মদিনায় ফিরে আসার পর আয়েশা (রা)-এর কী হল?

উত্তর : তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং প্রায় একমাস যাবৎ সচেতন ছিলেন না।

প্রশ্ন-৯০৫. অপবাদটি সম্পর্কে জানার পর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি সংবাদটির সত্যতা যাচাই করতে তার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য যেতে অনুমতি নিলেন। যখন তিনি ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং দুই দিন যাবৎ কাঁদলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে একরাত নির্ঘুম ছিলেন।

প্রশ্ন-৯০৬. ঐ অবস্থায় কি রাসূল তাঁর কাছে গিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি গেলেন এবং বললেন, তুমি যদি নিরাপরাধ হয়ে থাক আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে অব্যাহতি দিবেন। আর যদি অপরাধী হয়ে থাক, তাহলে তোমাকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

প্রশ্ন-৯০৭. আয়েশা (রা) কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, আমি যদি আপনাকে বলি যে আমি নিষ্পাপ মূলত আল্লাহ জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। অবশ্যই নিষ্পাপ, তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না; আর আমি যদি কোন কিছু স্বীকার করি- আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ। আমি তা করিনি তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন। সুতরাং নবী ইউসুফ (আ)-এর বাবার (ইয়াকুব) ঐ কথাগুলো ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই, তিনি বলেছিলেন।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ ـ

অর্থ– এখন সবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যা বর্ণনা করেছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার একমাত্র ভরসাস্থল। (সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-১৮)

প্রশ্ন-৯০৮. মুহূর্তের মধ্যেই রাসূল ﷺ এর কাছে কী ওহী নাযিল হল?

উত্তর : আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে রচিত সকল মিথ্যা কলঙ্কপূর্ণ কথা থেকে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে (সূরা–২৪ নূর : আয়াত-১১) নাযিল হল।

প্রশ্ন-৯০৯. এ মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে কী শাস্তি প্রদান করা হল?

উত্তর : তাদেরকে খালি শরীরে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল।

প্রশ্ন-৯১০. মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইকেও কি চাবুক মারা হয়েছিল?

উত্তর : না, কারণ সে এ সামান্য শাস্তির যোগ্য নয়, তাই তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি মজুদ রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন-৯১১. রাসূল ﷺ স্বপ্নে কী দেখলেন?

উত্তর : তিনি দেখলেন যে, তিনি তার সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে নিরাপত্তায় মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন এবং উমরা হজ্জ পালন করলেন এবং তাদের সবার মাথা মুণ্ডন করা হচ্ছে।

আয়াতটি হচ্ছে–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لَاتَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

অর্থ– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে– তোমাদের কেউ কেউ চুল কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা জান না। তা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। (সূরা–৪৮ ফাত্হ : আয়াত-২৭)

প্রশ্ন-৯১২. এ স্বপ্নের কথা শুনে সাহাবীরা কী করলেন?

উত্তর : তারা নির্বাসিত হওয়ার ছয় বছর পর উমরা পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন- ৯১৩. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন। এরপর তাঁর উটে আরোহণ করলেন এবং তার ১৪০০ সাহাবী ও তার স্ত্রী উম্মে সালামাহসহ্ মক্কার দিকে রওয়ানা হন।

প্রশ্ন-৯১৪. মুসলমানরা তাদের সাথে কোন অস্ত্র নিয়েছিলেন?

উত্তর : কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া তারা তাদের সাথে আর কোন অস্ত্র বহন করেন নি। কারণ, যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না।

প্রশ্ন-৯১৫. মদিনার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতে কাকে হুকুম করা হয়েছিল?

উত্তর : ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-কে।

প্রশ্ন-৯১৬. যুল হুলায়ফা নামক জায়গায় পৌছে রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে কী নির্দেশ করলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে ইহরামের পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন-৯১৭. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুশরিকদের অবস্থা জানতে একজন পরিদর্শক পাঠালেন।

প্রশ্ন-৯১৮. পরিদর্শক কী রিপোর্ট দিলেন?

উত্তর : তিনি রিপোর্ট দিলেন যে, বিশাল সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে অত্যন্ত সাবধানে ছিল। আর সে জন্য মক্কার রাস্তাগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হল।

প্রশ্ন-৯১৯. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কোরাইশরা আমাদের উমরা পালনে বাঁধা না দিলে তাদের সাথে আমরা কেউ কোন যুদ্ধ করব না।

প্রশ্ন-৯২০. মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ করতে কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা যোহরের সালাতের সময় মুসলমানদেরকে অতর্কিতভাবে গোপনে আক্রমণ করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ২০০ অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন।

প্রশ্ন-৯২১. খালিদ বিন ওয়ালীদ কি মুসলমানদের সালাতের মধ্যে হামলা করে সফল হয়েছিল?

উত্তর : ভয়কালীন সালাতের হুকুম নাযিল হওয়ার কারণে সে সুযোগটি পেলনা বা সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি।

আয়াতটি হচ্ছে–

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ– তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা-৪ নিসা : আয়াত-১০১)

প্রশ্ন-৯২২. মুসলমানরা কোথায় অবস্থান করেছিল?

উত্তর : তারা মক্কার বাহিরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন।

প্রশ্ন-৯২৩. রাসূল ﷺ কে দেখতে কে এসেছিল?

উত্তর : খুযা'আ গোত্রের বুদাইল কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাথী নিয়ে রাসূলকে দেখতে এলেন।

প্রশ্ন-৯২৪. রাসূল ﷺ বুদাইলাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন যে, মুসলমানদের উমরা পালন করা ছাড়া ভিন্ন কোন ইচ্ছে নেই এবং তিনি নিশ্চিত করলেন যে, উমরা পালন শেষে শান্তিপূর্ণভাবে দ্রুত মদিনায় ফিরে যাবেন।

প্রশ্ন-৯২৫. এরপর কোরাইশরা কী করলেন?

উত্তর : তারা বারবার রাসূল ﷺ এর কাছে দূত পাঠাতে লাগলেন যে, কোন প্রকারেই তারা উমরা পালনের জন্য মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক।

প্রশ্ন-৯২৬. ইতোমধ্যে উসমান (রা) কী করল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এর হুকুমে তিনি আবু সুফিয়ান ও মক্কার অন্যান্য নেতাদের কাছে গেলেন এবং মুসলমানদের সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে বারবার বলতে লাগলেন। তিনি মক্কার মুসলমানদেরকে আনন্দের সংবাদও দিলেন যে, ইসলাম বিজয়ী হতে যাচ্ছে এবং মক্কা বিজয় খুবই সন্নিকটেই।

প্রশ্ন-৯২৭. যখন উসমান (রা) মুসলিম শিবিরে ফিরে আসতে দেরি করছিল তখন মুসলমানেরা কী ভাবল?

উত্তর : তারা সন্দেহ করেছিল উসমানকে কোরাইশরা খুন করে ফেলেছে। কেননা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে উসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৯২৮. এরপর রাসূল (সা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি মুসলমানদেরকে সমবেত করলেন এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাদের জীবন কোরবানী করবে এ মর্মে তার হাতে হাত রেখে তাদের সকলকে অঙ্গীকার করতে বললেন। অঙ্গীকারটি নেয়া হয়েছিল একটি গাছের নীচে আর ইতিহাসে এটি "বায়'আতুর রিদওয়ান" (আল্লাহর সন্তুষ্টির অঙ্গীকার) নামে পরিচিত।

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

অর্থ– আল্লাহ তো মু'মিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। (সূরা-৪৮ ফাত্হ : আয়াত-১৮)

প্রশ্ন-৯২৯. অবশেষে কোরাইশরা মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি করতে সম্মতি দিল কেন?

উত্তর : মুসলমানদের দৃঢ় অবস্থান দেখে কোরাইশদের বোধোদয় হল এবং মুসলমানদের সাথে চুক্তি করতে রাজি হল তাই সুহাইল বিন আমরকে আপোষ মীমাংসার জন্য মুসলমানদের কাছে পাঠাল।

প্রশ্ন-৯৩০. হোদায়বিয়ার সন্ধি কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসের সোমবারে।

প্রশ্ন-৯৩১. সন্ধির শর্তাবলী কী ছিল?

উত্তর :

১. মুসলমানরা এখন ফিরে যাবে এবং আগামী বছর ফিরে আসবে, তবে তারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করবে না।

২. মুসলমানেরা কোন অস্ত্র নিয়ে আসবে না, শুধুমাত্র কোষবদ্ধ তরবারী আনতে পারবে।

৩. দশ বছর যাবত যুদ্ধের কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হবে, উভয় দল ঐ সময় পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে।

৪. কোরাইশদের কেউ যদি তাদের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদﷺ এর কাছে (মদিনায়) চলে যায়, তবে তাকে কোরাইশদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে। আর যদি মুহাম্মদﷺএর কোন সাহাবী কোরাইশদের কাছে ফিরে আসে, তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

৫. কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদﷺ-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায় অথবা তার সাথে কোন বাণিজ্যিক চুক্তি করতে চায় তাহলে সেটা করার জন্য স্বাধীনতা থাকবে। তেমনি কেউ যদি কোরাইশদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায় অথবা তাদের সঙ্গে কোন বাণিজ্যিক চুক্তিতে আসতে চায়, তাহলে এর জন্যেও অনুমতি দেয়া হবে।

প্রশ্ন-৯৩২. কোরাইশদের দূত সুহাইল বিন আমর ও মুসলমানদের মাঝে যে বিতর্ক হয়েছিল সেটি কী?

উত্তর : সেটি হল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও আল্লাহর রাসূল এ দুটি বাক্য নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল।

প্রশ্ন-৯৩৩. কোরাইশদের দূত কী নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে লাগল?

উত্তর : সে এর পরিবর্তে তাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (হে আল্লাহ তোমার নামে) এবং আল্লাহর রাসূল শব্দগুলো মুছে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

প্রশ্ন-৯৩৪. মুসলমানরা কী তার দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজি হয়েছিলেন?

উত্তর : তারা উদ্বেগের সঙ্গে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং পরিবর্তনের পক্ষে তারা রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাসূলﷺ পরিবর্তন করতে রাজি হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৯৩৫. চুক্তি লেখার সময় মুসলিম শিবিরে যে নও মুসলিম এসেছিল মুসলমানেরা তাকে কী করল?

উত্তর : ঐ নওমুসলিমটি ছিল সুহাইল এর পুত্র আবু জানদাল। সুহাইল তার পুত্রকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য দাবি করল এবং পীড়াপীড়ি করতে লাগল। চুক্তির শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দিতে গিয়ে মুসলমানরা তাকে কোরাইশদের কাছে হস্তান্তর করে দিল।

প্রশ্ন-৯৩৬. রাসূল ﷺ আবু জানদালকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাকে শান্তনা দিলেন এবং তাকে আল্লাহর সাহায্যের নিশ্চয়তা দিলেন।

প্রশ্ন-৯৩৭. হোদায়বিয়ার চুক্তি ও শর্তে সাহাবীরা কি খুশি হয়েছিলেন?

উত্তর : তারা একটু রাগ করেছিলেন এবং সন্ধির শর্তে অপমান বোধ করলেন।

প্রশ্ন-৯৩৮. চুক্তি শেষ হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে কী নির্দেশ করলেন?

উত্তর : তিনি তাদের সবাইকে তাদের কোরবানির পশু জবাই করতে বললেন। কিন্তু অস্থিরতা, দুঃখ ও বেদনার কারণে কেউ তা করল না।

প্রশ্ন-৯৩৯. এ পরিস্থিতিতে উম্মে সালামাহ (রা) রাসূল ﷺ কে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি পরামর্শ দিলেন যে, প্রথমে আপনি নিজে গিয়ে আপনার কোরবানীর পশু জবাই করুন এবং আপনার মাথা মুণ্ডন করুন। এরপর সবাই রাসূলের ﷺ অনুসরণ করতে লাগলেন।

প্রশ্ন-৯৪০. মদিনায় যে সব মুসলিম মহিলা হিজরত করেছিলেন রাসূল ﷺ কি তাদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : না, কারণ সন্ধি চুক্তির মধ্যে মৌলিকভাবে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মহিলাদের সঙ্গে আচরণের যেকোন শর্ত বাতিল করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ۔

অর্থ– হে ঈমানদারগণ. যখন তোমাদের কাছে কোন মু'মিন মহিলা আসে মুহাজির হিসেবে, তোমরা তাদের পরীক্ষা করে নেবে, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। অতঃপর তুমি যদি তাদেরকে খাঁটি ঈমানদার হিসেবে জান। তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো না।

(সূরা–৬০ মুম্‌তাহিনা : আয়াত-১০)

৯৪১. কোরাইশরা রাসূল ﷺ-কে সন্ধির ৪নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে অনুরোধ করল কেন?

উত্তর : আবু বাশীর (রা) ও অন্যান্য আরো কিছু মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের কারণে, যারা পালিয়ে গিয়ে সাইফ আল-বাইর এ বসতি স্থাপন করল এবং কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে বাধা দিয়েছিল। যার কারণে কোরাইশদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল।

প্রশ্ন-৯৪২. হোদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমান ও ইসলামের জন্য কীরূপ উপকার বয়ে এনেছিল?

উত্তর : এটি কাফিরদের মধ্যে দাওয়াত দেয়ার ও ইসলাম প্রচার করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিল। তাদের সেনাবাহিনীর অবস্থানকে শক্তিশালী করল এবং শান্তি ও এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করল।

৪৮. রাজাদের নিকট চিঠিপত্র প্রেরণ

প্রশ্ন-৯৪৩. হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি আরবের বাহিরে রাজাদের নিকট তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে, দাওয়াত দিয়ে, বার্তা বা পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তার প্রতিনিধিদের প্রমাণ পত্রের স্বাক্ষরের যথার্থতা নিরূপণের জন্য বা প্রমাণের জন্য "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাইকৃত একটি 'সিলভার সীল' বা "রৌপ্যনির্মিত একটি সীল" তৈরী করা হল।

প্রশ্ন-৯৪৪. যে সব রাজা ও গভর্নরের বা শাসকের কাছে পত্র পাঠানো হয়েছিল তাদের নাম কী?

উত্তর :

১. আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী বা নিগাস আশামা বিন আবজার।

২. গ্রীক ও মিশরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুরাইজ বিন মাত্তা যাকে বলা হত মুকাউকাস।

৩. পারস্যের সম্রাট পারভেজ।

৪. রোমের রাজা, রোমক সম্রাট– হিরাক্লিয়াস।

৫. বাহরাইনের গভর্নর বা শাসক মুনযির বিন সাওয়া।

৬. ইয়ামামার গভর্নর বা শাসক হাওদাহ্ বিন আলি।

৭. দামেস্কের সিরিয়ার রাজা হারিছ বিন আবি শামির আল গাস্সানি

৮. ওমানের রাজা জাফর ও তার ভাই আবদ আল জালানদি।

প্রশ্ন-৯৪৫. তারা কি চিঠি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : তাদের মধ্যে মাত্র দুজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা হলেন আবিসিনিয়ার রাজা ও ওমানের রাজা জাফর ও তার ভাই আব্দ আল-জালানদি।

প্রশ্ন-৯৪৬. যারা উপরিউক্ত রাজা ও গভর্নরদের কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন–

১. আবিসিনিয়ায় আমর বিন উমাইয়া আদ-দামারি (রা)।

২. মিশরে হাতিব বিন আবি বালতা (রা)।

৩. ওমানে আমর বিন আস (রা)।

৪. দামেস্কে বা সিরিয়ায় শুজা বিন ওহাব (রা)।

৫. ইয়ামামায় সুলাইত বিন আমর আমিরি (রা)।

৬. বাহরাইনের গভর্নরের কাছে পাঠানো হল আলা বিন হাদরামি (রা)-কে।

৭. পারস্য বা ইরানের সম্রাটের কাছে পাঠানো হল, আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা)-কে।

৮. রোমক সম্রাটের কাছে পাঠানো হল, দিহ্ইয়া বিন খালিফা কালবি (রা)-কে।

প্রশ্ন-৯৪৭. রাসূল ﷺ-কে মুকাউকাস কী কী উপহার সামগ্রী পাঠালেন?

উত্তর : সে উপহারস্বরূপ মিশরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মারিয়া ও শিরীণ নামক দুই জন তরুণী ও কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তেজী ঘোড়া পাঠালেন।

প্রশ্ন-৯৪৮. রোমক সম্রাটও কি উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, কিন্তু দিহ্ইয়া কালবি উপহার সামগ্রী নিয়ে মদিনায় ফেরার পথে হাশিম গোত্রের জুদানের লোকেরা তাকে মাঝপথে পাকড়াও করল এবং রাসূল ﷺ-এর জন্য পাঠানো উপহার সামগ্রী তারা লুটপাট করে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন-৯৪৯. ইয়ামামার গভর্নর কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : তিনি প্রতি উত্তর দিলেন আপনি যদি আপনার সরকারের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে আমি আপনার অনুসরণ করতে প্রস্তুত। রাসূল ﷺ অবশ্যই দাবিটি গ্রহণ করেন নি।

প্রশ্ন-৯৫০. দামেস্ক বা সিরিয়ার রাজা রাসূল ﷺ-এর চিঠি পেয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন?

উত্তর : সে রাগান্বিত হয়ে বলল– "কার এত বড় সাহস যে, আমার রাজত্ব থেকে আমাকে বহিষ্কার করতে চায়! আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো।

প্রশ্ন-৯৫১. ওমানের রাজা ও তার ভাই রাসূল ﷺ-এর পত্র পেয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া জানালো?

উত্তর : তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতিনিধি আমর বিন আসকে রাসূল ﷺ ও তার মিশন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল। অতঃপর তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করল এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর, তাদের দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন-৯৫২. রাসূল ﷺ-এর পত্র পেয়ে পারস্যের সম্রাট কেমন প্রতিক্রিয়া করলেন?

উত্তর : তার নিজের নামের উপর রাসূল ﷺ-এর নাম রেখে পত্র লেখার পদ্ধতি দেখে সে রাগে ফেটে পড়ল। সে চিঠিটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং ইয়ামানে তার প্রতিনিধিকে রাসূল ﷺ-কে গ্রেফতার করতে জোড়ায় জোড়ায় সৈন্য পাঠাতে এবং তাকে এনে তার কাছে হাজির করতে হুকুম করলেন।

প্রশ্ন-৯৫৩. ইয়ামানের গভর্নর কী করলেন?

উত্তর : ঐ সময় তৎকালীন ইয়ামানের পারস্য গভর্নর, 'বাযান' রাসূল ﷺ-কে গ্রেফতার করার জন্য মদিনায় দুটি সৈন্যবাহিনী পাঠায়।

প্রশ্ন-৯৫৪. রাসূল ﷺ তাদেরকে কী অবহিত করলেন?

উত্তর : তিনি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে জানালেন যে, পারস্যের সম্রাট পারভেজ তার নিজ পুত্রের হাতে নিহত হবে। তিনি তাদেরকে আরো বললেন যে, শীঘ্রই ইসলাম সর্বত্র বিজয় লাভ করবে।

প্রশ্ন-৯৫৫. পারস্যের নতুন সম্রাট শেরওয়াহর কাছ থেকে বাযান কী নির্দেশ পেলেন?

উত্তর : পারভেজের গুপ্তহত্যার সংবাদটি নিশ্চিত করে শেরওয়াহ্ বাযানকে একটি চিঠি পাঠাল। রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে পরবর্তী কোন আদেশ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রতিশোধ নিতে সে বাযানকে নিষেধ করলেন।

প্রশ্ন-৯৫৬. তখন বাযান কী করল?

উত্তর : তিনি ইয়ামানে পারস্যের লোকদের সঙ্গে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪৯. হিজরতের সপ্তম বছর

গাযওয়ায়ে খায়বার

প্রশ্ন-৯৫৭. কখন গাযওয়ায়ে খায়বার বা খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? এবং এর পিছনে কারণ কী ছিল?

উত্তর : অস্বীকার করার মত কিছু নেই যে, ইয়াহুদীরা সব সময় রাসূল ﷺ-কে ঘৃণা করত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করত। তারা আরব জাতিকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার প্রায় ২০ দিন পর জানতে পারলেন যে, ইয়াহুদিরা গাতফান গোত্রের লোকদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে খাইবার নামক জায়গায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তিনি যারা হুদায়বিয়ায় তার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার নিয়েছিল সে ১৪০০ জন মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খাইবারের দিকে যাত্রা করল।

প্রশ্ন-৯৫৮. তৎকালীন খাইবারের একটি বর্ণনা দিন।

উত্তর : খাইবার ছিল মদিনার উত্তর দিকে ৮০ মাইল দূরে বিস্তৃত তাঁবু বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান, যেখানে ছিল দশ হাজার ইয়াহুদিদের বসবাস। এটি ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত। পাঁচজনের নেতৃত্বে প্রথম খণ্ডে ছিল পাঁচটি তাঁবু। তারা হলেন : ১. নাঈম, ২. সাব, ৩. যুবাইর, ৪. আবি ৫. নাইযার। আর তিন জনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল তিনটি তাঁবু। তারা হলেন– ১. কাসাস, ২. ওয়াতীহ, ৩. সালালিম।

প্রশ্ন-৯৫৯. রাসূল ﷺ যখন খাইবারে অবস্থান করছিলেন তখন যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল সে ব্যক্তিটির নাম কী?

উত্তর : সে ব্যক্তিটি হলেন 'আবু হুরাইরা' (রা)। যিনি পরবর্তীতে মুসলিম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

প্রশ্ন-৯৬০. ঐ সময় মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই কী ভূমিকা পালন করেছিলেন?

উত্তর : সে আসন্ন বিপদ আক্রমণের ব্যাপারে ইয়াহুদিদেরকে খাইবারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তাদেরকে একটি বার্তা পাঠাল এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, তোমরা যেহেতু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সংখ্যায়ও বেশী তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই প্রতিরোধ করবে।

প্রশ্ন-৯৬১. খাইবার জয়ের পতাকা কার হাতে দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আলী বিন আবু তালিব (রা)-এর হাতে।

প্রশ্ন-৯৬২. রাসূল ﷺ আলী বিন আবু তালিব (রা)-এর চোখে কী করলেন?

উত্তর : যেহেতু আলী (রা)-এর চোখ ফুটেছিল, তাই রাসূল ﷺ তার মুখের লালা আলীর চোখে লাগিয়ে দিলেন ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন-৯৬৩. রাসূল ﷺ তাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাকে বললেন– "সহজভাবে জিনিসটি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে বলবে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, যদি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি তোমার মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সেটা তোমার জন্য লাল উটের চেয়ে অধিকতর ভাল হবে।

প্রশ্ন-৯৬৪. কোন দূর্গ সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল?

উত্তর : নাঈমের দূর্গ সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল। অতি শীঘ্রই এ দূর্গের সরদার মারহাবকে আলী (রা) ও তার ভাই যুবাইর বিন আওয়াম (রা) হত্যা করে ফেলে।

প্রশ্ন-৯৬৫. যুদ্ধের ফলাফল কী হল?

উত্তর : ইয়াহুদীরা নাঈমের দূর্গের অবস্থান ছেড়ে দিল এবং সাবের দূর্গে অনুপ্রবেশ করল তখন হাবাব বিন মুনযির আনসারি (রা) এ দূর্গে আক্রমণ করে।

প্রশ্ন-৯৬৬. ফলাফলটি কী হল?

উত্তর : অবরোধের তিনদিন পর মুসলমানরা সাবের দূর্গ জয় করে আর ইয়াহুদীরা নিজেরাই যুবাইরের দূর্গ বা কেল্লা অবরুদ্ধ করে রাখে।

প্রশ্ন-৯৬৭. তখন মুসলমানরা কী করলেন?

উত্তর : তারা তিনদিন যাবৎ দূর্গটির চারদিক অবরোধ করে রাখেন।

প্রশ্ন-৯৬৮. এতে ফলাফল কী ?

উত্তর : তুমুল যুদ্ধের ফলে কিছু মুসলমান শহীদ হল আর ১০ জন ইয়াহুদী নিহত হয়। অবশেষে দূর্গটি পরাজিত হল এবং ইয়াহুদীরা 'আবির' দূর্গের দিকে চলে গেল।

প্রশ্ন-৯৬৯. তখন যুদ্ধ কীভাবে হল?

উত্তর : মুসলমানরা তিনদিন যাবৎ আবির দূর্গ অবরোধ করে রাখল আর ইয়াহুদীরা তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দূর্গ 'নাইমার' দূর্গে পলায়ন করল। মুসলমানরা দূর্গের চারপাশে মাটির উঁচু উঁচু প্রাচীর ভাঙতে যন্ত্র ব্যবহার করল এবং দুর্গটি পরাজিত করল। ফলে ইয়াহুদীরা তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে ফেলে রেখে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল।

প্রশ্ন-৯৭০. খাইবারের প্রথম পর্ব জয়ের পর রাসূল ﷺ কোন দিকে গেলেন?

উত্তর : তিনি খাইবারের দ্বিতীয় পর্বের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইয়াহুদীরা নিরাপত্তার জন্য স্থান পরিবর্তন করল। মুসলমানরা ১৪দিন যাবৎ দূর্গগুলো অবরোধ করে রাখলেন।

প্রশ্ন-৯৭১. ফলাফল কী হল?

উত্তর : যখন ইয়াহুদীরা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের জীবন হারাবে, তাই তারা একটি শান্তি চুক্তি করতে চাইল, আর সে জন্য মুসলমানদের সাথে চুক্তিপূর্বক আলোচনার জন্য তারা ইবন আবি হুকাইককে পাঠাল।

প্রশ্ন-৯৭২. রাসূল ﷺ কী চুক্তি সম্বন্ধে রাজি হয়েছিলেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ তাদের জীবন বাঁচাতে রাজি হলেন, এ শর্তে যে, তারা খাইবার ও তার নিকটবর্তী ভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে তাদের অধিকারে তাদের যেসব স্বর্ণ ও রৌপ্য আছে তা রেখে যাবে। তথাপি তিনি বললেন যে, তারা যদি কোন কিছু লুকায় তাহলে তিনি যে কোন চুক্তি বাতিল করবেন। এভাবেই দূর্গগুলো মুসলমানদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রশ্ন-৯৭৩. ইয়াহুদীরা রাসূল ﷺ-এর কাছে কী অনুরোধ করল?

উত্তর : চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহুদীরা খাইবার ত্যাগ করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু, খাইবারে তাদের পাঁচটি ফলের বাগান ও উর্বর মাটিতে চাষাবাদের ইচ্ছা পোষণ করে তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল যে, তাদের জমিগুলোতে যদি তাদেরকে আবাদ করার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে আবাদকৃত ফসলের অর্ধেক মুসলমানদের দেয়া হবে।

প্রশ্ন-৯৭৪. রাসূল ﷺ কি তাদের অনুরোধ অনুমোদন করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি তাদের অনুরোধ অনুমোদন করেছিলেন।

প্রশ্ন-৯৭৫. ঐ সময় আবিসিনিয়া থেকে কে এসেছিল?

উত্তর : জাফর বিন আবি তালিব (রা) এবং আবু মূসা আশ'আরী (রা) সহ তার লোকেরা।

প্রশ্ন-৯৭৬. সাফিয়্যাহ কে ছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন হুআই বিন আখতাব এর কন্যা এবং কিনানাহ বিন আবি হুকাইক এর স্ত্রী। পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার স্বামী হুকাইককে হত্যা করা হয়। ফলে তিনি বিধবা হয়ে যান। ইয়াহুদিরা তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে রেখে যাওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করেন।

প্রশ্ন-৯৭৭. খাইবার বিজয়ের পর রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কে?

উত্তর : যয়নব বিনতে হারিস নাম্নী এক ইয়াহুদী মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে বিষ মিশ্রিত ভেড়ার গোশত পাঠিয়েছিল, তিনি এক গ্রাস মুখে নিয়েছিলেন। কিন্তু এটি তার পছন্দ হল না, তাই তিনি এটি থু করে ফেলে দিলেন।

প্রশ্ন-৯৭৮. ঐ মহিলাকে কি হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। রাসূল ﷺ তাকে রেহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন বিশর বিন বারা এ বিষ মিশ্রিত গোশত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঐ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-৯৭৯. ফাযাক গোত্রের লোকেরা কী করল?

উত্তর : খাইবারের সন্নিকটে একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলো ফাযাক। তারা খাইবারের পরাজয়ের কথা শুনে দ্রুত শান্তির জন্য তাদের ধন সম্পদ ফেরত দিয়েছিল।

প্রশ্ন-৯৮০. ঐ বছর অন্য কোন দুটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : গাযওয়াহ ওয়াদি ও গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা।

প্রশ্ন-৯৮১. গাযওয়ায়ে যাতুর রিকার পেছনে কারণ কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ-কে জানানো হল যে, বনি মুহারিব ও গাতফান গোত্রের সালাবাহ মদিনায় আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী জড়ো করছে। তাই রাসূল ﷺ ৭০০ জন মুসলমান সঙ্গে নিয়ে নাখলার দিকে রওয়ানা করলেন। কিন্তু যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ গাতফান গোত্রের বেদুঈনরা যুদ্ধবিরতির চুক্তির জন্য রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করল।

৫০. ওমরাতুল কাযা

প্রশ্ন-৯৮২. রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে যিলক্বদ মাসে কী হুকুম করলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে বিশেষ করে যারা হুদায়বিয়ার সন্ধির সাক্ষী ছিলেন তাদেরকে ওমরা পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হুকুম করলেন।

প্রশ্ন-৯৮৩. কতজন লোক তার সঙ্গে সফর করেছিলেন?

উত্তর : দুই হাজার পুরুষ তাছাড়া কিছু মহিলা ও শিশু তার সফর সঙ্গী ছিলেন। তারা কোরবানী করার জন্য ষাটটি কোরবানীর পশুও নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৯৮৪. মুসলমানরা কি তাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, কোরাইশদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য কোন আক্রমণের জন্য বা আক্রমণ হতে পারে এ আশংকায় তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছিল। তবে, তারা এগুলো নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে নি। তারা এগুলো ২০০ জন লোকের একটি দলের কাছে মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরে একটি জায়গায় রেখে আসল।

প্রশ্ন-৯৮৫. কোরাইশরা তখন কোথায় ছিল?

উত্তর : তারা পাহাড় সংলগ্ন তাদের তাঁবুতে ছিল।

প্রশ্ন-৯৮৬. মুসলমানরা কী করল?

উত্তর : তারা সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ্যে সাধারণ 'তাওয়াফ' সম্পাদন করল। রাসূল ﷺ তাদেরকে পরামর্শ দিলেন "তোমরা প্রকাশ্যভাবে জনসম্মুখে আবির্ভূত হবে এবং তোমাদের তাওয়াফ অবিচলভাবে চালিয়ে যাবে। কেননা, মুশরিকরা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, মুসলমানরা হল দূর্বল, ইয়াসরিবের উত্তেজনা তাদের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে।

প্রশ্ন-৯৮৭. ওমরা পালনের চতুর্থ দিনের সকাল বেলায় কোরাইশদের উচ্চপদস্থ লোকেরা আলী বিন আবু তালিবকে কী বলল?

উত্তর : তারা আলী (রা)-কে বলল, রাসূল ﷺ-কে বলার জন্য যে, তিনি যেন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন-৯৮৮. রাসূল ﷺ কি মক্কা ত্যাগ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন নি। তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে সাফির নামক একটি গ্রামের দিকে চলে গেলেন। সেখানে তিনি কিছু সময় অবস্থান করলেন।

প্রশ্ন-৯৮৯. ওমরা পালনের জন্য রাসূল ﷺ-এর মক্কা সফরকালীন সময়ে তার চাচা আব্বাস (রা) তাকে কী প্রস্তাব করলেন?

উত্তর : তিনি তার শ্যালিকা মাইমুনা বিনতে হারিস (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর কাছে তুলে দেয়ার প্রস্তাব করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন-৯৯০. ঐ বছর মক্কার বিখ্যাত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন – ১. খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) ও ২. আমর বিন আস (রা)।

প্রশ্ন-৯৯১. গোশতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকট কী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হল?

উত্তর : গাঁধার মাংস, শিকারী পাখির মাংস ও হিংস্র পশুর মাংস হারাম ঘোষণা করা হল।

প্রশ্ন-৯৯২. মুত'আহ (ক্ষণস্থায়ী বিয়ে) ও সুদের ব্যাপারে কী হুকুম দেয়া হল?

উত্তর : এগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হল।

প্রশ্ন-৯৯৩. রাসূল ﷺ কখন উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন?

উত্তর : সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে।

৫১. হিজরতের ৮ম বছর

প্রশ্ন-৯৯৪. গাযওয়ায়ে মুতা (মুতার যুদ্ধ) কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলায়।

প্রশ্ন-৯৯৫. এ যুদ্ধের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ হারিস বিন উমাইর (রা) কে একটি চিঠিসহ বসরার শাসকের নিকট পাঠালেন। কিন্তু মাঝপথে বালকার গভর্নর শুরাহবীল বিন আমর গাসসানি তাকে পাকড়াও করে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করে। ঘটনাটি সম্পর্কে জেনে রাসূল ﷺ তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যায়েদ বিন হারিসার অধীনে তিন হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী পাঠান।

প্রশ্ন-৯৯৬. রাসূল ﷺ যায়েদ (রা)-কে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন যে, যখন তুমি হারিসের শহীদ হওয়ার স্থানে পৌঁছবে, তখন তুমি সেখানকার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে আচরণ করবে। অন্যথায় যুদ্ধ ব্যতীত কোন সুযোগ থাকবে না।

প্রশ্ন-৯৯৭. সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূল ﷺ আর কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, যদি যায়িদ বিন হারিসা (রা) শহীদ হন, তাহলে জাফর বিন আবু তালিব তার স্থান গ্রহণ করবে। যদি জাফর শহীদ হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সৈন্যদের নেতৃত্ব দিবে। যদি সেও শহীদ হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানরা তাদের কমাণ্ডার পছন্দ করতে স্বাধীন থাকবে।

প্রশ্ন-৯৯৮. শত্রুদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : বিশ হাজার।

প্রশ্ন-৯৯৯. যায়েদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কি যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তারা তিন জনই শহীদ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১০০০. দীর্ঘ দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কী রাসূল ﷺ তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, ওহীর মাধ্যমে ঠিক ঐ মুহূর্তেই তিনি তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানলেন এবং সাহাবীদেরকেও যায়েদ, জাফর ও আব্দুল্লাহর শহীদ হওয়ার ঘটনা জানিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন-১০০১. জাফর বিন আবু তালিবকে কী উপাধি দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : জাফর আত তাইয়্যার (উড়ন্ত জাফর) ও দুই পাখা বিশিষ্ট জাফর।

প্রশ্ন-১০০২. আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার শহীদ হওয়ার পর কে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন?

উত্তর : বানি আযলান গোত্রের সাবিত বিন আরকাম।

প্রশ্ন-১০০৩. প্রধান হিসেবে কাকে বাছাই করা হল?

উত্তর : খালিদ বিন ওয়ালীদকে।

প্রশ্ন-১০০৪. তিনি উপযুক্ত কোন কৌশল অবলম্বন করলেন?

উত্তর : গুরুতর পরিস্থিতি উপলব্ধি করে, তিনি সৈন্যদেরকে ডান পাশে ও বাম পাশে পুণর্বিন্যাস করলেন এবং শত্রুদেরকে চাপে ফেলার জন্য পেছন দিক থেকে সামনের সেনাদলের উপর যুদ্ধের জন্য ছড়িয়ে পড়লেন। এরপর তিনিও দুর্ধর্ষতার সাথে যুদ্ধ করলেন।

প্রশ্ন-১০০৫. খালিদ বিন ওয়ালীদের আবেগপূর্ণ উৎসাহ ও আল্লাহর পথে সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল ﷺ তাকে কী উপাধি দেন?

উত্তর : 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারী)

প্রশ্ন-১০০৬. আরবের লোকদের মধ্যে ঐ যুদ্ধের প্রভাব কী ছিল?

উত্তর : এটি মুসলমানদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিল। যারা বাইজানটাইন সম্রাটের সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সক্ষম ছিল। অধিকন্তু কতিপয় বেদুঈন গোত্রের যেমন– বনী সালীম, আশজা, গাতফান, যুবাইয়ান ও ফাযারার লোকেরা ঔৎসুকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন-১০০৭. ঐ যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হয়েছিল?

উত্তর : বার জন।

৫২. মক্কা বিজয়

প্রশ্ন-১০০৮. কখন মক্কা বিজয় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৮ম হিজরীর রমযান মাসে।

প্রশ্ন-১০০৯. এটির গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : এটি ছিল একটি গর্বিত ঘটনা, যার কারণে সমগ্র আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রশ্ন-১০১০. মক্কা বিজয়ের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : এটি ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন। চুক্তি অনুযায়ী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যেটি কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে হতে পারবে এবং যেটি মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে হতে পারবে। গোত্রগুলো এ ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে। কারো ওপর কেউ কোন বল প্রয়োগ করতে পারবে না। করলে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। ফলে বনু বকর কোরাইশদের সঙ্গে যোগ দিলেন অন্যদিকে বনু খুযায়া মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারা কিছুদিন শান্তিতে বসবাস করলেন কিন্তু জাহেলী যুগের শত্রুতার জের ধরে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বনু বকর ৮ম হিজরীর শাবান মাসে ওয়াতীহ্ নামক স্থানে বনু খুযা'আ গোত্রের উপর হামলা চালায় যখন বনু খুযা'আ গোত্রের লোকেরা হারাম শরীফে (কা'বা চত্বরে) গিয়ে আশ্রয় নেয়, বনু বকর সেখানেও তাদের রক্ষা করেনি।

আর এ হত্যাযজ্ঞে ইন্ধন দিয়েছিলো কোরাইশরা, তারা বনু বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। বনু খুযা'আ রাসূল ﷺ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এবং তারা দাবী করল যে, শুধুমাত্র সন্ধি ভঙ্গ করেছে সে জন্য নয় বরং কা'বা চত্বরে তারা যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারও প্রতিশোধ চাই।

প্রশ্ন-১০১১. কোরাইশরা কী করল?

উত্তর : তারা চুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল।

প্রশ্ন-১০১২. মদিনায় এসে সে কী করল?

উত্তর : সে মদিনায় এসে তার কন্যা ও রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবার কাছে অবস্থান করল, এরপর সে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করল। সে আবু বকর, ওমর ও আলী (রা)-এর সাথেও সাক্ষাত করল, এ জন্য যে, তারা যেন রাসূল ﷺ-কে মধ্যস্থতায় আসতে বলে, কিন্তু কোন নিশ্চয়তা পেলনা। তাই সে হতাশাব্যঞ্জক ও চরম ভয়ের সাথে মক্কায় ফিরে গেল।

প্রশ্ন-১০১৩. এরপর রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি মক্কায় অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রশ্ন-১০১৪. রাসূল ﷺ-এর মক্কা অভিযানের পরিকল্পনাটি গোপন আছে কিনা সে ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করতে কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার প্রধান লক্ষ্য থেকে লোকদেরকে অন্যমনস্ক করার জন্য ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মদিনা থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থিত এদাম বা ইদামের দিকে কাতাদাহ বিন রাবির নেতৃত্বে খুব দ্রুত আট জন লোকের একটি ছোট্ট সেনাদল পাঠালেন।

প্রশ্ন-১০১৫. হাতিব (রা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি গোপনে মক্কা অভিযানের ব্যাপারে মদিনার প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি চিঠি লিখে এক জন মহিলাকে দ্রুত মক্কায় পাঠালেন।

প্রশ্ন-১০১৬. রাসূল ﷺ তখন কী করলেন?

উত্তর : তিনি এটি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে ঐ মহিলাকে ধরার জন্য আলী বিন আবু তালিব (রা) ও মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠালেন।

প্রশ্ন-১০১৭. তারা কী করলেন?

উত্তর : তারা মহিলাটিকে ধরে ফেললেন এবং দীর্ঘক্ষণ খোজাখুজির পর মহিলার মাথার চুলের ভিতরে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে লুকানো চিঠিটি উদ্ধার করলেন।

প্রশ্ন-১০১৮. এ ঘটনার ব্যাপারে হাতিব রাসূল ﷺ-কে কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কোরাইশদের সঙ্গে আমার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই; তাদের ও আমার মধ্যে শুধুমাত্র এক প্রকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমার পরিবার-পরিজন মক্কায় তাদের দেখাশুনা করা ও নিরাপত্তা দেয়ার মত কেউ নেই। তাই তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের কাছে চিঠিটি লিখি। তবে আমি এও নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার এ চিঠি বড় ধরনের কোন ক্ষতি করবে না।

প্রশ্ন-১০১৯. রাসূল ﷺ কি তার আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ। রাসূল ﷺ তার আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কারণ হাতিব ছিলেন। বদর যোদ্ধাদের মধ্যে একজন যোদ্ধা।

প্রশ্ন-১০২০. রাসূল ﷺ কখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন?
উত্তর : তিনি দশ হাজার (১০,০০০) মুসলিম সৈন্য নিয়ে ৮ম হিজরীর ১০ই রমযান মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন-১০২১. মদিনার যাবতীয় কার্যাদি দেখাশুনার জন্য কাকে হুকুম করা হল?
উত্তর : আবু রুহম গিফারি (রা)-কে।

প্রশ্ন-১০২২. রাসূল ﷺ যখন 'জোহফা' নামক স্থানে পৌছলেন তখন কী ঘটল?
উত্তর : রাসূল ﷺ-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) ও তার পরিবার এসে তার সঙ্গে মিলিত হন।

প্রশ্ন-১০২৩. রাসূল ﷺ-এর পরিকল্পনা কী ছিল?
উত্তর : তিনি কোরাইশদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করা পছন্দ করেন নি। যদিও তারা অভিযানের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অসচেতন ছিল। তিনি মুসলমানদেরকে রান্না-বান্না করার উদ্দেশ্যে সকল দিকে আগুন জ্বালাতে হুকুম করলেন।

প্রশ্ন-১০২৪. মুসলমানদেরকে প্রাথমিকভাবে দেখার জন্য কারা এসেছিল?
উত্তর : আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযান ও বুদাইল বিন ওয়ারাকা।

প্রশ্ন-১০২৫. মুসলিম শিবিরের কাছাকাছি এসে তারা কার সঙ্গে সাক্ষাত করে?
উত্তর : তারা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

প্রশ্ন-১০২৬. আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে কী পরামর্শ দিল?
উত্তর : তিনি তাকে পরিস্থিতি জানালেন এবং ইসলামকে মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন। আর তার লোকদেরকে নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতেও পরামর্শ দিলেন।

প্রশ্ন-১০২৭. আবু সুফিয়ান কি ইসলামকে মেনে নিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইসলামকে মেনে নিলেন।

প্রশ্ন-১০২৮. রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানকে সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে কী বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করলেন?

উত্তর : তিনি ঘোষণা করলেন, "যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিবে, তার প্রাণ নিরাপদ, যে ব্যক্তি তার নিজ গৃহে আশ্রয় নিবে, সেও নিরাপদে থাকবে। আর যারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তাদের প্রাণও নিরাপদ।

প্রশ্ন-১০২৯. মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর বিশেষ হুকুম কী ছিল?

উত্তর : তিনি তাদেরকে প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া অন্য কারোর জন্য অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১০৩০. রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে নিয়ে কখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন?

উত্তর : ৮ম হিজরীর ১৭ ই রমযান মঙ্গলবার।

প্রশ্ন-১০৩১. রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম কোথায় গেলেন?

উত্তর : তিনি সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে গেলেন।

প্রশ্ন-১০৩২. সেখানে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তার ধনুক দিয়ে আঘাত করে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে দিলেন, আর তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

অর্থ– আর বল, সত্য এসে গেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই। (সূরা–১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত নং-৮১)

এরপর তিনি তাওয়াফ করলেন।

প্রশ্ন-১০৩৩. কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়কের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি তখনকার কা'বার তত্ত্বাবধায়ক উসমান বিন তালহার কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন এবং অনেক প্রতিমা প্রতিমূর্তি দেখতে পেলেন। তিনি হুকুম করলেন যে, সমস্ত প্রতিমূর্তি বিধ্বস্ত করা হউক। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, বর্তমানে কা'বার তত্ত্বাবধায়ক ও হজ্জযাত্রীদের পানি

সরবরাহের দায়িত্ব ওসমান বিন তালহার হাতেই অবশিষ্ট থাকবে এবং চিরদিনের জন্য তার বংশধরদের হাতেই থাকবে।

প্রশ্ন-১০৩৪. কতজন লোককে শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং কেন?

উত্তর : নয় জন ব্যক্তিকে তাদের জঘন্য অপরাধের কারণে শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছিল। তবে মাত্র চার জনকে হত্যা করা হয়েছিল, আর অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। যাদেরকে হত্যা করা হল তারা হলেন–

১. আব্দুল উযযা বিন খাতাল।

২. মিকইয়াস বিন সাবাহা।

৩. হুআইরিত ও

৪. এক জন মহিলা গায়িকা।

প্রশ্ন-১০৩৫. পূর্বে আগ্রাসী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে যে বিশেষ ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হলেন–

১. ইকরামাহ বিন আবি জাহেল,

২. ওয়াহশী বিন হারব, (রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযার হত্যাকারী)

৩. আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, যে হামযার কলিজা চিবিয়েছিল।

৪. হাবার, যে রাসূল ﷺ-এর কন্যা যায়নব (রা)-কে মক্কা থেকে মদিনায় আসার পথে বল্লম দিয়ে এত মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল যে, ঐ প্রচণ্ড আঘাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫. কোরাইশ নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও

৬. ফুযালা বিন উমাইর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

প্রশ্ন-১০৩৬. বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : তিনি ঘোষণা করলেন যে, মক্কা একটি পবিত্র স্থান আর কিয়ামত পর্যন্ত এটি পুণ্যভুমি থাকবে।

প্রশ্ন-১০৩৭. মদিনার লোকেরা কী আশংকা করেছিল?

উত্তর : তারা আশংকা করেছিল যে, রাসূল ﷺ বোধ হয় মক্কায় থাকা পছন্দ করবেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ তাদের আশংকা দূর করে দিলেন এবং

তাদেরকে নিশ্চিত করলেন যে, "আমি তোমাদের কাছে ছিলাম এবং তোমাদের সাথেই মরব।"

প্রশ্ন-১০৩৮. মক্কা বিজয়ের পর মক্কার বিপুল সংখ্যক লোক কী ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, করেছিল।

প্রশ্ন-১০৩৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ কতদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর : উনিশ দিন।

প্রশ্ন-১০৪০. মক্কায় থাকাকালীন তিনি কী কী করলেন?

উত্তর : তিনি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দিলেন, লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন, মূর্তি ভাঙ্গার জন্য বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট সেনাদল পাঠালেন এবং ইসলামপূর্ব রীতির স্মৃতিবাহি সকল নিদর্শন উচ্ছেদ করালেন। আর বিভিন্ন সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন–

১. খালিদ বিন ওয়ালীদ,

২. আমর বিন আস ও

৩. সা'দ বিন যায়িদ আশ-হালি (রা)।

৫৩. গাযওয়ায়ে হুনাইন

প্রশ্ন-১০৪১. কখন এবং কেন গাযওয়ায়ে হুনাইন বা হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মক্কা বিজয়ের পর পরই আরব গোত্রের কিছু ক্ষমতাশালী লোক আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিল না। তাই তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মালিক বিন আওফের নেতৃত্বে হুনাইন পর্বতের দিকে যাত্রা করে। সে জন্য মুশরিকদের মুখোমুখি হতে ১৯ই শাওয়াল রাসূল ﷺ মক্কা থেকে হুনাইনের দিকে চললেন।

প্রশ্ন-১০৪২. রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কতজন মুসলিম যোদ্ধা ছিলেন?

উত্তর : সর্বমোট ১২,০০০। এদের মধ্যে ১০,০০০ ছিল মক্কা বিজয়ের সময়কার রাসূলের সাহাবী, আর বাকী ২,০০০ ছিল নওমুসলিম।

প্রশ্ন-১০৪৩. মুসলমানরা যখন "যাত আনওয়াত" দেখতে পেলেন তখন তারা রাসূল ﷺ-কে কী অনুরোধ করলেন?

উত্তর : মুসলমানরা হুনাইনের দিকে যাওয়ার পথে "যাত আনওয়াত" নামক একটি সবুজ বৃক্ষ দেখতে পেলেন। একে 'যাত আনওয়াত' বলার কারণ হল, তৎকালে আরবের লোকেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র উহাতে ঝুলিয়ে রাখত, এর নীচে পশু হত্যা করত এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। কতিপয় মুসলমান বিশেষ করে নওমুসলিমরা তাদের জন্য একটি গাছ তৈরী করে দিতে অনুরোধ করলেন। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত নং-১৩৮)

প্রশ্ন-১০৪৪. রাসূল ﷺ তাদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমি তার নামে শপথ করছি, যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা। তোমরা এ মাত্র যা বলেছ তা মূসার লোকেরাও মূসাকে বলেছিল। তারা বলেছিল : "হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য এক জন প্রভু বানিয়ে দাও, যেমনটি আমাদের রয়েছে।" আসলে তোমরা নির্বোধ লোক।

(সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত নং-১৩৮)

প্রশ্ন-১০৪৫. মক্কার গভর্নর হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর : ইতবা বিন উসাইদ (রা)-কে।

প্রশ্ন-১০৪৬. যখন কতিপয় মুসলমান, মুসলমানদের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখতে পেল তখন তারা কী বলল?

উত্তর : তারা বলল যে, আমরা কখনো পরাজিত হব না। আর মুসলমানদের এমন মন্তব্যে রাসূল ﷺ তার বিরক্তিবোধ প্রকাশ করলেন।

প্রশ্ন-১০৪৭. মালিক বিন আওফ কীভাবে তার সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করেছিলেন?

উত্তর : সে তার সৈন্যদেরকে পাহাড়ের ভিতরে এবং মুসলমানদের প্রবেশ পথে ও অপ্রশস্ত লুকাবার মত স্থানে লুকিয়ে থাকতে হুকুম করলেন। সে তাদেরকে বললেন যখনই মুসলমানেরা তোমাদেরকে দেখে ফেলবে তখনই তোমরা তাদেরকে পাথর ও তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে তার আদেশ অনুযায়ী সৈনিকেরা পাহাড়ের দিকে প্রবেশ করল।

প্রশ্ন-১০৪৮. মুসলিম সৈনিকদের কী হল?

উত্তর : প্রত্যূষে মুসলমানরা হুনাইন পর্বত থেকে নামা শুরু করলেন, কিন্তু শত্রুরা যে তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য ওঁত পেতে বসেছিলেন সে সম্পর্কে তারা

ছিলেন সম্পূর্ণ অসচেতন। তাই যখন তারা নামছিলেন তৎক্ষণাৎ শত্রুরা তাদের দিকে প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং অতর্কিতভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল। ফলে মুসলমানরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হল। রাসূল ﷺ কতিপয় মুহাজির ও তার আত্মীয়কে নিয়ে শত্রু বাহিনীর মুকাবিলা করেছিলেন।

প্রশ্ন-১০৪৯. এরপর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি সাহাবীদেরকে ফিরে আসার জন্য ডাকতে লাগলেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ তোমার সাহায্য পাঠাও।" এরপর তিনি তার চাচা আব্বাস (রা)-কে বললেন মুসলমানদেরকে উচ্চস্বরে ডাকার জন্য। এরপর মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসলেন।

প্রশ্ন-১০৫০. যুদ্ধ কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : এটি এতই মারাত্মকভাবে চলছিল যে, রাসূল ﷺ বললেন "এখন যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে হয়েছে" "এখন লড়াই তুমুলভাবে হয়েছে।"

প্রশ্ন-১০৫১. তখন কী অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ এক মুঠো বালি নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আর বললেন, "তোমাদের মুখমণ্ডল অশ্লীল হউক।" এরপর এ বালি গিয়ে শত্রুদের চোখে পড়ল। আর তারা ভীষণ ভয়ে পালাতে লাগল এবং শত্রুর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল।

প্রশ্ন-১০৫২. সাকিফ গোত্রের কতজন লোককে হত্যা করা হল?

উত্তর : প্রায় সত্তর জনকে।

প্রশ্ন-১০৫৩. গাযওয়ায়ে তায়েফ বা তায়েফের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : গাযওয়ায়ে তায়েফ ছিল হুনাইন যুদ্ধের একটি প্রসারণ। শত্রুরা নিজেরাই তাদের নেতা মালিক বিন আওফের তায়েফ দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিল।

প্রশ্ন-১০৫৪. রাসূল ﷺ সেনাপতি হিসেবে কাকে পাঠালেন?

উত্তর : তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদকে তায়েফে ১,০০০ সৈন্যের প্রধান হিসেবে পাঠালেন। আর রাসূল ﷺ ও নখলা, ইয়ামান, কারনুল মানাযিল ও লিইয়াহ এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। দূর্গটি ছিল মালিকের নিজস্ব। রাসূল ﷺ দূর্গটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য হুকুম দিলেন।

প্রশ্ন-১০৫৫. মুসলিম সৈন্যবাহিনী তায়েফে পৌঁছে কী করলেন?

উত্তর : তারা ২০দিন যাবৎ দূর্গটি অবরোধ করে রাখে।

প্রশ্ন-১০৫৬. শত্রুরা কি মুসলমানদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার জন্য তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল?

উত্তর : না! তারা দূর্গের ভিতর থেকে শুধুমাত্র তীর ও পাথর নিক্ষেপ করেছিল। এর ফলে অনেক মুসলমান আহত হয়েছিল।

প্রশ্ন-১০৫৭. এরপর রাসূল ﷺ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কী করলেন?

উত্তর : তিনি আঙ্গুরের বাগান কেটে এগুলো পুড়ে ফেলার আদেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে শত্রুদের অনুরোধে মুসলমানরা তা করা বন্ধ করে দিলেন।

প্রশ্ন-১০৫৮. রাসূল ﷺ দূর্গের ভিতরের লোকদের উদ্দেশ্য করে কী ঘোষণা করলেন?

উত্তর : তিনি ঘোষণা করলেন যে যারাই দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসবে তারাই প্রাণনাশ থেকে মুক্তি পাবে। ফলে ২৩ জন লোক বেরিয়ে আসল।

প্রশ্ন-১০৫৯. দীর্ঘ অবরোধের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা ও দূর্গের অনাক্রম্যতা দেখে রাসূল ﷺ নওফল বিন মু'আবিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং অবরোধ উঠিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কতিপয় সাহাবী বললেন, "আমরা দূর্গ জয় না করেই ফিরে যাব?" পরবর্তীতে তারাও রাসূলের সঙ্গে একমত হলেন যে অবরোধ উঠিয়ে ফিরে চলে যাবেন।

প্রশ্ন-১০৬০. যখন সাহাবীরা সাকিফ গোত্রের লোকদের বদদোয়া করার জন্য রাসূলকে অনুরোধ করলেন তখন তিনি কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! সাকীফকে তুমি সঠিক পথ দেখাও এবং মুসলমান করে আমাদের সাথে এনে দাও।"

৫৪. হিজরতের নবম বছর

গাযওয়ায়ে তাবুক

প্রশ্ন-১০৬১. গাযওয়ায়ে তাবুক কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর : এটি সংঘটিত হয় ৯ম হিজরীর রজব মাসে।

প্রশ্ন-১০৬২. গাযওয়ায়ে তাবুক বা তাবুক যুদ্ধের পেছনে কী কারণ ছিল?

উত্তর : বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রোমক সম্রাট মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছিল বলেই মুসলমানেরা এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

প্রশ্ন-১০৬৩. রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে কাফেলার লোকেরা কি সংবাদ ছড়াল?

উত্তর : তারা বলল যে, রোমানরা ৪০ হাজার যোদ্ধা জড়ো করেছে। তাছাড়া লুকহাম, জুদহাম ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক মৈত্রী হল। তারা এছাড়াও বলল যে, সৈনিকদের সেনাপতি বালকায় পৌঁছে গেছে।

প্রশ্ন-১০৬৪. সংবোদটি মুসলমানদেরকে কেন দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল?

উত্তর : প্রচণ্ড গরম, খেজুর আহরণের সময়, বায়ু প্রবাহ ও যুদ্ধক্ষেত্র অনেক দূরত্ব হওয়ার কারণে মুসলমানরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

প্রশ্ন-১০৬৫. রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : তিনি নিজস্ব সীমানায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাবুক সিরিয়ার সীমানায় অবস্থিত তাই শত্রুদের মদিনায় অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা বাঁধা দেয়া সহজ হবে।

প্রশ্ন-১০৬৬. রাসূল ﷺ কি তার অভিযানের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি সাধারণত অভিযানের পরিকল্পনা গোপন রাখতেন। তা সত্ত্বেও ঐ সময় লোকদেরকে তাবুক অভিযানের কথা বলেছিলেন।

প্রশ্ন-১০৬৭. যুদ্ধের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি সাহাবীদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে বললেন। মক্কা ও অন্যান্য গোত্রের কাছেও সাহায্য চাইলেন। তিনি আল্লাহর পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করার জন্য সাহাবীদেরকে বলতে লাগলেন।

প্রশ্ন-১০৬৮. ঐ সকল সাহাবীদের নাম কী? যারা তাদের সম্পদ রাসূল ﷺ-এর কাছে যুদ্ধের তহবিলে দান করেছিলেন?

উত্তর : তারা হলেন : ১. উসমান বিন আফফান, ২. আব্দুর রহমান বিন আওফ, ৩. আবু বকর সিদ্দীক, ৪. ওমর ফারুক, ৫. তালহা, ৬. সা'দ বিন উবাদা, ৭. মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ ও ৮. আসিম বিন আদি (রা)

প্রশ্ন-১০৬৯. ওসমান বিন আফফান যুদ্ধ তহবিলে কি পরিমাণ দান করেছেন?

উত্তর : প্রথমে তিনি ২০০টি উট ও ২০০ আউন্স স্বর্ণ এনে হাজির করলেন। এরপর ১০০ উট এরপর ১০০০ দিনার এনে হাজির করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া যুদ্ধ তহবিলে দান করলেন।

প্রশ্ন-১০৭০. রাসূল ﷺ ওসমান (রা)-এর দানশীলতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আজকের এ দিন থেকে কোন কিছুই ওসমানের ক্ষতি করবে না।"

প্রশ্ন-১০৭১. অন্যান্য সাহাবীরা কী পরিমাণ দান করেছিল?

উত্তর : আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) দান করলেন ২০০ রৌপ্য মুদ্রা, ওমর দান করলেন তার সম্পদের অর্ধেক পরিমাণ, আসিম বিন আদি দান করলেন ৯০টি উট ও সঙ্গে কিছু খেজুর আর আবু বকর (রা) তার ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাম ব্যতীত সকল সম্পদ এনে রাসূলের সামনে উপস্থিত করলেন।

প্রশ্ন-১০৭২. মহিলারা কী কী দান করলেন?

উত্তর : মহিলারাও তাদের হাতের চুড়ি, বালা, পায়ের নুপুর, কানের দুল ও গলার হার যুদ্ধ তহবিলে দান করেছিলেন।

প্রশ্ন-১০৭৩. মদিনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর : মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ অথবা সিবা বিন আরফাতাহ (রা)-কে।

প্রশ্ন-১০৭৪. মুসলিম সৈন্যদের অবস্থান কী ছিল?

উত্তর : প্রভূত পর্যাপ্ত দানের জিনিসপত্র থাকা সত্ত্বেও ৩০ হাজার শক্তিশালী সৈন্যের জন্য তা পরিপূর্ণভাবে সু-সজ্জিত ছিল না। তারা আরোহী উটের স্বল্পতায় ভোগছিলেন। আঠার জন লোক একের পর এক একটি উটে আরোহণ করেছিলেন। খাদ্য সরবরাহের ঘাটতির কারণে, তাদেরকে গাছের পাতা খেতে হয়েছিল। অনেক সময় তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে তাদের উট জবাই করতে হত, কারণ উটের পেটের পানির মাধ্যমে তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করত।

প্রশ্ন-১০৭৫. মুসলমানরা তাবুক যাওয়ার সময় কোন পথ দিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : তারা 'হিজর' নামক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেটিকে বর্তমানে 'মাদাইন সালিহ' বলা হয়। এটি হচ্ছে 'সামূদ জাতির' আদিম বাসস্থান যারা বিশাল বিশাল পাথর কেটে বাড়ি-ঘর বানাতো। তাদের জঘন্য পাপের জন্য আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন-১০৭৬. রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তাদের পরামর্শ দিয়ে বললেন, তোমরা সেখানে গিয়ে সেখানের পানি পান করবে না এবং ঐ পানি দিয়ে ওযুও করবে না। তিনি পশুদেরকে তাদের তৈরী ময়দার তাল খাওয়াতে বললেন। বিকল্প হিসেবে তিনি কূপ থেকে পানি পান করাতে বললেন, যেভাবে নবী সালেহ্ (আ)-এর উটনি পানি পান করত।

প্রশ্ন-১০৭৭. যখন মুসলমানেরা পানির স্বল্পতার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে বললেন, তখন তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন যিনি মেঘমালা পাঠালেন এরপর বৃষ্টি হল আর লোকেরা তাদের পানির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করল।

প্রশ্ন-১০৭৮. তাবুক থেকে সামান্য দূরত্বে থাকাকালীন রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "ইনশাআল্লাহ্, আগামী দিন তোমরা তাবুকের ঝর্ণার কাছে গিয়ে পৌঁছবে। দিনের বেলায় তোমরা সেখানে উপনীত হবে না। সুতরাং আমি আসার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, কেউ ঝর্ণার পানি স্পর্শ করবে না।"

প্রশ্ন-১০৭৯. ঝর্ণার কাছে গিয়ে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : ঝর্ণা থেকে পানি খুব ধীরগতিতে বের হচ্ছে। রাসূল ﷺ কোদাল দিয়ে খুড়ে পানি বের করে আনলেন, এরপর তিনি তার হাত ও মুখ ধৌত করলেন এবং আবারো জোরে এতে আঘাত করলেন। এরপর প্রচুর পরিমাণে পানি অনর্গল বের হতে লাগল।

প্রশ্ন-১০৮০. তাবুক পৌঁছে রাসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আজ রাতে প্রচণ্ড বাতাস বইবে। তাই তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। যাদের উট আছে তারা তা বেঁধে রাখবে।

প্রশ্ন-১০৮১. ঐ রাত্রিতে কী ঘটল?

উত্তর : ঐ রাতে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে গেল একজন লোক দাঁড়িয়েছিল; বাতাস তাকে নিয়ে উপর থেকে ফেলে দিল।

প্রশ্ন-১০৮২. রাসূল ﷺ সফরকালীন সালাত কীভাবে আদায় করলেন?

উত্তর : তিনি যোহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন এভাবে তিনি মাগরিব ও এশার সালাতও আদায় করলেন।

প্রশ্ন-১০৮৩. তাবুকে গিয়ে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে দিয়ে এক চমৎকার ভাষণ দিলেন। তিনি পাপ কাজের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করলেন এবং সৎ কাজের ব্যাপারে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিলেন।

প্রশ্ন-১০৮৪. বাইজানটাইন ও তাদের মিত্ররা কি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল?

উত্তর : না, তারা এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হল যে, তাদের কেউই আক্রমনের সাহস করেনি। বরং তারা গোপনে পালিয়ে তাদের রাজ্যক্ষেত্রে চলে গেল।

প্রশ্ন-১০৮৫. কারা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আপোষ করতে এসেছিল?

উত্তর : আইলার প্রধান শাসনকর্তা, ইয়াহ্না বিন রাওবাহ্ এবং জারবা ও আদরুহার লোকেরা এসে রাসূল ﷺ-এর সাথে অঙ্গীকার করে এবং 'জিযিয়া' প্রদান করতে রাজি হয়। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা ও পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

প্রশ্ন-১০৮৬. রাসূল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালীদকে কী হুকুম করলেন?

উত্তর : তিনি ৪৫০ জন অশ্বারোহীসহ দুমাতুল জানদালে গিয়ে উকাইদারকে গ্রেফতারের জন্য খালিদকে হুকুম করলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, অভিযানের সময় : "তুমি তাকে শিকারী অবস্থায় খুঁজে পাবে।"

প্রশ্ন-১০৮৭. খালিদ বিন ওয়ালীদ কী করলেন?

উত্তর : তিনি শিকার করা অবস্থায়ই উকাইদারকে গ্রেফতার করে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন।

প্রশ্ন-১০৮৮. উকাইদারকে আনার পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি উকাইদারের জীবন বাঁচিয়ে দিলেন এবং এ শর্তে চুক্তি নিলেন যে, তাকে ২,০০০ উট, ৮০০ গবাদি পশু, ৪০০ বর্ম ও ৪০০ বল্লম দিতে হবে। তিনি উকাইদারকে 'জিযিয়া' প্রদান করতে এবং দুমা, তাবুক, আইলাহ ও তাইমাহ থেকে জিযিয়া' আদায় করে দিতে হুকুম দিলেন।

প্রশ্ন-১০৮৯. এরপর রাসূল ﷺ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর : দ্রুত অভিযান প্রেরণ করার পর এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিনি মদিনায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রশ্ন-১০৯০. সামনে-পেছনের দূরত্ব অতিক্রম করতে কতদিন লেগেছিল?
উত্তর : ৩০ দিন।

প্রশ্ন-১০৯১. তাবুক থেকে ফেরার পথে মুনাফিকরা কী করল?
উত্তর : রাসূল ﷺ যখন পাহাড়ী পথে চললেন, আমর (রা) তার উটনির লাগাম ধরেছিলেন এবং হোযাইফা বিন ইয়ামান এটি টানতে লাগলেন, তখন মুনাফিকরা তার প্রাণনাশের আপ্রাণ চেষ্টা করল।

প্রশ্ন-১০৯২. রাসূল ﷺ তখন কী করলেন?
উত্তর : তিনি হোযাইফা (রা)-কে পাঠালেন, যিনি তার হাতের ছড়ি দিয়ে তাদেরকে পাহাড়েই আক্রমণ করলেন এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

প্রশ্ন-১০৯৩. হুযাইফা (রা)-কে কেন "রাসূলের বিশ্বস্তব্যক্তি" বলা হয়েছিল?
উত্তর : কারণ রাসূল ﷺ শুধুমাত্র হুযাইফাকেই মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন।

প্রশ্ন-১০৯৪. গাযওয়ায়ে তাবুকের বিশেষত্ব কী?
উত্তর : এটি ছিল রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ গাযওয়া বা যুদ্ধ।

প্রশ্ন-১০৯৬. যে তিন জন সাহাবী এ যুদ্ধে যাননি তাদের নাম কী?
উত্তর : তারা হলেন– ১. কা'ব বিন মালিক, ২. মুরারা বিন রাবি, ৩. হিলাল বিন উমাইয়া (রা) সত্য অভিযোগ করার পরিবর্তে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রশ্ন-১০৯৬. তাদেরকে কী শাস্তি দেয়া হল?
উত্তর : তাদেরকে সামাজিক বয়কট করা হয়েছিল তথা সমাজ থেকে পৃথক করে দেয়া হল। বয়কটের ৫০ দিন পর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং নিম্নের আয়াত নাযিল করলেন–

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۚ حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

অর্থ– এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা

সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত, পরে তিনি তাদের তাওবা কবূল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা–৯ তাওবা : আয়াত নং-১১৮)

প্রশ্ন-১০৯৭. যারা অক্ষমতার কারণে, অসুস্থতার কারণে ও অন্যান্য মারাত্মক সমস্যার কারণে যুদ্ধে যেতে গড়িমসি করছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বললেন?

উত্তর : তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ مَايُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ط وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ– যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা–৯ তাওবা, আয়াত নং-৯১)

প্রশ্ন-১০৯৮. গাযওয়ায়ে তাবুকের ফলাফল কী হল?

উত্তর :

১. এটি সমগ্র আরব উপদ্বীপ শাসন করার নিশ্চয়তা প্রদান করল।

২. মুনাফিক ও অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলো অবশেষে মুসলিম শক্তির অগ্রগতির কাছে আত্মসমর্পণ করল।

প্রশ্ন-১০৯৯. মুনাফিকদের দ্বারা নির্মিত মসজিদটির নাম কী ছিল?

উত্তর : এটির নাম ছিল "মাসজিদে দেরার" (ক্ষতির মসজিদ)। এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সমাবেশের উত্তম জায়গা হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১১০০. নির্মাণ কাজ শেষ করে মুনাফিকরা রাসূল ﷺ-কে কী অনুরোধ করল?

উত্তর : তারা ঐ মসজিদে সালাত পড়ে এটিকে বরকতময় করতে রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করলেন।

প্রশ্ন-১১০১. রাসূল ﷺ কী উত্তর দিলেন?

উত্তর : যেহেতু তিনি তাবুকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তাই তিনি তাবুক থেকে ফেরার সময় পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত রাখলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে মসজিদটি নির্মাণের উদ্দেশ্য জানিয়ে তাকে সতর্ক করে দিলেন–

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا ' بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى ط وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ - لاَ تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

অর্থ– এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি;' আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী। তুমি তাতে কখনও দাঁড়াবে না; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, তাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন।

(সূরা–৯ তাওবা : আয়াত নং-১০৭-১০৮)

প্রশ্ন-১১০২. তাবুক থেকে ফেরার সময় রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মসজিদটি ধ্বংস করার জন্য একটি দল পাঠালেন।

৫৫. ইসলামের প্রথম হজ্ব

প্রশ্ন-১১০৩. কখন 'হজ্জ' বাধ্যতামূলক করা হয়?

উত্তর : এটি বাধ্যতামূলক করা হল ৯ম হিজরীর যিলক্বদ কিংবা যিলহজ্জ মাসে। ঐ বছরই রাসূল ﷺ হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য হজ্জযাত্রীদের আমীর হিসেবে আবু বকর (রা)-কে পাঠালেন।

প্রশ্ন-১১০৪. হজ্জ থেকে প্রস্থানের পরপরই কোন ওহী (আয়াত) নাযিল হল?

উত্তর : তা হল 'সূরা তাওবার' প্রথমাংশ।

প্রশ্ন-১১০৫. ওহী নাযিলের পর রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি মক্কায় নাযিলকৃত আয়াতগুলো (সূরা তাওবার প্রথমাংশ) ঘোষণা করার জন্য আলী (রা)-কে মক্কায় পাঠালেন। আলী পথিমধ্যে আবু বকর (রা)-এর সাক্ষাত পান।

প্রশ্ন-১১০৬. আলী (রা) কখন নাযিলকৃত আয়াতের ঘোষণা দিয়েছিলেন?

উত্তর : কোরবানীর দিন আলী বিন আবু তালিব (রা) জামরাহ নামক স্থানে দাঁড়ালেন এবং জনতাকে উচ্চস্বরে পড়ে শুনালেন যে, যারা সাবেক জাহেলী ও পৌত্তলিক ব্যবস্থার ওপর বহাল থেকে রাসূল ﷺ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল, তাদেরকে আরো চার মাস সময় দেয়া হচ্ছে। এ চার মাসের মধ্যে তাদেরকে নিজ নিজ কর্মপন্থা স্থির করে নিতে হবে।

প্রশ্ন-১১০৭. আবু বকর (রা) কী করলেন?

উত্তর : তিনি কিছু সংখ্যক মুসলমানকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পাঠালেন যে, এ বছরের পর কোন কাফির উলঙ্গভাবে কা'বাঘর তাওয়াফ কিংবা হজ্জ কোনটাই পালন করতে পারবে না।

৫৬. ঐ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলী

প্রশ্ন-১১০৮. নবম হিজরীকে কেন প্রতিনিধির বছর বলা হয়?

উত্তর : কারণ ঐ বছর অনেক প্রতিনিধি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসেন। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধীরে ধীরে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রতিনিধিদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

প্রশ্ন-১১০৯. কতিপয় প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর : তারা হলেন, ১. আব্দুল কায়িস প্রতিনিধি, ২. দাউস প্রতিনিধি, ৩. সুদা প্রতিনিধি, ৪. উযারাহ প্রতিনিধি, ৫. বালি প্রতিনিধি, ৬. সাকীফ প্রতিনিধি, ৭.

হামদান প্রতিনিধি, ৮. নাজরান প্রতিনিধি, ৯. বানি হানীফা প্রতিনিধি, ১০. ত্বাই প্রতিনিধি, ১১. তুজীব প্রতিনিধি প্রভৃতি।

প্রশ্ন-১১১০. রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় গোটা আরবে কি ইসলাম জয়লাভ করেছিল?

উত্তর : অবশ্যই, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রশ্ন-১১১১. ইসলামের মাধ্যমে আরবের লোকদের মাঝে কোন পরিবর্তন এসেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি আরব উপকূলের সকল চিন্তাধারা ও জাহেলী যুগের সকল পদচিহ্ন অপসারিত করেছিল। ইসলামের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় মনকে সক্রিয় করা হয়েছে। সাধারণ প্রতিধ্বনি শুরু হল যে,– "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হত। সকল মানুষ পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে ইসলামের শিক্ষা মেনে নিতে লাগল এবং অহংকার থেকে দূরে থাকতে শুরু করল।

প্রশ্ন-১১১২. ঐ বছর রাসূল ﷺ-এর পরিবারের কে ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীম।

প্রশ্ন-১১১৩. যে মুনাফিক ঐ বছর মারা যায় তার নাম কী?

উত্তর : সে হল মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই।

প্রশ্ন-১১১৪. "ইলার" ঘটনাটি কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ তার স্ত্রীদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে শপথ নিলেন যে, তিনি তাদের নিকট আর যাবেন না। দীর্ঘ ১ মাস পর শপথ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত নং-২৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে প্রস্তাব দিলেন যে, আমার সাথে সাধারণ জীবন-যাপন কর এবং পরিতৃপ্ত থাক নতুবা আরো ভালো ও সুখময় জীবনের জন্য আলাদা হয়ে যাও। তারা স্বাভাবিকভাবে প্রথমটিই গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সন্তুষ্টিই লাভ করলেন।

প্রশ্ন-১১১৫. যাকাতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : তিনি যাকাত আদায়ের সংগঠন তৈরী করলেন এবং যারা ইসলামকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেসব গোত্র থেকে যাকাত আদায়ের জন্য অনেক যাকাত আদায়কারীকে পাঠালেন।

প্রশ্ন-১১১৬. ঐ বছর যে মুসলমান রাজা ইন্তিকাল করেছেন তার নাম কী?
উত্তর : তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন-১১১৭. রাসূল ﷺ কি তার জানাযার সালাত পড়েছিলেন?
উত্তর : হ্যাঁ, তিনি ঐ রাজার জানাযার সালাত পড়েছিলেন।

প্রশ্ন-১১১৮. কা'ব বিন যুহাইর কে ছিলেন?
উত্তর : তিনি ছিলেন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। যিনি মুসলমান হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করতেন।

প্রশ্ন-১১১৯. কা'ব রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে কী করলেন?
উত্তর : কা'ব মদিনায় এসে ১ ব্যক্তির কাছে অবস্থান করলেন। ফজরের সালাতের পর কা'ব রাসূলের কাছে গিয়ে বসলেন এবং তার হাতের উপর তার হাত রাখলেন। রাসূল ﷺ পূর্বে কখনো কা'বকে দেখেননি তাই তিনি তাকে চিনতে পারেন নি। কা'ব রাসূল ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কা'ব তাওবাকারী একজন মুসলমান হিসেবে আপনার কাছে এসেছে, আমি যদি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি তাহলে আপনি কি তাকে ক্ষমা করবেন ও নিরাপত্তা দিবেন?" রাসূল ﷺ বললেন, "অবশ্যই" এরপর কা'ব নিজের পরিচয় দিলেন যে, আমিই হচ্ছি সে কা'ব বিন যুহাইর।

প্রশ্ন-১১২০. আনসারগণ কা'বের কথা শুনে কী করলেন?
উত্তর : তারা কা'বকে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

প্রশ্ন-১১২১. রাসূল ﷺ কী বললেন?
উত্তর : তিনি বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও কারণ, সে একজন তাওবাকারী মুসলমান।"

প্রশ্ন-১১২২. কা'ব কী আবৃত্তি করলেন?
উত্তর : তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা। তিনি রাসূল ﷺ-এর সহিষ্ণুতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন আর তার অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রশ্ন-১১২৩. রাসূল ﷺ পুরস্কার হিসেবে তাকে কী দিলেন?
উত্তর : খুশি হয়ে রাসূল ﷺ পুরস্কার হিসেবে তাকে জুব্বা উপহার দিলেন। যা অবশ্যই তার জন্য বিশাল সম্মানের ছিল।

৫৭. হিজরতের দশম বছর

বিদায় হজ্ব

প্রশ্ন-১১২৪. রাসূল ﷺ জীবনে কতবার হজ্ব ও ওমরা পালন করেন?

উত্তর : তিনি একবার মাত্র হজ্জ পালন করেন আর ওমরা পালন করেন ৪ বার তার মধ্যে ১টি ছিল হজ্জের সময়।

প্রশ্ন-১১২৫. কেন তার হজ্জকে "হাজ্জাতুল ওয়াদা" (বিদায় হজ্জ) বলা হয়?

উত্তর : কারণ তার মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্বে তিনি তার জীবনের একমাত্র প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন করেন।

প্রশ্ন-১১২৬. রাসূল ﷺ কখন হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেন?

উত্তর : যিলক্বদ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে।

প্রশ্ন-১১২৭. যাওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ কী কী কাজ করলেন?

উত্তর : তিনি তার মাথার চুল আচড়ালেন, তাঁর কাপড়ে কিছু সুগন্ধি লাগালেন, তাঁর উটের পিঠে জিন পরালেন এবং বিকেল বেলা রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন-১১২৮. আসরের সালাতের পূর্বে তিনি কোথায় পৌছলেন?

উত্তর : তিনি যুল হুলায়ফা নামক জায়গায় পৌছলেন এবং সেখানে ২ রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন।

প্রশ্ন-১১২৯. যোহরের সালাতের পূর্বে তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি ইহরামের জন্য গোসল করলেন আর আয়েশা (রা) তার শরীরে ও মাথায় সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। এরপর যোহরের সালাত দু রাক'আতে সংক্ষিপ্ত করলেন এবং সালাতের জায়গায় তিনি ওমরার সাথে হজ্জ পালনের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। এরপর তিনি তার 'কাসওয়া' নামক উটনিতে উঠলেন আর "লাব্বাইক" .... বলে চলতে লাগলেন।

প্রশ্ন-১১৩০. হারাম শরীফে প্রবেশ করে তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি একটি তাওয়াফ করলেন আর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে হাটাহাটি করলেন। এরপর তিনি জবাই করার জন্য কোরবানীর পশু আনলেন।

প্রশ্ন-১১৩১. মিনার উদ্দেশ্যে তিনি কখন যাত্রা করলেন?

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে।

প্রশ্ন-১১৩২. সেখানে তিনি কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত : যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর।

প্রশ্ন-১১৩৩. এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তারপর তিনি আরাফাতের দিকে রওয়ানা হলেন সেখানে নামিরা নামক স্থানে তার জন্য একটি তাঁবু তৈরী ছিল।

প্রশ্ন-১১৩৪. সেখানে তিনি কতক্ষণ অবস্থান করলেন?

উত্তর : সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এটির ভিতর বসেছিলেন।

প্রশ্ন-১১৩৫. আরাফাতে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে কোন ভাষণ দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোকের সামনে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১১৩৬. তার ভাষণ শেষে কুরআনের কোন আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর : সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

অর্থ– আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করলাম। (সূরা–৫ মায়িদা : আয়াত নং-৩)

প্রশ্ন-১১৩৭. সূর্য ডুবার পর রাসূল ﷺ কোথায় রওয়ানা হলেন?

উত্তর : তিনি মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন-১১৩৮. পরের দিন সকাল বেলায় তিনি কোনদিকে রওয়ানা হলেন?

উত্তর : তিনি "মাশ'আর আল-হারামের' দিকে রওয়ানা হলেন, সেখানে তিনি পরিপূর্ণ সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন এবং সূর্য ভালোভাবে উঠার আগে তিনি মিনার দিকে রওয়ানা হলেন।

প্রশ্ন-১১৩৯. সেখানে তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি "বড় যামরার" কাছে গেলেন এবং এটির দিকে "আল্লাহু আকবার" বলে বলে সাতটি পাথর কণা নিক্ষেপ করলেন।

প্রশ্ন-১১৪০. এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি কোরবানী করার স্থানে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে তেষট্টিটি (৬৩টি) উট কোরবানী করলেন, আর বাকি ৩৭টি পশু কোরবানির জন্য আলী (রা)-কে বললেন।

প্রশ্ন-১১৪১. এরপর তিনি কোথায় গেলেন?

উত্তর : তিনি কা'বা শরীফের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন ও যোহরের সালাত আদায় করলেন এবং "যমযমের" পানি পান করলেন।

প্রশ্ন-১১৪২. রাসূল ﷺ অন্য আরেকটি ভাষণ কখন প্রদান করেন?

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে।

প্রশ্ন-১১৪৩. রাসূল ﷺ ১৪ই যিলহজ্জ কী করলেন?

উত্তর : তিনি বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন তারপর মদিনার দিকে রওয়ানা হন।

৫৮. ঐ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলী

প্রশ্ন-১১৪৪. খালিদ বিন ওয়ালিদকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল?

উত্তর : তাকে নাজরান গোত্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

প্রশ্ন-১১৪৫. আলী বিন আবি তালিবকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল?

উত্তর : তাকে পাঠানো হয়েছিল ইয়ামানে।

প্রশ্ন-১১৪৬. রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিকে যে দুজন মিথ্যা ভণ্ড নবী আবির্ভূত হয়েছিল তাদের নাম কী?

উত্তর : তারা হল : ১. ইয়ামামার মিথ্যাবাদি ভণ্ড "মুসাইলামা" ও ২. আসওয়াদ আনাসি, রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১১৪৭. আসওয়াদ আনাসিকে কখন হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১১৪৮. রাসূল ﷺ কি তার মৃত্যু সম্পর্কে জানতেন?

উত্তর : হ্যাঁ। তিনি ওহীর মাধ্যমে এটি জেনেছিলেন এবং সাহাবীদেরকেও জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১১৪৯. মুসাইলিমাকে কখন হত্যা করা হয়?

উত্তর : তাকে ওয়াহশী বিন হারব (রা)-এর হাতে আবু বকরের খেলাফত আমলে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন-১১৫০. দলে দলে ইসলামের দিকে মানুষের প্রবেশ সম্পর্কে কী ওহী নাযিল হল?

উত্তর : "সূরা আন-নাসর।"

প্রশ্ন-১১৫১. এ সূরাটি কী ইঙ্গিত করেছিল?

উত্তর : এ সূরাটি ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, রাসূল ﷺ-এর মিশন শেষ হয়ে আসছে।

৫৯. হিজরতের একাদশ বছর

প্রশ্ন-১১৫২. রাসূল ﷺ-এর সাথে শেষ যে প্রতিনিধি দলটি সাক্ষাত করেছিল সেটির নাম কী?

উত্তর : 'নাখা' এর ২০০ লোকের প্রতিনিধি।

প্রশ্ন-১১৫৩. রাসূল ﷺ বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যে অভিযানটি পাঠাতে চেয়েছিলেন সেটির নাম কী?

উত্তর : এটি হল ওসামা বিন যায়িদ বিন হারিসার সৈন্যবাহিনী।

প্রশ্ন-১১৫৪. কেন তিনি এ সেনাবাহিনীটি পাঠালেন?

উত্তর : বাইজানটাইনের লোকদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যারা মুসলমানদের আঞ্চলিক প্রভাব সহ্য করত না বরং তাদের শক্তির অহংকার করত। এটি ছিল ১১ হিজরীর ২৬ই সফর মাসে।

প্রশ্ন-১১৫৫. কিছু সংখ্যক সাহাবী কি ওসামার নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা অনেকেই এটির সমালোচনা করেছিল। কারণ ওসামা ছিল খুবই তরুণ।

প্রশ্ন-১১৫৬. রাসূল ﷺ কী বললেন?

উত্তর : "আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা উসামা সম্পর্কে নানা কথা বলেছ। এখন তার সেনাপতি সম্পর্কে তোমরা আপত্তি তুলেছ, সেটা নিয়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ ইতিপূর্বে তার বাবার সেনাপতি নিয়োগ নিয়েও তোমরা আপত্তি তুলেছিলে। অথচ, আল্লাহর কসম তার বাবা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় আর সেনাপতির যোগ্যতাও ছিল তার। তারপর তার ছেলে উসামাও আমার কাছে এখন প্রিয় ও সেনাপতির যোগ্য।

প্রশ্ন-১১৫৭. সৈন্যবাহিনী কি সিরিয়া সীমানা পার হয়েছিল?

উত্তর : না, রাসূল ﷺ-এর মারাত্মক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে অভিযানটি বিলম্ব করা হল। পরবর্তীতে আবু বকর (রা)-এর খেলাফত আমলে অভিযানটি দ্রুত পাঠানো হয়।

৬০. রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল

প্রশ্ন-১১৫৮. রাসূল ﷺ এ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার প্রধান নমুনা কী ছিল যেগুলো তার চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলো?

উত্তর : লক্ষণগুলো নিম্নরূপ–

১. ১০ম হিজরীর রমযান মাসে রাসূল ﷺ দশদিনের পরিবর্তে বিশদিন ই'তিকাফ করা।

২. জিবরাঈল তার কাছ থেকে দুই দুই বার কোরআন কারীম মুখস্থ শ্রবণ করা।

৩. বিদায় হজ্বের ভাষণে তার কথা, "আমি জানিনা এ বছরের পর পুনরায় তোমাদের সঙ্গে আর সাক্ষাত করতে পারব কিনা।"

৪. সূরা আন-নাসর নাযিল হওয়া, সেটি ইঙ্গিত দিয়েছিলো তার পৃথিবী থেকে চলে যাবার।

প্রশ্ন-১১৫৯. রাসূল ﷺ কখন অসুস্থ হয়ে পড়েন?

উত্তর : ১১ হিজরীর ২৯ই সফর সোমবারে বাকীর গোরস্থানে জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করে আসার পর, পথিমধ্যে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

প্রশ্ন-১১৬০. তার শরীর গুরুতর খারাপ অবস্থায় কতদিন যাবৎ তিনি সালাতের ইমামতি করেন?

উত্তর : এগার দিন।

প্রশ্ন-১১৬১. যখন রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা বাড়তে লাগল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট কী জানতে চাইলেন?

উত্তর : তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কোথায় থাকব।"

প্রশ্ন-১১৬২. এটা দ্বারা তিনি কী বুঝালেন?

উত্তর : এটা দ্বারা তিনি বুঝালেন যে, তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর কাছে যেতে চান। যাকে তিনি বেশী ভালবাসেন।

প্রশ্ন-১১৬৩. তিনি যেখানে যার ঘরে যেতে চাইলেন, তার স্ত্রীরা কি তাতে রাজি ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি যার কাছে যেতে চাইলেন তারা তাতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি আয়েশার ঘরে আসলেন।

প্রশ্ন-১১৬৪. আয়েশার ঘরে তিনি কতদিন ছিলেন?

উত্তর : আয়েশার ঘরে তিনি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন।

প্রশ্ন-১১৬৫. রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পাঁচদিন আগে তিনি কী চাইলেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "আমাকে সাত মশক পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দাও।"

প্রশ্ন-১১৬৬. এরপর তিনি কী অনুভব করলেন?

উত্তর : তিনি অনেকটা ভালো অনুভব করলেন, তিনি বাহিরে গিয়ে লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ও কথা বলতে চাইলেন।

প্রশ্ন-১১৬৭. এরপর তিনি কী করলেন?

উত্তর : তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে মসজিদে গিয়ে মিম্বরের উপরে বসলেন এবং তার আশে পাশে লোকদের জড়ো করে কথাবার্তা বললেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন যে, "তোমরা আমার মূর্তি বানাবে না ও মূর্তি পূজা করবে না।

প্রশ্ন-১১৬৮. যোহরের সালাতের পর তিনি তাঁর ভাষণে কী বললেন?

উত্তর : তিনি আনসারদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে জোর প্রদান করলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আনসারদের প্রসঙ্গে সাবধান করছি। তারা ছিল আমার দেহের পোশাক এবং আমার পথের সম্বল। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে।" তিনি আরও বললেন যে, ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়বে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পাবে যে পর্যন্ত না তারা খাদ্যে লবণ পছন্দ করবে।

প্রশ্ন-১১৬৯. রাসূল ﷺ মৃত্যুর চারদিন আগে কী বললেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর চার দিন আগে বৃহস্পতিবারে তিনি লোকদেরকে বললেন, "এ দিকে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু পথনির্দেশ দিব যেগুলো পালন করলে তোমরা কখনো ভ্রান্ত পথে যাবে না।"

প্রশ্ন-১১৭০. ওমর বিন খাত্তাব (রা) লোকদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি বললেন, "রাসূল ﷺ মারাত্মক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন আর তোমাদের কাছে আছে 'কুরআন' আল্লাহর কিতাব তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"

প্রশ্ন-১১৭১. অন্যান্য লোকেরা কী চাইল?

উত্তর : তারা চাইলেন যে, রাসূল ﷺ কী পথ নির্দেশ দিতে চান।

প্রশ্ন-১১৭২. তখন রাসূল ﷺ কী করলেন?

উত্তর : যদিও তিনি কিছু পথনির্দেশ দিতে চাইলেন। কিন্তু যখন তিনি বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুনতে পেলেন তখন তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন– 'চলে যাও এবং আমাকে একা থাকতে দাও।"

প্রশ্ন-১১৭৩. ঐ দিন রাসূল ﷺ কী কী পরামর্শ দিলেন?

উত্তর : তিনি তিনটি পরামর্শ দিলেন : ১. ইয়াহুদি, খ্রীস্টান ও মুশরিকদের আরব থেকে বহিষ্কার করবে। ২. প্রতিনিধি দলকে সম্মানিত করবে। ৩. কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে।

প্রশ্ন-১১৭৪. সর্বশেষ কোন ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি রাসূল ﷺ করেছেন?

উত্তর : তার মৃত্যুর চার দিন আগে বৃহস্পতিবার মাগরিবের সালাত।

প্রশ্ন-১১৭৫. এরপর সালাতের ইমামতির জন্য তিনি কাকে হুকুম করলেন?

উত্তর : আবু বকর (রা)-কে।

প্রশ্ন-১১৭৬. রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর একদিন আগে তিনি কী করলেন?

উত্তর : তার মৃত্যুর একদিন আগে রবিবারে তিনি তার সাত দীনার দিয়ে সমস্ত দাসদাসীদের মুক্ত করে দেন এবং তার অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদেরকে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে যান।

প্রশ্ন-১১৭৭. রাসূল ﷺ শেষ দিন তার কন্যা ফাতিমাকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি তাকে বললেন যে, আমি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য হচ্ছি না, এটা শুনে ফাতিমা কেঁদে ফেললেন। তারপর যখন বললেন যে, আমার পরিবারের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে এটা শুনে তিনি হেসে ফেললেন।

প্রশ্ন-১১৭৮. শেষ মুহূর্তে রাসূল ﷺ কোন কোন শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন?

উত্তর :

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى، اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى.

অর্থ– (হে আল্লাহ! তাদের সাথে আমার অবস্থান করুন) যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন তারা হলেন নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং নেক আমলকারী। হে

আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি রহমত করুন এবং আমাকে মিলিত করুন সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে। হে আল্লাহ! আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।

প্রশ্ন-১১৭৯. রাসূল ﷺ কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন-১১৮০. তখন তার বয়স ছিল কত?

উত্তর : তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

প্রশ্ন-১১৮১. রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে ওমরের মনোভাব কী হয়েছিলো?

উত্তর : তিনি এতটাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি প্রায় তার চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন আর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বলতে লাগলেন যে, রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন নি বরং তিনিতো তার রবের কাছে গেলেন যেমনটা মূসা عليه السلام যেতেন।

প্রশ্ন-১১৮২. আবু বকরের মনোভাব কী ছিল?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি আয়েশার রুমে আসলেন। তিনি রাসূলকে চুমু খেলেন আর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। নিশ্চয়ই আল্লাহ দুবার আপনার মৃত্যু দিবেন না। আপনি শুধুমাত্র মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন যা আল্লাহ অবধারিত করেছেন।

প্রশ্ন-১১৮৩. তিনি লোকদেরকে কী বললেন?

উত্তর : তিনি লোকদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, "যারা মুহাম্মদের ইবাদত করে তাদের জানা উচিত যে, মুহাম্মদ ﷺ এখন মৃত কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর, তারা ভালোভাবে জেনে রাখো যে তিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না।"

প্রশ্ন-১১৮৪. ঐ সময় তিনি কোরআনের কোন আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন?

উত্তর : সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত ১৪৪ নং আয়াতটি–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۔

অর্থ– মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

প্রশ্ন-১১৮৫. রাসূল ﷺ-কে কখন দাফন করা হয়?

উত্তর : তাকে দাফন করা হয়েছিল বুধবার রাতে।

প্রশ্ন-১১৮৬. তাকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল?

উত্তর : তাকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে দাফন করা হয়েছিল। আবু বকর (রা) বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করতে হয়।"

প্রশ্ন-১১৮৭. কবর খনন করেছিল কে?

উত্তর : আবু তালহা (রা)।

প্রশ্ন-১১৮৮. রাসূল ﷺ-কে কখন গোসল দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : মঙ্গলবারে তাকে গোসল দেয়া হয়েছিল?

প্রশ্ন-১১৮৯. কারা কারা রাসূল ﷺ-কে গোসল দিয়েছিলেন?

উত্তর : আব্বাস, আলি বিন আবি তালিব, আব্বাসের পুত্র কাসেম এবং রাসূল ﷺ-এর মুক্ত দাস ওসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খুওয়াইলিদ (রা)।

প্রশ্ন-১১৯০. লোকেরা কীভাবে রাসূল ﷺ-এর জানাযার সালাত আদায় করলেন?

উত্তর : লোকেরা দশ জন দশ জন করে আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলের জানাযার সালাত আদায় করলেন। প্রথমে তার গোত্রের লোকজন, এরপর মুহাজিরগণ এরপর আনসারগণ। মহিলারা পুরুষদের পরে সালাত আদায় করেছেন। আর তরুণেরা সবার শেষে জানাযার সালাত আদায় করলেন।

প্রশ্ন-১১৯১. কখন আয়েশার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়?

উত্তর : ৫৮ হিজরীর ১৫ই রমযান মাসে আয়েশা (রা) যখন ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন-১১৯২. রাসূল ﷺ-কে কবরে রাখার জন্য কারা নেমেছিলেন?

উত্তর : আলি বিন আবু তালিব, ফজল বিন আব্বাস, ওসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খুওয়াইলিদ (রা)।

৬১. এক নজরে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততি

ক্রম	নাম	জন্ম	রাসূলের সাথে বিয়েকালীন বয়স	বিয়েকালীন রাসূলের বয়স	প্রস্তাবক	মহরানা	সম্পর্ক	বিয়ে নং	বিয়ে করার কারণ	বর্ণিত হাদীস	রাসূলের সাথে দাম্পত্যকাল	ওফাত
০১	খাদিজা (রা)	হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে	৪০	২৫	নাফিসা বিনতে মারিয়া	৫০০ স্বর্ণমুদ্রা	ফুফু	৩য়	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক		২৫ বছর	নবুওয়াতের দশম বছর
০২	সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)	৫৬৫/৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে	৫৫/৫৫	৫০	খাওলা বিনতে হাকিম	৪০০ দিরহাম	খালাতো বোন	২য়	মানবিক	৫টি	১৩ বছর	২২ হিজরীতে
০৩	আয়েশা (রা)	নবুয়্যাতের ৩/৪ বছর পরে	৬/৭/৮/৯	৫১	খাওলা বিনতে হাকিম	৫০০ দিরহাম		১ম	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক	২২১০ টি	৯ বছর	৫৮ হিজরীতে
০৪	হাফসা (রা)	নবুয়্যাতের ৫ বছর পূর্বে	১৯	৫৪	রাসূল নিজেই			২য়	অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক	৬০টি	১২ বছর	হিজরী ৪৫ সনে
০৫	যয়নব বিনতে খুজাইমা (রা)	নবুয়্যাতের ২৬ বছর পূর্বে	৪১	৫৫	যয়নব নিজেই	৪০০ দিরহাম		৩য়	মানবিক		২/৩ মাস	হিজরী ৩য় /৪র্থ সনে
০৬	উম্মে সালামা (রা)	নবুয়্যাতের ১৩ বছর পূর্বে	৩১	৫৬	উমর (রা)			২য়	মানবিক ও রাজনৈতিক	৩৭৮ টি	৮ বছর	৬৩ হিজরীতে
০৭	যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)	নবুয়্যাতের ২০ বছর পূর্বে	৩৮	৫৭	যায়েদ		আপন ফুফাত বোন	২য়	সামাজিক কুপ্রথার মূলৎপাটনে	১১টি	৭ বছর	হিজরী ২০ সালে
০৮	জুয়াইরিয়া (রা)	হিজরতের ১৫ বছর আগে	২১	৫৭	রাসূল নিজেই			২য়	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক	৭টি	৭ বছর	হিজরী ৫০ সালে
০৯	উম্মে হাবীবা (রা)	নবুয়্যাতের ১৭ বছর পূর্বে	৩৬/৩৭	৫৭	আব্বাস ইবনে উমাইয়া	৪০০ দিরহাম		২য়	রাজনৈতিক ও মানবিক	৬৫টি	৭ বছর	হিজরী ৪৪ সনে
১০	সুফিয়া (রা)	নবুয়্যাতের ২ বছর আগে	২০	৫৮	সুফিয়া নিজেই			৩য়	মানবিক	১০টি	৬ বছর	হিজরী ৫০ সন
১১	মায়মুনা (রা)	৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে	২৬	৫৮	আব্বাস (রা)	৫০০ দিরহাম	খালা	৩য়	মানবিক	৭৬টি	৫ বছর	৬১ হিজরীতে
১২	রায়হানা (রা)	নবুয়্যাতের ৭ বছর পূর্বে	২৫	৫৮	রাসূল নিজেই	৪০০ দিরহাম		২য়	রাজনৈতিক		৫বছর	রাসূলের ওফাতের ১০ মাস পূর্বে
১৩	মারিয়া কিবতিয়া (রা)	নবুয়্যাতের ৬ বছর পূর্বে	২৫	৫৮	রাসূল নিজেই				রাজনৈতিক		৫ বছর	হিজরী ১৩ সাল

রাসূল ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি

আল্লামা ইবনে হিশামের বর্ণনা মতে বড় থেকে

ক্রমিক নং	নাম	বিবরণ
১.	আল কাসিম।	ছোট্ট বয়সে ইন্তিকাল করেন।
২.	আব্দুল্লাহ	উপাধি তাইয়্যেব ও তাহের। ছোট্ট বয়সে ইন্তিকাল করেন।
৩.	রুকাইয়া	প্রথম স্বামী আবু লাহাবের প্রথম পুত্র উতবা দ্বিতীয় স্বামী উসমান (রা)। ওসমান (রা)-এর ঔরসজাত পুত্র আব্দুল্লাহ ১ বছর ৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন।
৪.	যায়নাব	স্বামী খাদিজা (রা)-এর ভাগিনেয় আবুল আস (রা)।
৫.	উম্মে কুলসুম	প্রথম স্বামী আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবা দ্বিতীয় স্বামী উসমান (রা)।
৬.	ফাতেমা	স্বামী আলী (রা), ছেলে হাসান, হোসাইন ও মুহসেন, মুহসেন ছোট্ট বয়সে ইন্তিকাল করেন। যয়নব ও উম্মে কুলসুম নামেও তাদের দুই কন্যা ছিল। তারাও ছোট্ট বয়সে ইন্তিকাল করেন।
▸▸ উল্লেখ্য, রাসূল ﷺ-এর ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে খাদিজা (রা)-এর গর্ভের এবং ইবরাহীম রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ স্ত্রী মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভের।		
৭.	ইবরাহীম	১ বছর ৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন।

প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত

৬২. এক নজরে মুহাম্মদ ﷺ-এর পবিত্র জীবন		
১. রাসূল ﷺ-এর জন্মদিন	বসন্তকালের সোমবার (এ দিন প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে) তারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল, হস্তি বর্ষ-১ (হস্তিবাহিনীর আক্রমণের ৫০ দিন পর) মোতাবেক ২২শে এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ৬২৮ বিক্রমাব্দ সুবহে সাদেক (সূর্যোদয়ের পর)। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে ১২ই রবিউল আউয়াল।	তাবারী ও ইবনে খালদুন ১২ রবিউল এবং আবুল মিকদাদ ১০ই রবিউল আওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু সোমবার প্রসঙ্গে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। অথচ সোমবার ৯ই রবিউল আউয়ালই পড়ে। তাই মুহাম্মদ তালাত বেগ (আরব ঐতিহাসিক) এবং কাযী সুলায়মান মানসুর পুরী পঞ্জিকার হিসাব নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করার পর ৯ই রবিউল আউয়ালের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। মিশরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর জন্ম তারিখ ৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দে। আল্লামা শিবলী নোমানীও এ মতকে সমর্থন দিয়েছেন। তবে গ্রেগরিয়ান নিয়মে দিনটা হয় ২২ শে এপ্রিল। এ নিয়মের অধীন ১৭৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে নতুন খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার চালু হয়েছে। প্রাচীন ক্যালেন্ডারের নিয়মানুসারে ঐ দিনটি নির্ধারিত হয়েছে ১৯শে এপ্রিল সন জুলিয়ান ৫২৮৪ অব্দ। রাসূল ﷺ-এর জন্ম হস্তিবাহিনীর আক্রমণের ৫৫ দিন পর না ৫০ দিন পর হয়েছিল তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে, তা দৃশ্যত ৫০দিন পরের মতটাই সঠিক বলে মনে হয়। আসাহহুস্ সিয়ার গ্রন্থকার মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরি ৮ বা ১২ রবিউল আউয়াল উল্লেখ করেছেন, তবে যুক্তিতর্কের উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ ১লা মুহাররম এবং খৃষ্টীয় তারিখ হিসাবে ১২ বা ১৫ই ফেব্রুয়ারি উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাকের মতে ১২ রবিউল আউয়াল রাত অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ-এর জন্ম হয়। আমার দৃষ্টিতে ৯ই রবিউল আউয়ালের মতটাই প্রাধান্য মনে হয়।

২. দুধ খাওয়ার মেয়াদ শুরু	৪ মাস বয়সে	জন্মের ২ বা ৩ দিন পর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছাওবিয়ার দুধ কিছু দিন পান করেন। নিয়মিত দুধ খাওয়ার মেয়াদ তিনি ধাত্রী হালিমার বাড়ীতেই কাটান। এ বাড়ী মরুভূমির ভেতরে অবস্থিত।
৩. রাসূল (সাঃ) এর মায়ের ইন্তিকাল	৬ বছর বয়সে	
৪. রাসূল (সাঃ) দাদার ইন্তিকাল	৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে	
৫. প্রথম সিরিয়া সফর (চাচা আবু তালেবের সাথে)	১২ বছর ২ মাস বয়সে।	খৃষ্টান সন্যাসী বুহায়রার সাথে সাক্ষাত হয় এ সফর কালেই।
৬. ফুজ্জার যুদ্ধে প্রথম অংশগ্রহণ	১৫ বছর বা কিছু বেশি বয়সে।	
৭. ফুজ্জার যুদ্ধে দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ	প্রথমবারের কিছুকাল পরে। সময় অজ্ঞাত।	
৮. সংস্কারমূলক সংগঠন হিলফুল ফুযুলে যোগদান	১৬ বছর বয়সে	
৯. সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর ব্যবসায়ী হিসেবে	২২ বা ২৫ বছর বয়সে	
১০. খাদীজার সাথে বিবাহ	২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে।	
১১. রহস্যময় ঘটনাবলীর সূচনা	নবুয়তের ৭ বছর আগে, ৩৩ বছর বয়সে।	
১২. সালিশ নির্বাচিত হওয়া	৩৫ বছর বয়সে।	কা'বা শরীফের সংস্কারের সময় হাজরে আসওয়াদ পুনস্থাপন নিয়ে বিরোধ বাধে। সবাই তাকে বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করে সালিশ মানে। তিনি বিরোধের চমৎকার নিষ্পত্তি করেন।

১৩. নবুয়ত লাভ	৪০ বছর ১১ দিন বয়সে। ৯ই রবিউল আউয়াল জন্ম সন ৪১, মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারি, ৬১০ খৃষ্টাব্দ, সোমবার।	এ তারিখটা নিয়েও বিস্তর মতভেদ রয়েছে। একটি মতানুসারে চান্দ্র বর্ষের ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৪০ বছর ৬ মাস ১৬ দিন এবং সৌর ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৩৯ বছর ৩ মাস ১৬ দিন বয়সে। নবুয়তের খোদায়ী ঘোষণা হেরা পর্বত গুহায় নাযিল হয়। তারিখটা ছিল কারো মতে ২৫শে রমযান, কারো মতে ১৩ই রবিউল আউয়াল। খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১২ই ফেব্রুয়ারি ও ৬ই আগস্ট ৬১০ খৃষ্টাব্দও বলা হয়েছে। তবে এ সমস্ত মতভেদ পঞ্জিকার হিসেবের জটিলতা থেকে উদ্ভূত। অস্পষ্টতার আরো একটা কারণ এই যে, নবুয়তের ঘোষণা এবং কোরআন নাযিল হওয়ার সময়টা হাদীসের বর্ণনাতেই দু'রকমের। যাদুল মায়াদে ৮ তারিখ লেখা হয়েছে। কিন্তু পঞ্জিকার হিসেব অনুসারে সোমবার হয় ৯ তারিখে। নবুয়াতের ঘোষণা দেয়া হয় এভাবে যে, জিবরীল গুহার ভেতরে তাঁর সামনে এসে বললেন, "সুসংবাদ নিন। আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আমি জিবরীল।" জিবরীলকে এভাবে প্রকাশ্যে দেখে তিনি কিছুটা ভয় পান এবং খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা দেন।
১৪. সালাত ফরয হওয়া (ফজর ও আছরের দুই দুই রাকা'আত)	৯ই রবিউল আউয়াল নবুয়ত লাভের দিন।	
১৫. কোরআন নাযিল হওয়ার সূচনা	১৮ই রমজান, নবুয়ত বর্ষ-১ শুক্রবার (রাত্রে) মোতাবেক ১৭ই আগস্ট, ৬১০ খৃ:।	এ পর্যায়ে সূরা আলাক নাযিল হয়। তাবারী ১৭ ও ১৮ এ দুটো তারিখই লিখেছেন। কিন্তু পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে ১৮ই রমযান শুক্রবার হয়।

১৬. গোপন দাওয়াতের কাজ শুরু	নবুয়ত বর্ষ ১ থেকে ৩ পর্যন্ত।	আরকাম মাখযুমীর সাফা পাহাড়ে অবস্থিত বাড়ীটি ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় প্রায় ৪০ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। শহরের বাইরে গিয়ে গোপনে সালাত আদায় করা হতো।
১৭. নবুয়তের ঘোষণা (প্রথম ভাষণ)	নবুয়ত বর্ষ-৩ (শেষের দিকে)।	
১৮. বিরোধিতার প্রথম যুগ (ঠাট্টা বিদ্রূপ, অপপ্রচার ও অল্প স্বল্প নির্যাতন)	নবুয়ত বর্ষ-১ থেকে ৫ পর্যন্ত বিস্তৃত।	আবু তালেবের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য কোরায়েশ প্রতিনিধি দলের আলোচনা অব্যাহত। বিরোধিতার জন্য নানা রকম কৌশল উদ্ভাবন।
১৯. প্রচণ্ড বিরোধিতার দ্বিতীয় যুগ (সর্বব্যাপী যুলুম নিপীড়ন)	৫ম থেকে ৭ম নবুয়ত বর্ষ।	
২০. আবিসিনিয়ায় হিজরত	জন্ম বর্ষ ৪৫ এর রজব মাস, নবুয়ত বর্ষ-৫	
২১. হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ	নবুয়ত বর্ষ-৬	ওমর রা. হামযার তিন দিন পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, নবুয়তের দ্বিতীয় বছর হামযা ইসলাম গ্রহণ করেন।
২২. রাসূল (সা.) এর গোত্র বনু হাশেমের নজরবন্দী ও অবরোধ "শি'আবে আবু তালেব:" নামক পার্বত্য উপত্যকায়	১লা মুহররম, ৭ম নবুয়ত বর্ষ, ৪৭তম জন্ম বর্ষ, মঙ্গলবার।	
২৩. নজরবন্দী ও অবরোধের অবসান	নবুয়ত বর্ষ-৯ এর শেষ ভাগ বা নবুয়ত বর্ষ ১০ এর প্রথম ভাগ।	
২৪. "শোকাবহ বছর" আবু তালেব ও খাদীজার ইন্তিকাল	নবুয়ত বর্ষ-১০	আবু তালেবের মৃত্যুর ৩ বা ৫ দিন পর খাদীজা রমজান মাসে ইন্তিকাল করেন।

২৫. তায়েফ সফর	জমাদিউস সানী জন্ম বর্ষ–৫০ নবুয়ত বর্ষ-১০।	
২৬. মেরাজ	২৭শে রজব, জন্মবর্ষ–৫০ নবুয়ত বর্ষ-১০ সোমবার (রাত্রে)।	মতান্তরে ২৬-২৭ শওয়াল, নবুয়ত বর্ষ-১০।
২৭. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ	২৭শে রজব, জন্মবর্ষ-৫০ নবুয়ত বর্ষ-১০, সোমবার (রাত্রে)।	
২৮. মদিনায় ইসলামের সূচনা	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ–৫০। নবুয়ত বর্ষ-১০।	আয়াস বিন মু'আয সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
২৯. ৬ জন মদিনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ-৫১। নবুয়ত বর্ষ-১১।	
৩০. প্রথম আকাবার বাই'আত (১২ ব্যক্তি)	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ-৫২। নবুয়ত বর্ষ-১২।	
৩১. দ্বিতীয় আকাবার বাই'আত (৭৫ ব্যক্তি)	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ-৫২। নবুয়ত বর্ষ-১২।	
৩২. হিজরত ক. মক্কা থেকে সুর পর্বত গুহা	২৬শে সফর (রাত) জন্মবর্ষ-৫৩ নবুয়ত বর্ষ-১৩।	এ ঘটনার সময় রাসূল ﷺ-এর বয়স ৫৩ পার হয়ে ৫৪-তে এবং নবুয়তের ১৩ বছর পার হয়ে ১৪ বছরে পদার্পণ করে।
খ. সুর পর্বত গুহা থেকে যাত্রা শুরু	১লা রবিউল আউয়াল সোমবার, মোতাবেক ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৬২১ খৃঃ।	
গ. কোবায় উপস্থিতি	৮ই রবিউল আউয়াল জন্মবর্ষ-৫৩, নবুয়ত বর্ষ-১৩ মোতাবেক, ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ সোমবার।	
ঘ. কোবা থেকে মদিনায় যাত্রা ও মদিনায় প্রবেশ	১২ ই রবিউল আউয়াল হিজরী বর্ষ-১ নবুয়ত বর্ষ-১৪ শুক্রবার।	বনু সালেম গোত্রের এলাকায় জুম'আর সালাত আদায় করেন। কারো কারো মতে তিনি ১৪ দিন কোবায় অবস্থান করেন।

৩৩. মসজিদে নব্বীর ভিত্তি স্থাপন	রবিউল আউয়াল হিজরী বর্ষ-১।	
৩৪. ফরয সালাতের রাকা'আত বৃদ্ধি	রবিউস সানী, হিজরী-১	জোহর, আসর ও এশার চার চার রাকা'আত সালাত ফরয করা হয়।
৩৫. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভ্রাতৃত্ব'	হিজরী বর্ষ-১ এর প্রথম তিন মাস।	আনাসের বাড়ীতে ভ্রাতৃত্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাসূল ﷺ-এর সামনে ৯০ জন আনসার ও মুহাজিরের উপস্থিতি ছিল।
৩৬. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মদিনার জনগণের পারস্পরিক সাংবিধানিক চুক্তি সম্পাদন।	হিজরী বর্ষ-১-এর মধ্যভাগ।	
৩৭. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন শুরু	হিজরতের ৭ম মাসের শুরুতে	সামরিক মহড়া ও টহলদানের জন্য একের পর এক তিনটি সেনাদল প্রেরণ–১. সপ্তম মাসে হামযার নেতৃত্বে ৩০ ব্যক্তির সেনাদল সাইফুল বাহর পর্যন্ত চলে যায়। ২. ৮ম মাস শাওয়ালে ৬০ বা ৮০ জনের বাহিনী উবাইদা ইবনুল হারেসের নেতৃত্বে রাবেগ পর্যন্ত গমন করে। ৩. নবম মাস জিলকদে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ২০ জনের সেনাদল খায়বার পর্যন্ত যায়। এরপর রাসূল ﷺ স্বয়ং একটি দল নিয়ে ওয়াদ্দান পর্যন্ত যান। এ বাস্তব পরিস্থিতির কারণে জেহাদের অনুমতি সম্বলিত বিখ্যাত আয়াত হিজরী ২ সালে নাযিল হয়েছে–এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত হতে পারিনি। হিজরী ২ সালে আসলে সশস্ত্র জেহাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আগে সংঘর্ষে যাওয়া থেকে বিরত থাকা হতো। কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই কোন না কোন আয়াত নাযিল হওয়া দরকার ছিল। এ জন্যই জেহাদের অনুমতি সম্বলিত আয়াত হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলিম জামায়াতের মন দাওয়াতের ধৈর্যের যুগ থেকে অনাগত জেহাদের যুগের দিকে স্থানান্তরিত হোক এবং তারা যেন মদিনায় পৌঁছা মাত্রই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত ও বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করে।

৩৮. আয়েশার রাসূলের হেরেমে আগমন	শাওয়াল-১ম হিজরী।	
৩৯. দু'জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ সাবেক ইহুদী আলিম আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং খৃষ্টান সন্যাসী আবু কায়েস সারহা।	হিজরী বর্ষ-১।	
৪০. জেহাদের অনুমতি (সক্রিয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি)	১২ই সফর, হিজরী বর্ষ-২, বা হিজরতের ১ বছর ২ মাস ১ দিন পর।	
৪১. রাসূল ﷺ এর প্রথম সশরীরে সামরিক ও রাজনৈতিক সফর ওয়াদ্দান অভিযান	সফর মাস হিজরী-২ হিজরতের ১২শ মাসে।	
৪২. বহিরাগত গোত্রগুলোর সাথে চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী-বনু যামরা, বুয়াতবাসী, -বনু মূদলিজ	সফর থেকে জমাদিউস সানী-হিজরী-২।	ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে এটাও জানা যায় যে, জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী জুহাইনী বনু যামরা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আগে থেকেই মদিনার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক রাখতো।
৪৩. কারয বিন জাবের ফেহরীর ডাকাতি (শত্রুর প্রথম আগ্রাসী তৎপরতা)	রবিউল আউয়াল হিজরী-২।	
৪৪. নাখলার ঘটনা (মুসলিম সেনাদলের সাথে প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ)	রজবের শেষ ভাগ, হিজরী-২।	আমর বিন হাযরামী নামক একজন কাফের নিহত। উট ও মালপত্র সমেত ২ জন বন্দীকে মদিনায় আনয়ন। রাসূল ﷺ কর্তৃক এ সংঘর্ষে অসন্তোষ প্রকাশ।

৪৫. সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-২।	
৪৬. আযানের প্রচলন	হিজরী-২।	
৪৭. যাকাত ফরয হয়	হিজরী-২।	
৪৮. কেবলা পরিবর্তন	১৫ই শাবান, হিজরী-২ সোমবার।	
৪৯. রমযান মাসের রোযা ফরয হয়	১লা রমযান, হিজরী-২ বুধবার।	যেহেতু অধিকাংশ বর্ণনা মোতাবেক বদর যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ১৭ই রমযান শুক্রবার ছিল, তাই হিসাব অনুযায়ী ১লা রমযান বুধবার হওয়ারই কথা। এ জন্য যে বর্ণনায় ১লা রমযান রবিবার বলা হয়েছে, সেটি আমরা বাদ দিয়েছি।
৫০. ঈদুল ফেতরের সালাত জামা'আতে পড়া ও ফেতরা দেয়ার বিধান চালু	১লা শাওয়াল, হিজরী-২।	
৫১. বদর যুদ্ধ (সর্বপ্রথম নিয়মিত যুদ্ধ) – মদিনা থেকে যাত্রা – যুদ্ধ – মদিনায় বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন	৮ই রমযান, হিজরী-২ বুধবার, অথবা ১২ই রমযান	জটিল সমস্যা এই যে, যুদ্ধের দিন ও তারিখ প্রসঙ্গে অনেকাংশে মতভেদ থাকলেও মদিনা থেকে যাত্রার তারিখ কারো মতে ১২ই এবং কারো মতে ৮ই রমযান। যারা ৮ তারিখ লেখেন তারা ঐ দিন সোমবার বলে উল্লেখ করেন। অথচ ১৭ তারিখ শুক্রবার ৮ তারিখ কিছুতেই সোমবার হতে পারে না। তাই আমরা ৮ই রমযানের বর্ণনায় বুধবার এবং ১২ই রমযানের বর্ণনায় শনিবার উল্লেখ করেছি। তবে যে বর্ণনায় ১৭ই রমযানকে মঙ্গলবার বলা হয়েছে, সেটিকে সঠিক মেনে নিলে ১লা ও ৮ই রমযান রবিবার হওয়ার কথা।
৫২. আলী ও ফাতেমার বিয়ে	বদর যুদ্ধের পর হিজরী-২।	

৫৩. বনু কাইনুকা অবরোধ	শাওয়ালের মাঝামাঝি থেকে যিলকদের প্রথম ভাগ পর্যন্ত-হিজরী-২।	
৫৪. ওমরের মেয়ে হাফসার সাথে রাসূল(সাঃ)এর বিয়ে	হিজরী-৩।	
৫৫. উসমান ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে (রাসূল(সাঃ)এর মেয়ে)	হিজরী-৩।	
৫৬. মদের প্রথম নিষেধাজ্ঞা	হিজরী-৩।	
৫৭. কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা	হিজরী-৩ সাল।	
৫৮. ইমাম হাসানের জন্ম	হিজরী-৩ সাল।	
৫৯. ওহুদ যুদ্ধ : মদিনা থেকে যাত্রা – যুদ্ধ – হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান বাহিনীকে ধাওয়া	৫ শাওয়াল, হিজরী-৩। জুমার সালাতের পর। ৬ই শাওয়াল-শনিবার ৭ই শাওয়াল রবিবার	
৬০. সুদ ত্যাগের প্রাথমিক নির্দেশ	ওহুদ যুদ্ধের অব্যাবহিত পর	সূরা আলে-ইমরান আয়াত-১৩০।
৬১. এতিমদের সম্পত্তি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী	ওহুদ যুদ্ধের অব্যাবহিত পর।	
৬২. উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন	হিজরী-৩, ওহুদ যুদ্ধের পর।	
৬৩. বিয়ের আইন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার মুশরিক মহিলা বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা	হিজরী-৩।	

৬৪. যয়নব বিনতে খুযায়মার রা. সাথে রাসূল ﷺ এর বিয়ে	হিজরী-৩ এর শেষ ভাগ।	ওহুদ যুদ্ধে বিধবা হন।
৬৫. রজী'র দুর্ঘটনা (দশ সদস্য বিশিষ্ট দাওয়াতী দলের শাহাদাত)	সফর, হিজরী-৪।	
৬৬. বনু নযীরের যুদ্ধ	রবিউল আউয়াল হিজরী-৪।	
৬৭. উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে খুযায়মার ইন্তিকাল	৪র্থ হিজরীর প্রথম ভাগ।	বিয়ের মাত্র ২/৩/৬ মাস পর ইন্তিকাল করেন।
৬৮. পর্দার বিধান কার্যকর	১লা যিলক্বদ, হিজরী-৪, শুক্রবার।	
৬৯. মদের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ	হিজরী-৪।	
৭০. দ্বিতীয় বদর অভিযান	যিলক্বদ, হিজরী-৪।	আবু সুফিয়ান তার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে আসেনি, যুদ্ধ হয়নি।
৭১. দুমাতুল জান্দাল অভিযান	রবিউল আউয়াল হিজরী-৫।	
৭২. বনু মুসতালিক অভিযান	৩রা শাবান, হিজরী-৫।	
৭৩. তায়াম্মুমের বিধান নাযিল	বনু মুসতালিক সফরে	
৭৪. জুয়াইরিয়ার সাথে রাসূল ﷺ এর বিয়ে	শাবান, হিজরী-৫।	
৭৫. আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা	শাবান, হিজরী-৫।	

৭৬. ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ও দম্পতির পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত বিধান ও পর্দার বিস্তারিত বিধান প্রবর্তন	হিজরী-৫। (আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনার পর)	
৭৭. আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ	শাওয়াল বা যিলক্বদ, হিজরী-৫।	
৭৮. মদিনায় দাওস গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন	হিজরী-৫	৭০/৮০টি মুসলিম পরিবারের এক বিশাল দল মদিনায় এসেছিল।
৭৯. বনু কুরায়যার উচ্ছেদ	যিলহজ্জ, হিজরী-৫।	
৮০. যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রাসূল ﷺ এর বিয়ে	হিজরী-৫।	
৮১. নাজদের সরদার ছামামা বিন আছাল হানাফীর ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-৬।	
৮২. হোদায়বিয়ার সন্ধি	জিলক্বদ, হিজরী-৬।	
৮৩. হোদায়বিয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন	জিলহজ্জ, হিজরী-৬।	
৮৪. খালেদ বিন ওলীদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণ	জিলহজ্জ, হিজরী-৬।	
৮৫. আন্তর্জাতিক দাওয়াতের সূচনা (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের নামে চিঠি প্রেরণ)	১লা মুহাররম হিজরী-৭। বুধবার।	

৮৬. খায়বরের যুদ্ধ	মুহাররম, হিজরী-৭।	
৮৭. সফিয়্যার সাথে রাসূল ﷺ এর বিয়ে	মুহাররম হিজরী-৭।	
৮৮. আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন	খায়বর বিজয়ের সময় হিজরী-৭।	
৮৯. সাইফুল বাহার নামক স্থানে স্বাধীন মুসলিম শিবির স্থাপন	হিজরী-৭ এর শুরু।	হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রাসূল ﷺ মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মদিনায় আশ্রয় দিতে অসমর্থ ছিলেন। তাই আবু জানদাল ও আবু বসীরসহ বেশ কিছু নির্যাতিত মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে সাইফুল বাহারে সমবেত হন।
৯০. সাইফুল বাহারের জওয়ানদের পথ থেকে কোরায়েশ কাফেলার ওপর গেরিলা আক্রমণ	সফর, হিজরী-৭।	
৯১. ওমরাতুল কাযা	যিলক্বদ, হিজরী-৭।	
৯২. বিয়ে ও তালাকের বিধান প্রবর্তন	হিজরী- ৭	
৯৩. মায়মূনার সাথে রাসূল ﷺ এর বিয়ে (মক্কায়)	হিজরী- ৭।	
৯৪. জাবালা গাসসানীর ইসলাম গ্রহণ	হিজরী- ৭।	
৯৫. মূতার যুদ্ধ	জমাদিউল উলা, হিজরী- ৭।	
৯৬. মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ	রজব, হিজরী- ৮।	

৯৭. মক্কা অভিযান :		
– মদিনা থেকে যাত্রা–	১০ রমযান, বুধবার। হিজরী ৮ম।	বিশ্বস্ত সূত্রে এও জানা যায় যে, রাসূল ﷺ ১৮ই রমযান পর্যন্ত মদিনায় ছিলেন।
– মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ–	২০শে রমযান	এ হিসাবে মক্কা প্রবেশের তারিখ ২৯ বা ৩০শে রমযান হওয়ার কথা।
– নাখলায় অবস্থিত উযযার মন্দির ধ্বংস করার জন্য খালেদের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ	২৫ রমযান, হিজরী-৮।	
– সুয়া' মন্দির ধ্বংস করার জন্য আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ	রমযান, হিজরী-৮।	
- মানাত মন্দির ধ্বংসের জন্য সা'দ আশহালীর নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ	রমযান, হিজরী-৮।	
- মক্কায় অবস্থান	৯ই শাওয়াল পর্যন্ত।	অন্য বর্ণনা অনুসারে ১৮ই শাওয়াল পর্যন্ত
– হোনায়েন যুদ্ধ	শাওয়াল, হিজরী-৮।	
– তায়েফ অবরোধ		মাকসূলের বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ দিনব্যাপী অবরোধ।
– জারানায় গনীমত বণ্টনের পর জারানার ওমরা	শাওয়াল জিলকদ ১৮ থেকে ২০ দিন জিলকদ, হিজরী-৮।	
৯৮. সূদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির আইন	মক্কা বিজয়ের সময়, হিজরী-৮।	সূদের সমস্ত দাবী বাতিল (বাকারা : ২৭৮)
৯৯. মদিনায় সাদার প্রতিনিধি দলের আগমন	হিজরী-৮।	
১০০. রাসূল ﷺ এর কন্যা যয়নবের ইন্তিকাল	হিজরী -৮।	

– রাসূল এর ছেলে ইবরাহীমের ইন্তেকাল	হিজরী-৮।	
১০১. যাকাত ব্যবস্থা। যাকাত আদায় কারীদের প্রথম নিয়োগ	মুহাররম, হিজরী-৯।	
১০২. তাবুক যুদ্ধ – মদিনা থেকে যাত্রা শুরু	রজব, হিজরী-৯। মোতাবেক নভেম্বর ৬৩৫ খৃঃ। বৃহস্পতিবার।	
১০৩. জিযিয়ার বিধান	তাবুক অভিযানকালে	এক বর্ণনা অনুযায়ী তাবুকের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে চালু হয়।
১০৪. মসজিদে যিরার ভস্মীভূত	তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর।	
১০৫. দুমাতুল জানদালের শাসক উকাইদিনের ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-৯।	
১০৬. কা'ব বিন যুহাইরের ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-৯।	'বানাত, সুয়াদ' শীর্ষক কবিতা উপস্থাপন
১০৭. এ বছর মদীনায় আগত কয়েকটি প্রতিনিধি দল : আযরার প্রতিনিধি দল– – বাল্লীর প্রতিনিধি দল– – খাওলানের প্রতিনিধি দল– – সাকীফের প্রতিনিধি দল–	সফর, হিজরী ৯। রবিউল আউয়াল হিজরী ৯। শাবান, হিজরী ৯। হিজরী ৯।	

১০৮. হজ্জ ফরয হয় : আবু বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে প্রথম হজ্জ	৯ই জিলহজ্জ, হিজরী ৯	বিভিন্ন হাদীসে ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয় বলে উল্লেখ আছে। তবে ৯ম হিজরীর বর্ণনাই আমার দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য। কেউ কেউ বলেন, কাফেরদের ক্যালেন্ডার ব্যবহারের দরুন জিলকদ মাসে এ হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ মতটি দুর্বল।
১০৯. হযরত আলীর মাধ্যমে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ জিলহজ্জ, হিজরী-১০ ও সমস্ত অমেয়াদী চুক্তি বাতিল ঘোষণা–	১০ রবিউস সানী জিলহজ্জ, হিজরী-১০	সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা নিয়েও মতভেদ আছে যেহেতু, এটি আরাফার দিন না কুরবানীর দিন (৯ই জিলহজ্জ না ১০ই জিলহজ্জ) হয়েছিল। কোরআন ও হাদীসের আলোকে আমার মতে ১০ই জিলহজ্জের মতই অগ্রগণ্য।
১১০. মোহারেবের প্রতিনিধি দল মোহামেদের প্রতিনিধি দল খাওলানের প্রতিনিধি দল– নাইসানের প্রতিনিধি দল– বনু হারেস বিন কা'বের প্রতিনিধি দল বনু হারেস বিন কা'বের প্রতিনিধি দল	হিজরী-১০ শাবান, হিজরী ১০। রমযান-হিজরী ১০। শাওয়াল, হিজরী ১০। ঐ ঐ।	অন্যান্য প্রতিনিধি দলেরও বেশির ভাগ ৯ ও ১০ম হিজরীতে মদিনায় আসে। তবে তাদের আগমনের সঠিক সময় চিহ্নিত করা দুরূহ।
১১১. শেষ রমযানে রাসূল ﷺ কর্তৃক বিশ দিন এ'তে কাফ	রমযান, হিজরী ১০।	
১১২. রাসূল ﷺ এর সাথে মুসায়লামা কাযযাবের পত্রালাপ	হিজরী ১০।	

১১৩. বিদায় হজ্জ :	২৬ জিলকদ, হিজরী ১০	এ ব্যাপারেও তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে আমি যেটা গ্রহণ করেছি, ওটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
মদিনা থেকে যাত্রা	শনিবার, জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়	
– যুল হুলাইফায় অবস্থান	শনি ও রবিবারের মধ্যবর্তী রাত।	
– এহরাম বাঁধা	রবিবার (জোহরের সময়)।	
– যীতুয়াতে অবস্থান	রবিবার রাত, ৪ জিলহজ্জ হিজরী ১০।	
– যীতুয়া থেকে মক্কা রওয়ানা	৫ই জিলহজ্জ, ফজরের সালাতের পর।	ছানিয়াতুল আলীলা দিক থেকে রাসূল ﷺ-এর মক্কা প্রবেশ।
– মসজিদুল হারামে প্রবেশ		বনু আবদ মানাফ গেট দিয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রবেশ।
– মক্কার বাইরে ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান	৫ই জিলহজ্জ, দুপুর।	সকল সাহাবীর রাসূল ﷺ-এর সাথে অবস্থান, মিনায় রাত্রি যাপন।
– মিনায় যাত্রা		
– মিনা থেকে আরাফায় যাত্রা	৮ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার দুপুর।	আরাফাতের পূর্ব প্রান্তে নামিরার পথ দিয়ে প্রবেশ।
– হজ্জের খুতবা বা ভাষণ দান	৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার সূর্যোদয়ের পর।	কুসওয়া নাম্নী উটনীর পিঠের ওপর থেকে ভাষণ দান।
– আরাফায় অবস্থান	৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার জোহরের পর।	এখানে রাসূল ﷺ মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি সহকারে দোয়া করেন।
– আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে যাত্রা	৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার জোহর ও আছরেরসালাতের পর।	মাযবীন রাস্তা ধরে প্রত্যাবর্তন
– মুযদালিফা থেকে মাশ'আরে হারাম যাত্রা	৯ই জিলহজ্জ, বাদ মাগরিব।	এখানে রাসূল ﷺ কান্নাকাটি সহকারে যিকর ও দোয়া করেন।
– মাশ'আরে হারাম থেকে মিনা অভিমুখে যাত্রা	১০ই জিলহজ্জ ফজরের সালাত বাদ।	
– পাথর নিক্ষেপ	১০ জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে।	এ সময়ে রৌদ্র প্রখর হয়ে গিয়েছিল।
–মিনায় ভাষণ (কুরবানীর দিন)	১০ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর দুপুর পর্যন্ত।	
– কুরবানী	১০ই জিলহজ্জ, দুপুরের পূর্বে। ভাষণের পর।	কুরবানীর একশো উটের মধ্য থেকে ৬১টি নিজ হস্তে যবাই করেন। বাকীগুলোকে হযরত আলীর হাতে সমর্পণ। এরপর মাথা কামালেন।
– মিনা থেকে মক্কা যাত্রা	১০ই জিলহজ্জ মাথা কামানোর পর।	মক্কা পৌছে জোহরের পূর্বে কা'বা তাওয়াফ করলেন।
– মক্কা থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তন	শেষ দিন।	রাত কাটান মিনায়।
– মিনার দ্বিতীয় ভাষণ	১১ জিলহজ্জ।	এ ভাষণের বিষয় আবু দাউদে উল্লেখ আছে।

– মিনা থেকে মুহাসসাব বা আবতাহ যাত্রা। – মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন	১৩ই জিলহজ্জ মঙ্গলবার। ১৩ ও ১৪ই জিলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত।	রাতে মক্কা গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করেন।
১১৪. নাখা'র প্রতিনিধি দলের আগমন	মুহাররমের মধ্যবর্তী সময়, ১১ হিজরী	রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় আগত সর্বশেষ প্রতিনিধি দল
১১৫. উসামা বাহিনী যাত্রার নির্দেশ	২৬ সফর, হিজরী ১১।	রাসূল ﷺ নির্দেশে সর্বশেষ সামরিক অভিযান
১১৬. রাসূল ﷺ এর মৃত্যুব্যাধি শুরু	সফরের শেষ ভাগ হিজরী ১১। (সম্ভবতঃ ২৯ সফর)	নির্ভরযোগ্য মতে, রোগাক্রান্ত থাকার মেয়াদ ১০ দিন।
১১৭. রোগের চরম আকার ধারণ (আয়েশার কক্ষে ইন্তিকাল পর্যন্ত সাত দিন অবস্থান)		
১১৮. মসজিদে নব্বীতে জামা'আতে সর্বশেষ সালাত ও সর্বশেষ ভাষণ	ইন্তিকালের ৫ দিন আগে বৃহস্পতিবার জোহরের সালাত	বিভিন্ন হাদীসে একাধিক ভাষণের উল্লেখ রয়েছে। তবে সম্ভবত এ একই ভাষণে ঐ সব কথা বলেছেন।
১১৯. ইন্তিকাল	১২ই রবিউল আউয়াল, হিজরী ১১ সোমবার দুপুরের আগে।	কিন্তু তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ ১ তারিখ, কেউ ২ তারিখ, আবার কেউ ১৩ তারিখও বলেছেন।
১২০. দাফন আয়েশার কক্ষে কবর তৈরী।	১৩ই রবিউল আউয়াল ও ১৪ই রবিউল আউয়ালের মধ্যবর্তী রাত।	আসল সমস্যা হলো, ৯ জিলহজ্জ যে শুক্রবার ছিল, তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর ভিত্তিতে হিসাব করলে ১২ই রবিউল সোমবার ছাড়া অন্য কোন দিন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেবল একাধারে তিনটি চন্দ্রমাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তবেই তা সম্ভব। তবে কেউ কেউ বলেন, বিরল হলেও তা সম্ভব। তাছাড়া মক্কা ও মদিনায় আবহাওয়াগত কারণে চাঁদ দেখায় এক দিনের ব্যবধান হওয়াও সম্ভব।

৬২. বিবিধ-১

যে যে ঘটনা সর্ব প্রথম ও সবার আগে

- নবুয়তের সূচনা : ৯ই রবিউল আউয়াল, জন্মবর্ষ বা বয়স -৪১।
- কোরআন নাযিল হওয়ার সূচনা : সূরা আলাক, ১৮ই রমযান, নবুয়ত বর্ষ-১।
- সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণপূর্বক রাসূল ﷺ-এর সহকর্মীরূপে যোগদানকারী।
  ১. নারী ও পুরুষের সম্মিলিতভাবে এবং শুধু নারীদের মধ্যেও সর্বপ্রথম খাদীজা (রা)।
  ২. পরিপক্ক জ্ঞান সম্পন্ন ও সচেতন স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা)।
  ৩. নবীন যুবকদের মধ্যে আলী (রা)।
  ৪. দাস শ্রেণীর মধ্যে যায়েদ বিন হারেসা (রা) (রাসূল ﷺ-এর গোলাম ও পরে মুক্ত)
- খাদীজার পরে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা ঃ লুবাবা বিনতুল হারেস। ইনি আব্বাসের স্ত্রী ছিলেন।
- আরকামের বাড়ী কেন্দ্রিক দাওয়াতের সময় প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী : আকেল বিন বুকাইর (রা)।
- ইসলামী আন্দালনের প্রথম কেন্দ্র : সাফা পর্বতে অবস্থিত দারে আরকাম (আরকামের বাড়ী)
- সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ভাষণ : সাফা পর্বতে নবুয়তের তৃতীয় বছর।
  সর্বপ্রথম যে আয়াতে কাফেররা ক্ষিপ্ত হয়–

  إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ -

  "তোমরা এবং তোমরা আল্লাহর বিকল্প হিসাবে যাদের উপাসনা করছ তারা দোজখের কাষ্ঠ।" (সূরা-২১ আল আম্বিয়া ঃ আয়াত–৯৮)
- রাসূল ﷺ-এর পর যে সাহাবী সর্বপ্রথম নিজের ইসলাম প্রকাশ করেন, তিনি হচ্ছেন খাব্বাব ইবনুল আরত তামীমী।
- সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পরিবার : আবু বকর সিদ্দীকের পরিবার।
- সর্বপ্রথম যে মহিলা আশৈশব মুসলিম পিতামাতার কোলে বেড়ে ওঠেন : আয়েশা (রা)।
- ইসলামী উদ্দীপনায় সর্বপ্রথম অনিচ্ছাকৃত হত্যা : সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাতে জনৈক কাফের নিহত হয়। ঘটনাটা ছিল এই যে, মক্কার বাইরে গিয়ে মুসলমানরা সালাত পড়ছিল। কাফেররা এ সময় তাদেরকে উত্যক্ত করলে সা'দ একখানা হাড্ডি তাদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। হাড্ডিটা গায়ে লেগে এক কাফের তৎক্ষণাত মারা যায়।
- রাসূল ﷺ-এর ভাষায় ইবরাহীম ও লূত আ. এর পর সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে হিজরতকারী মুসলিম দম্পতি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী রাসূল ﷺ এর মেয়ে রুকাইয়া ও জামাতা উসমান (রা)।

- ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম উত্তোলিত পতাকা : বারীদা আসলামীর হাতে উত্তোলিত পতাকা। এ সময় তিনি হিজরতে যাচ্ছিলেন।
- যে সাহাবী সর্বপ্রথম কা'বা শরীফের সামনে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে কাফেরদের গণপিটুনির শিকার হন, তিনি হচ্ছেন আবু যর গিফারী (রা)।
- যিনি সর্বপ্রথম নিজের ইসলাম গ্রহণকে জোরদারভাবে প্রকাশ করেন, তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)।
- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফেররা সর্বপ্রথম অনুভব করে যে, ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, তিনি হচ্ছেন হামযা (রা)।
- সর্বপ্রথম মদিনার মুসলিম নেতা, যিনি মক্কার কাফেরদের হাতে মার খান : সা'দ বিন মু'আয (রা)।
- হারাম শরীফে শাহাদাত লাভকারী প্রথম মুসলিম : হারেস বিন আবি হালা।
- চরম নির্যাতনে শাহাদাত বরণকারী প্রথম মুসলিম মহিলা : ইয়াসারের স্ত্রী ও আম্মারের মা সুমাইয়া (রা)।
- যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বনু হাশেমের বিরুদ্ধে কাফেরদের বয়কট চুক্তি বাতিল করার চেষ্টা চালান : হিশাম বিন আমর বিন রবিয়া।
- সর্বপ্রথম যে মুসলিমের চোখ ইসলামের পথে শহীদ হয় : উসমান ইবনে মাযউন (রা)। কোরায়েশদের মজলিসে লাবীদের একটা ইসলাম বিরোধী কবিতায় তিনি আপত্তি করলে তাঁর চোখ ফুটো করে দেয়া হয়।
- সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরতকারী মুসলমান : আবু মুসলিম (রা)।
- প্রথম মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগকারী : আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী উবাইদ বিন জাহশ। ওখানে গিয়ে যে খৃষ্টান হয়ে যায়।
- ইসলামের প্রতিরক্ষায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী : সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ছোঁড়েন। কিন্তু এতে কেউ হতাহত হয়নি।
- ইসলামের প্রতিরক্ষায় সর্বপ্রথম অসি চালনাকারী : যুবায়ের ইবনুল আওয়াম।
- আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বার হিজরতের প্রথম মুহাজির : জাফর বিন আবু তালেব।
- রাসূল ﷺ এর দাওয়াতে প্রভাবিত মদিনার প্রথম যুবক : সুয়াইদ বিন সামেত।
- হিজরতের পর মদীনায় সর্বপ্রথম ওফাতপ্রাপ্ত আনসারী সাহাবী : কুলসুম ইবনুল হাদাম, যার কোবাস্থ বাড়ীতে রাসূল ﷺ হিজরতের পর কয়েকদিন অবস্থান করেন।
- মদিনায় ওফাত প্রাপ্ত প্রথম মুহাজির : ওসমান ইবনে মাযউন (রা)।
- ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তিতে সংঘটিত প্রথম ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড (নারী) : আসমা বিনতে মারওয়ান খাতামিয়া। এ মহিলা স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে সব সময় রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে উস্কানী দিত এবং কুৎসা রটাতো। এক পর্যায়ে তার ইসলাম গ্রহণকারী ভাই উমাইর বিন আদী আল খাতামী উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করে। (রমযান, হিজরী ২)

- ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তিতে সংঘটিত সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড (পুরুষ) : ইহুদী আবু গাফলা। সে রাসূল (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম মিথ্যা অপপ্রচারে লিপ্ত থাকতো। হযরত আলেম ইবনে উমায়েরর আনসারী উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেন।
- মদিনায় সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষক নিয়োগ : মুস'আব ইবনে উমাইরকে (ইবনে উম্মে মাকতুম সহযোগে) রসূল (সাঃ) আনসার প্রতিনিধি দলের সাথে মদিনায় পাঠান। (নবুয়ত বর্ষ-১৪)

  আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতে সর্বপ্রথম বাই'আতকারী আনসারী সাহাবী : বারা বিন মারুর।
- মদিনায় সর্বপ্রথম সামষ্টিক কোরআন শিক্ষার আসর : মসজিদে বনী রিযীতে অনুষ্ঠিত হয়। (সম্ভবত এটি কোন পূর্ণাঙ্গ মসজিদ ছিল না। কেবল সালাত আদায়ের জায়গা ছিল।
- সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মসজিদ নির্মাণ : মসজিদে কোবা, এটি ৮ থেকে ১১ই রবিউল আউয়াল, হিজরী ১ সালে নির্মিত হয়।
- রাসূল (সাঃ) এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম জুমার সালাত : হিজরী ১ জনের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে বনী সালেম গোত্রের এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সালাতির সংখ্যা ছিল একশো জন।
- মদিনায় এক সাথে গোটা গোত্রের ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা। বনু আব্দুল আশহাল। এ গোত্রের কেবলমাত্র এক ব্যক্তি কিছু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।
- ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে টহল দেয়ার জন্য বহির্গত সর্বপ্রথম সেনাদল : হামযার নেতৃত্বে গঠিত সেনাদল হিজরতের ৭ম মাসে সাইফুল বাহার পর্যন্ত টহল দেয়।
- ইসলামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় সর্বপ্রথম পতাকা বনহকারী : আবু মুরছাদ আল-গানাবী।
- রাসূল (সাঃ) এর প্রথম প্রত্যক্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ : ওয়াদ্দান বা আবওয়া অভিযান হিজরতের দ্বাদশ মাসে এটি সংঘটিত হয়।
- মদীনায় রাসূল (সাঃ) এর নিযুক্ত প্রথম ভারপ্রাপ্ত শাসক : সা'দ বিন উবাদা (রা) (ওয়ান্দান অভিযানের সময়)।
- রাসূল (সাঃ) এর সওয়ারীতে প্রথম পতাকা ওড়ানোর গৌরবের অধিকারী : হামযা, ওয়াদ্দান অভিযানে।
- কোরায়েশের পক্ষ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর প্রথম আগ্রাসী তৎপরতা পরিচালনাকারী : কারয বিন জাবের ফেহরীর ডাকাতি (রবিউল আউয়াল হিজরী ২)।
- প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ যাতে শত্রুপক্ষীয় একজন নিহত হয় : নাখলা অঞ্চলে টহলরত সেনাদলের সদস্য ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ তামিমীর তীর নিক্ষেপে জনৈক কাফের নিহত হয়। (রজব, হিঃ ২)

- গণিমত ও বন্দী সব মদিনায় নিয়ে আসার প্রথম ঘটনা : নাখলা অঞ্চলের উপরিউক্ত ঘটনা।
- আযানের সূচনা : হিজরী ২ সালে।
- কা'বা শরীফে প্রথম আযান : মক্কা বিজয়ের সময় বিলাল কর্তৃক প্রদত্ত।
- সর্বপ্রথম মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার : মুসাইলামা কাযযাব।
- সর্বপ্রথম লিখিত নিরাপত্তা পত্র, যা রাসূল ﷺ পাঠদান করেন : সুরাকা বিন জা'শাম এর জন্য (হিজরতের সফরের সময়)।
- দুনিয়ার প্রথম লিখিত নিরাপত্তা পত্র, যা রাসূল ﷺ প্রদান করেন : সুরাকা বিন জা'শাম এর জন্য (হিজরতের সফরের সময়)।
- দুনিয়ার প্রথম আনুষ্ঠানিক লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান : হিজরী ১ সনে মদিনায় রাসূল কর্তৃক রচিত ও প্রবর্তিত।
- মদিনার বাইরে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম মৈত্রী চুক্তি : বনু যামরার নেতা আমর বিন ফাহশী যামরীর সাথে বা বনু যামরা গোত্রের সাথে।
- ইসলাম গ্রহণের দায়ে প্রথম ক্রুশবিদ্ধ হয়ে শহীদ : খুবাইব ইবনে আদী ও যায়দ বিন দাসনা (মক্কার নিকটবর্তী) তানয়ীমে)
- মদিনায় ইহুদীদের প্রথম বিদ্রোহাত্মক ও বিশ্বাস ঘাতকতামূলক তৎপরতা : বনু কাইনুকা কর্তৃক জনৈক মুসলিম নারীকে প্রকাশ্যে বাজারে উলঙ্গ করে দেয়ায় ইহুদী-মুসলিম দাঙ্গা।
- প্রথম মুক্ত ইসলামী শিবির : সাইফুল বাহরে আবু বশীর ও আবু জানদাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবির।
- মক্কা বিজয়ের সময় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে : আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব।
- প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ : বদর যুদ্ধ (রমযান হিঃ ২)
- সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে আনসার ও মুহাজিরগণ একত্রে অংশগ্রহণ করেন ঃ বদর যুদ্ধ।
- বদরের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর প্রথম তিনজন লড়াকু মুজাহিদ : আলী, হামযা, ওবায়দা বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব।
- বদর যুদ্ধে প্রথম নিহত শত্রু : আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ।
- বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ : ওমর ইবনুল খাত্তাবের মুক্ত গোলাম মিহজা।
- মদিনায় বদর জয়ের সুসংবাদ বাহক প্রথম দূত : যায়েদ বিন হারেসা (রা)।
- প্রথম ঈদুল ফিতরের সালাত : ১লা শাওয়াল হিজরী-২।

  ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম দূত, যাকে পথিমধ্যে হত্যা করা হয় : হারেস বিন উমাইর আযদী। সিরিয়ার শাসনকর্তা শুরাহবীল বিন আমর গাসসানী তাকে হত্যা করে।
- রাসূল ﷺ প্রদত্ত প্রথম বীরত্বের খেতাব : খালেদ বিন ওলীদকে প্রদত্ত "সাইফুল্লাহ" খেতাব (মূতার যুদ্ধ, হিজরী ৮)।

- সরকারী চিঠিপত্র ও দলীলে প্রথম সিল ব্যবহার : ১লা মুহাররম, হিজরী ৭।
ইসলামী বিধানের অধীনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সালীশীর ঘটনা : হিজরী ৫ সালে ইসলাম রাষ্ট্র ও বনু কুরাইযার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।
- ইসলামী যুগে প্রথম যে সাহাবীকে সালিশ নিয়োগ করা হয় : সা'দ বিন মু'আয ২।
- রাসূল ﷺ এর কাছে প্রেরিত প্রথম রাজকীয় উপহার : বাদশাহ নাজ্জাশী কর্তৃক প্রেরিত উপহার।
- আরবের মুশরিকদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির উপহার রাসূল ﷺ গ্রহণ করেন : আবু সুফিয়ান (হোদায়বিয়ার সন্ধির যুগে)
- প্রথম সাবেক গোলাম, যাকে সেনাপতি বানানো হয়' যায়েদ বিন হারেসা (মুতার যুদ্ধ)।
- কালিমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণকারী কাফেরকে হত্যার প্রথম ঘটনা : জুহায়না অভিযানকালে উসামা ইবনে যায়েদের হাতে নাহীক বিন মারদুস নিহত হয়। (রমযান : হিজরী ৭)
- সর্বপ্রথম মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সাময়িকভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় আক্রান্ত হয় ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে।
- রাসূল ﷺ এর হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি : হারেস বিন আয্-যাম্মা (ওহুদ যুদ্ধ)।
- প্রথম জান্নাতবাসী শহীদ, যিনি একবারও সালাত আদায় ও রোযা রাখার সুযোগ পাননি : উসাইরিম (রা) বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের এ ব্যক্তি ওহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করে তৎক্ষণাত জেহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাত পান।
- প্রথম শহীদ, যিনি মৃত্যুর পূর্বে সালাত পড়ার সুন্নাত চালু করেন : খুবাইব (রা)
- বীরে মাউনার ঘটনার প্রথম শহীদ ঃ হারাম ইবনে মিলহান (রা) (আনাসের মামা)
- প্রথম "সালাতুল খাওফ" (ভয়ের সালাত) পড়া হয় : উসফান বা যাতুর রিকার যুদ্ধে।
- প্রথম সালাতী, যার গায়ে তিনটি তীর বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সালাত আদায় ছাড়েননি : আব্বাদ বিন বাশার (যাতুর রিকা যুদ্ধ)
- মদিনায় প্রথম মুরতাদ : হারেস বিন সুয়াইদ বিন সামেত। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান অবস্থায় অংশগ্রহণ করার পরও সে মুরতাদ হয়ে যায়। তবে মুজাযযার বিন যিয়াদ বালাভীকে হত্যা করে মক্কায় পালিয়ে যায়। পরে মদিনায় এলে গ্রেফতার ও নিহত হয়।
- যুদ্ধের ময়দানে ভুলক্রমে জনৈক মুসলমানের হাতে নিহত প্রথম মুসলমান : হিশাম বিন ইসাবা (উবাদা বিন সামেতের হাতে)।
- সর্বপ্রথম শত্রু পক্ষীয় গুপ্তচর গ্রেফতার ও নিহত হয় : বনু মুসতালিক যুদ্ধে।
- প্রথম মুসলমান যুবক, যে স্বীয় মুনাফিক পিতাকে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ এর কাছে অনুমতি চায় : তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই।

- আয়েশাকে অপবাদ সংক্রান্ত ঘটনার তথ্য জ্ঞাপনকারী প্রথম ব্যক্তি : মিসতাহ্ বিন আসাসার মাতা।
- আয়েশার সতীত্বের পক্ষে প্রথম সাক্ষী : পুরুষদের মধ্য থেকে উসামা বিন যায়েদ। মহিলাদের মধ্য থেকে বারীরা (রা) এবং রাসূল ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যয়নব বিনতে জাহাশ।
- ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শরীয়ত সম্মত শাস্তির প্রথম প্রয়োগ : হাসসান বিন সাবেত, মিসতাহ্ বিন আসাসা ও হামনা বিনতে জাহাশের ওপর।
- সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে মুসলমানদের একাধিক সালাত একাধিক্রমে কাযা হয় : খন্দক যুদ্ধে।
- শত্রুর শক্তি খর্ব করার জন্য সর্বপ্রথম সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টা : নঈম ইবনে মাসউদের মাধ্যমে খন্দক যুদ্ধে এ প্রচেষ্টা চালানো হয়।
- প্রথম মুসলিম তীর নিক্ষেপ, যিনি একাকী ডাকাতদের একটি দলকে পরাজিত করেন : সালামা ইবনুল আকওয়া।
- সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্ত কবিতা আবৃত্তির ঘটনা : হোনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে রাসূল একাকী হয়ে যান। যখন তিনি নিজের সাদা খচ্চরে চড়ে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে থাকেন :

أَنَا النَّبِيُّ لاَكَذِب

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

অর্থাৎ "আমি নিঃসন্দেহে নবী। আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।"

- সর্বপ্রথম যাকাত বিভাগীয় কর্মচারী নিয়োগ : মুহাররম ৯ম হিজরী।
- সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনী কামান ব্যবহার করে দুর্গ ভাংগে : তায়েফ অভিযানে।
- সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দী বিনিময়, যা মদিনার ইসলামী সরকার ও মক্কাবাসীর মধ্যে সংঘটিত হয় : নাখলা অভিযানে ধৃত দু'জন যৌথ বন্দী আত্তাব বিন আব্দুল্লাহ ও হাকাম বিন কায়সারের বিনিময়ে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাযওয়ানকে মুক্ত করা হয়।
- সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে মুজাহিদদেরকে ঘোড়ার অংশ দেয়া হয় : বনু কুরায়যা যুদ্ধ।
- সর্বপ্রথম জিযিয়া গ্রহণের নির্দেশ : তাবুক যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়।
- সর্বপ্রথম জিযিয়ার প্রশ্নে মতৈক্য হয় : দুমাতুল জান্দালের শাসকের সাথে (তাবুক অভিযানকালে)।
- সর্বপ্রথম বিপুল পরিমাণ জিযিয়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত : নাজরানের খৃষ্টানরা ইসলামী সরকারকে বাৎসরিক দু'হাজার পোশাক এবং প্রয়োজনের সময় সামরিক সামগ্রী ধার দেওয়ার অংগীকার করে।

- সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি, যিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আদৌ কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগেননি : আবু বকর সিদ্দীক (রা)।
- সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হোদায়বিয়ার চুক্তির পর কুরবানী ও চুল কামানোর ব্যাপারে মুসলমানদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময় রাসূল ﷺ কে প্রবোধ দেন : উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রা।
- সর্বপ্রথম যে কবি রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে : মক্কা বিজয়ের পর কা'ব বিন যুহাইর উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার জন্য "বানাত্ সুয়াত' শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন এবং রাসূল ﷺ তাকে নিজের চাদর পুরস্কারস্বরূপ দান করেন।
- রাসূল ﷺ কর্তৃক সর্বপ্রথম 'কুনুতে নাযেলা' পাঠ : রাজী ও বীরে মাউনার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর। এ দুটি ঘটনায় শত্রুরা দাওয়াতী ও শিক্ষামূলক প্রতিনিধি দলের সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে। হিজরী ৪)
- সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলাদের রণাঙ্গণে আগমন : ওহুদ যুদ্ধ (হিজরী ৩)
- প্রথম শাসক, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন : আসম বিন আবজার, আবিসিনিয়ার বাদশাহ।
- সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ এ বলে প্রশংসা করেন যে, তার সম্পর্কে যে সুনাম তিনি শুনেছেন, তিনি তার চেয়েও মহৎ তিনি তাঈ গোত্রের সরদার যায়দুল খায়র, পূর্বনাম যায়দুল খায়ল।
- প্রথম অনারব নওমুসলিম, যাকে ইসলাম গ্রহণের কারণে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয় : মুযান নামক স্থানে কর্মরত উত্তর আরবের রোমক গভর্ণর ফারওয়া জুযামী।
- ওহুদ যুদ্ধে প্রথম মুশরিক সম্মুখ যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দাতা : তালহা।

  ওহুদ যুদ্ধের সম্মুখ সমরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী প্রথম মুসলমান : আলী (রা)।
- ওহুদ যুদ্ধের প্রথম নিহত শত্রু : তালহা (রা)।
- প্রথম গর্ব প্রকাশ, যা রাসূল ﷺ পছন্দ করেছিলেন : ওহদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর তরবারী হাতে পেয়ে আবু দুজানার গর্বে বুক ফুলিয়ে চলা।
- ইসলামে প্রথম হজ্জ : নবম হিজরীতে আবু বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে।
- প্রথম বিদেশে যুদ্ধ : মুতার যুদ্ধ (জমাদিউস সানী, হিজরী ৮)।
- তায়েফের সাকীফ গোত্র থেকে ইসলামের শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে মদিনায় আগত প্রথম ব্যক্তি : উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী।

৬৩. বিবিধ-২

ইসলামী আন্দোলনে জনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি

- রাসূল ﷺ এর ইসলামী সংগঠনের প্রথম সহযোগী–
  ১. খাদীজা (রা),
  ২. আবু বকর (রা),
  ৩. আলী (রা),
  ৪. যায়েদ বিন হারেসা (রা)।
- আবু বকরের দাওয়াতী প্রচেষ্টার ফলে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ৫ জন–
  ১. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা),
  ২. ওসমান ইবনে আফফান (রা),
  ৩. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা),
  ৪. তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা),
  ৫. সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা),
- দাওয়াতের প্রথম তিন বছরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ৪৬ ব্যক্তি–
  ১. খাব্বাব ইবনুল আরত তামীমী (রা),
  ২. সাইদ বিন যায়দ (রা) (দারুল আরকাম কেন্দ্রিক আন্দোলনেরও পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন),
  ৩. ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব (রা),
  ৪. লুবাবা বিনতুল হারেস (রা) (খাদিজার পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা) আব্বাসের স্ত্রী,
  ৫. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) (কারো কারো মতে, ইনি ইসলাম গ্রহণকারী ৬ষ্ঠ ব্যক্তি),
  ৬. উসমান ইবনে মাযউন (রা) (কারো কারো মতে, ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্দশ ব্যক্তি),
  ৭. আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (রা) (ইসলাম গ্রহণকারী একাদশ বা দ্বাদশ ব্যক্তি। মতান্তরে তিনি ৭ম) মাখযুমী (ইবনে হাজারের মতে, ইনি উসমান ইবনে মাযউন, উবায়দা ইবনুল হারেস, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও আবু সালমার সাথে একত্রেই দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
  ৮. আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী (রা),
  ৯. আবু উবাইদা বিন আমের আল জাররাহ (রা) (ওমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন),
  ১০. কুদামা ইবনে মাযউন (রা),

১১. উবায়দা বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা),
১২. জাফর বিন আবু তালেব (রা),
১৩. আসমা বিনতে উমাইস (রা),
১৪. আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা),
১৫. আবু আহমদ বিন জাহাশ (রা),
১৬. সায়েব বিন উসমান বিন মাযউন (রা),
১৭. মুত্তালিব বিন আযহার (রা),
১৮. রমলা বিনতে আবি আওফ (রা), মুত্তালিব ইবনে আযহারের স্ত্রী,
১৯. উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস (রা), (সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের ভাই),
২০. আসমা বিনতে আবি বকর (রা),
২১. আয়েশা বিনতে আবি বকর (রা),
২২. আয়েশা (রা), বিন আবি রবী'আ (আবু জাহলের ভাই),
২৩. আসমা,
২৪. সুলাইত বিন আমর (আবু বকরের বর্ণনা অনুসারে, ইনি দারুল আরকাম যুগের পূর্বের মুসলমান),
২৫. মাসউদ বিন রবী'আ (রা), (দারুল আরকাম যুগের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী),
২৬. খুনাইস বিন হাদ্দাফা (রা),
২৭. আমের বিন রবী'আ (রা),
২৮. হাতেব ইবনুল হারম জুমহী (রা),
২৯. ফাতেমা বিনতে মুহাল্লাল (রা), হাতেবের স্ত্রী,
৩০. খাত্তাব ইবনুল হারেস (রা),
৩১. ফুকাইহা (রা), খাত্তাবের স্ত্রী,
৩২. মুয়াম্মার বিন হারেস (রা) (ওমরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইনিই তার বোনকে কোরআন পড়াতেন। ওয়াকেদীর মতে, তার স্থান দশ জনের পর। ইবনে খাসয়ামার মতে, ৩৮ জনের পর।)
৩৩. নঈম বিন আব্দুল্লাহ (রা), বনু আদীর সদস্য (চতুর্থ বা পঞ্চম ইসলাম গ্রহণকারী, কিন্তু পিতার ভয়ে ঈমান গোপন রাখেন),
৩৪. খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রা) (ইমাম যুহরীর মতে, তাঁর স্থান ৪৪তম),
৩৫. আমীনা (রা) (বা হামিনা) বিনতে খালাফ, খালেদ বিন সাঈদের স্ত্রী।
৩৬. হাতেব বিন আমর (রা),
৩৭. ওয়াকেত বিন আব্দুল্লাহ (রা),
৩৯. খালেদ বিন হিযাম (রা) (খাদীজার ভ্রাতুষ্পুত্র),
৪০. আমের বিন মালেক (রা) (দারুল আরকামে ইনিই প্রথম বাই'আত করেন),

৪১. আকেল বিন বুকায়ের (রা) (৩৫ বা ৩৬ তম স্থান),

৪২. খালেদ বিন বুকায়ের (রা),

৪৩. আমের বিন বুকায়ের (রা),

৪৪. আম্মার বিন ইয়াসার (রা) (পিতা ইয়াসারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন),

৪৫. সুমাইয়া (রা) (আম্মারের মাতা),

৪৬. সুহায়েব বিন সুফান রুমী (রা) ইবনে জাদয়ানের মুক্ত গোলাম।

- আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারীদের সংখ্যা : ১২ জন পুরুষ, ৪ জন স্ত্রী, (মোট ১৬ জন)
- দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় মোট সংখ্যা : ৮৩ জন।

  এ সময় যারা মক্কায় থেকে যান, তাদের সংখ্যা অন্ততপক্ষে আবিসিনিয়া গমনকারীদের সমান হবে। তাই মোট সংখ্যা দেড়শোর ওপরে হবে।
- মদিনায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পতাকাবাহীদের সংখ্যা ছিল মোট ৯ জন। এরা সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর কাছে বাই'আত করেন। ১. বারা বিন মারূর, ২. কা'ব বিন মালেক, ৩. আবদুল হাইছাম মালেক বিন তায়হান, ৪. আসাদ বিন যারারা, ৫. রাফে বিন মালেক, ৬. কুতবা বিন আমের, ৭. উকবা বিন আমের, ৮. জাবের বিন আবদুল্লাহ।

  (সুবিদিত বর্ণনা অনুসারে আকাবায় প্রথম বাই'আত গ্রহণ করেন ৬ জন। ওয়াকেদীর মতে আসাদ বিন যারারা এবং যাকওয়ান বিন আব্দুল কায়েস আকাবার প্রথম বাই'আতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
- আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত অংশ গ্রহণকারীগণ : মোট ১২ ব্যক্তি অংশ নেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত উপরিউক্ত আনসারীগণ পুনরায় আসেন এবং নিজেদের সাথে আরো ৫ জনকে নিয়ে আসেন। নবাগতরা হলেন : ১. মু'আয বিন হারেস, ২. আওফ বিন হারেস, ৩. যাকওয়ান বিন আবদুল কায়েস, ৪. ইয়াযীদ বিন সা'লাবা, ৫. উয়াইমির বিন মালেক।
- আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতে অংশগ্রহণকারীগণ : এবারে সর্বমোট ৭৩ জন নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।
- (আকাবার তৃতীয় বাই'আতের সময়) মক্কার শেষ যুগে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা। আবিসিনিয়ার মুহাজির ৮৩ এবং আকাবার বাই'আতকারী আনসারী ৭৩ ছাড়াও মক্কায় কিছু মুসলমান ছিল। অনুরূপ, মদিনাতেও এমন কিছু মুসলমান থাকতে পারে, যারা নবুয়তের ১৩তম বর্ষের হজ্জে নাও এসে থাকতে পারে। এভাবে আনুমানিক মোট সংখ্যা আড়াইশো হতে পারে। এ সাথে যদি নাজরান ও গিফার (গিফার গোত্রের প্রায় অর্ধেক অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল) এবং ইয়ামানের নও মুসলিমদের সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে আরবের সর্বমোট মুসলমানদের সংখ্যা তিনশোর কম হবে না।

- **হিজরতের অব্যবহিত পর মদিনার মুসলমানদের সংখ্যা (আনুমানিক) :**
বনু সালেম গোত্রের এলাকায় সর্বপ্রথম যে জুমার সালাত আদায় করা হয়, তাতে একশো মুসলমান শরীক হয়েছিল। একথা সুবিদিত। যারা শরীক হতে পারেনি, সেই সব নারী ও রোগীদের সংখ্যা ধরলে মদিনার মুসলমান জনসংখ্যা কমের পক্ষে তিনশো হওয়ার কথা।
একথাও সুবিদিত যে, রাসূল ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য একেবারে প্রথম দিকে যে সভা ডেকেছিলেন, তাতে ৯০ জন অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে উভয় পক্ষের লোক ছিল অর্ধেক অর্ধেক। এ সম্মেলনে আনসারদের মধ্য থেকে সম্ভবত সচ্ছল লোকদেরকেই রাখা হয়েছিল, যারা নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার ভেতরে অন্তত একজন করে মুহাজিরের স্থান সংকুলান করতে পারে। এখানে নারীরা শরীক ছিল না। তাই এ সম্মেলন থেকেও উপরিউক্ত অনুমান সঠিক বলেই ধারণা জন্মে।
- **বদর যুদ্ধের সময় মদিনায় মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা :**
একথা সবার জানা যে, মদিনার আনসারদের মধ্যে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রে এ ব্যাপারে কোন বাধা ছিল না। এ কথাও সুবিদিত যে, হিজরত থেকে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় দু'একজন করে মুহাজিরের আগমন অব্যাহত ছিল এবং তাদের মোট সংখ্যা মোটামুটি কম ছিল না। বুয়াত অভিযানে রাসূল ﷺ এর সাথে দু'শো মুহাজির ছিল। অনুরূপভাবে, যুল উশাইর অভিযানেও তাদের সংখ্যা ১৫০ থেকে ২০০ এর কাছাকাছি ছিল। এ সব প্রাথমিক অভিযানে রাসূল ﷺ শুধু মুহাজিরদেরকেই কাজে লাগাতেন।
কেননা আকাবার বাই'আত অনুসারে আনসারগণ শুধু মদিনার ভেতরে প্রতিরক্ষামূলক কাজে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুদ্ধে যোগদানকারী মুহাজিরদের সংখ্যাই যদি ২০০ হয়ে থাকে, তাহলে মোট সংখ্যা আরো কিছু বেশিই হবে। কমের পক্ষে আড়াইশো ধরে নেয়া যেতে পারে। আনসারদের সংখ্যা এর দ্বিগুণ হওয়ার কথা। অর্থাৎ সর্বমোট সংখ্যা সাত আটশো হতে পারে।

১. সাধারণভাবে যে কোন জনবসতিতে পুরুষদের সামরিক অনুপাত ১/৪ এবং ১/৫ হওয়ার কথা। কিন্তু দুই কারণে মদিনার মুহাজিরদের অবস্থা ভিন্নতর ছিল। প্রথমত, আরবের গোত্রীয় সমাজে সাধারণত প্রত্যেক পুরুষই লড়াকু হতো এবং এর ব্যতিক্রম খুব কমই হতো। তদুপরি মুহাজিরদের ঈমানী ও বিপ্লবী প্রেরণা থাকার কারণে তারা সর্বক্ষণ জীবন ও মৃত্যুর সংঘাতের মধ্যে জীবন যাপন করতো। এর ব্যতিক্রম কেউ ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া মুহাজির সমস্ত পরিবার পরিজন নিয়ে আসেনি। নারীদের উপস্থিতিও কম ছিল এবং বুড়ো লোকেরা বেশির ভাগ মক্কায় থেকে গিয়েছিল। এ দুটি কারণে আমরা এভাবে অনুমান করেছি।

২. বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদিনায় রাসূল (স) তিনবার আদম শুমারি করিয়েছিলেন। প্রথমবার লোক সংখ্যা ছিল পাঁচশো, দ্বিতীয়বার ৭-৮ শো এবং তৃতীয়বার হাজারের কিছু বেশি। আমাদের ধারণা, প্রথম আদম-শুমারী মুহাজিরদের পুনর্বাসনের সময় অথবা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের শুরুতে করা হয়ে থাকতে পারে। এরপর কোন গুরুতর পদক্ষেপ গ্রহণের সময় (যেমন সিরিয়া প্রত্যাগত কোরায়েশী বাণিজ্যিক কাফেলার গতিরোধ করা) পুনরায় জনশক্তি যাচাই করা হতে পারে। তৃতীয় আদমশুমারী সম্ভবত এবং এক বছর পর আবু সুফিয়ানের প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকির সম্মুখীন করা হয়ে থাকবে।

বদর যুদ্ধের মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা দেখে অনেক বিভ্রাটে পড়ে যেতে পারে। তবে আমাদের গবেষণা অনুযায়ী রাসূল (স) যখন মদিনা থেকে ৩১৪ জন সাথীকে নিয়ে বেরিয়ে যান, তখন কোন আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ-সংঘর্ষের আশংকা তিনি করেননি। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক কাফেলাকে প্রতিরোধ করা। তাছাড়া তাড়াহুড়োর ভেতরে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল বিধায় সওয়ারীর ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ খুবই কম ছিল। অথচ মদিনার মুসলিম অধিবাসীরা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সওয়ারী ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারতো। যে যোদ্ধা সংখ্যা জোগাড় করা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী যোদ্ধা সংগ্রহ করাও সম্ভব ছিল। এর প্রমাণ এই যে, বদর যুদ্ধে সর্বমোট ৮৬ জন মুহাজির শরীক ছিলেন। অথচ ইতিপূর্বে কোন কোন টহল অভিযানেও মুহাজিরদের মোট সংখ্যা ২০০ পর্যন্ত দেখা গেছে। সুতরাং আমাদের অনুমান এই যে, বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে মদিনায় মোট মুসলমান জনসংখ্যা ৭/৮ শোর কাছাকাছি ছিল। এর মধ্যে থেকে ৪/৫ শো লড়াকু যোদ্ধা সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু বদর যুদ্ধে পুরো সামরিক শক্তি শরীক হতে পারেনি। কারণ সমগ্র সামরিক শক্তিকে যোগদান করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে একটা বাহিনী সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাসূল (স) এর সাথে গিয়েছিল মাত্র।

বনু কাইনুকার অভিযান থেকেও আমাদের এ অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পর এ পাষণ্ড ও বর্বর ইহুদী গোত্রটিকে ঘেরাও করা হয় এবং তারা পর্যুদস্ত হয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে যেতে সম্মত হয়। জানা যায়, এ গোত্রের লড়াকু শক্তি ৬০০ যুবক নিয়ে সংগঠিত ছিল। তাদেরকে ১৫ দিন যাবত অবরুদ্ধ করে রেখে পর্যুদস্থ করতে মুসলিম বাহিনীর কমের পক্ষে ৪/৫ শো যোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

- বদর যুদ্ধের সময় সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের সার্বিক জনসংখ্যা : (আনুমানিক)
মদিনার সাত আটশো জনের সাথে আমরা যদি আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুহাজিরগণ, নাজরান, ইয়ামান, গিফার গোত্র, বাহরাইন ও অন্যান্য অঞ্চলে এ গোত্রে বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা যোগ করি, তাহলে সম্ভবত মোট জনশক্তি এক হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হবে।

- বিভিন্ন যুদ্ধে ও অভিযানে মুসলিম জনশক্তির সংখ্যা :
- ওহুদ যুদ্ধে–৬৫০ মতান্তরে ৭০০.
- দ্বিতীয় বদর অভিযান-(যুদ্ধ হয়নি) ১৫১০।
- দুমাতুল জানদাল অভিযান (যুদ্ধ হয়নি) ১০০০।
- খন্দক যুদ্ধ–৩০০০।
- হোদায়বিয়ার সফর–১৪০০।

৩. পরবর্তী যুগের ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির হিসাব করতে হলে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অভিযানসমূহে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার আলোকেই তা জানা যাবে।

- খায়বরের যুদ্ধ–১৪২০ (২০ জন মহিলাসহ)
- মূতার যুদ্ধ–৩০০০।
- হোনায়েন যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধ–১২,০০০।
- তাবুক অভিযান–৩০,০০০।
- বিদায় হজ্জের সহযাত্রী–১,২৪০০০, মতান্তরে ১,৪৪০০০।
- ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির পর্যালোচনা করার সময় একথাও মনে রাখতে হবে যে, রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী সংগ্রামে মহিলারাও শুরু থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য তারাও নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। মক্কার অগ্নিপরীক্ষায় তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরতের সময়ও তাদের অনেকে সহযাত্রী হয়েছে। এমনকি সম্ভাব্য জিহাদেও তারা সহযোগী হয়েছেন। বরঞ্চ এটা মহিলাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, রাসূল ﷺ-এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনা, রাসূল ﷺ কে প্রবোধ দেয়া, এবং তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানকারীও একজন মহিলাই ছিলেন, অর্থাৎ খাদীজা। বস্তুত রাসূল ﷺ যে সর্বাত্মক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা মহিলাদের সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিল না। পারিবারিক ক্ষেত্র যদি কোন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহলে কাজের গতি অত্যধিক শ্লথ হয়ে যায়। রাসূল ﷺ পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের নিকট থেকেও প্রেরণা, অর্থ, শ্রম ও ত্যাগ পুরো মাত্রায় অর্জন করেছে। আসলে এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র নিবন্ধের প্রয়োজন। তবে আপাতত এটা স্থগিত রাখছি। এখানে সংক্ষেপে শুধু ইসলামী আন্দোলনের মহিলাদের অনুপাত কেমন ছিল, তাই দেখাতে চাই। প্রথম তিন বছরের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ৫৬ জনের মধ্যে ১২ জন ছিলেন মহিলা। আবিসিনিয়ায় প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফা হিজরতের তাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫ ও ১৭, তৃতীয় আকাবার বাই'আতের অধিবেশনে ২ জন মহিলা আনসারীও ছিলেন। রাসূল ﷺ এর পূর্বে যারা মদিনায় হিজরত করেন, তাদের মধ্যেও কমের পক্ষে দশজন মহিলা ছিলেন।

৪. কোন কোন বর্ণনায় এর সংখ্যা আরো বেশি বলা হয়েছে।

তথ্য সূত্রে : মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ– নঈম সিদ্দিকী

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com